নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

আমাদের শিক্ষাঙ্গন
৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ২৭ ভাদ্র – ২ আশ্বিন, ১৪৩২ ঃ ১৩ সেপ্টেম্বর – ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 45, 13 Septembe - 19 September, 2025

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কয়েকদিন আগে জিএসটি ২–তে সরল হয়েছে কর।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এক সাক্ষাৎকারে জানান এবার জিএসটি ৩ আসছে, আরও সোজা হবে ব্যবসা বাণিজ্য। অন্যদিকে জিএসটিকে যাঁরা কটাক্ষ করতো তারাই এখন চেঁচাচ্ছে ক্ষতিপূরণ চেয়ে।

রবিবার : ট্রাফিক পুলিশ যখন রাজ্যের চারিদিকে গাড়ি ধরে ফাইন

কাটতে ব্যস্ত তখন বিধায়ক শওকত মোল্লার গাড়ি দুর্ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে খোদ পুলিশের অপরাধের চেহারা। দেখা যাচ্ছে পুলিশের গাড়ি কোনো ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়াই রাস্তায় চলছে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে।

সোমবার : ঘটনা পরম্পরা পেরিয়ে অবশেষে অনুষ্ঠিত হল

এসএসসির প্রায়শ্চিত্ত এসএলএসটি। ৭–৮ বছর শিক্ষকতা করবার পর বাধ্য হয়ে নবীনদের সঙ্গে একযোগে পরীক্ষা দিলেন প্রশাসনিক দুর্নীতির দায়ে চাকরি হারানো শিক্ষকরা।

মঙ্গলবার : বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ পরিমার্জনে ১২

নম্বর প্রামান্য নথি হিসাবে আধার কার্ডকে গণ্য করতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ। এর আগে ১১ টি নথির তালিকা প্রকাশ করেছিল কমিশন।

বুধবার : প্রত্যাশিতভাবে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীকে ১৫২ ভোটে

হারিয়ে এনডিএর প্রার্থী হিসাবে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদে জয়ী হলেন সিপি রাধাকৃষ্ণন। ফলাফলে দেখা গেছে প্রত্যাশিত সংখ্যার থেকেও বেশি ভোট পেয়েছে এনডিএ। বিরোধী ভোট ভেঙেছে বলে চলছে জল্পনা।

বৃহস্পতিবার: নেপালে যুব অভ্যুত্থানে ওলি সরকারের পতনের

পর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসাবে উঠে আসছে নেপালের প্রথম মহিলা বিচারপতি সুশীলা কার্কির নাম। শোনা যাচ্ছে যুবদেরও পছন্দ সুশীলা।

শুক্রবার: আলিপুর চিড়িয়াখানায় পর পর দুদিনে একটি সাদা বাঘ ও

একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মৃত্যুতে নড়ে চড়ে বসেছে প্রশাসন। মন খারাপ বাংলার পশুপ্রেমীদের। মুখে বয়স্ক ও অসুস্থতার কথা বললেও কারণ জানতে গড়া হয়েছে তদন্তকারী দল।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বাংলায় শুরু হয়ে গিয়েছে বিক্ষিপ্ত 'নেপাল' মডেল?

কুনাল মালিক

সম্প্রতি গোটা বিশ্ব দেখেছে কিভাবে নেপালের বামপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র যুব সমাজের আন্দোলনের জেরে পতন হয়ে গেল কেপি শর্মা ওলির সরকার। এর আগেও আমরা দেখেছি গত বছর ছাত্র যুবদের আন্দোলনে শেখ হাসিনার বাংলাদেশের সরকারকেও পতন হতে। তারও আগে দেখেছি ভারতের আরেক প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার সরকারকে সাধারণ মানুষের আন্দোলনের জেরে ধ্বংস হয়ে যেতে। দেখে শুনে মনে হচ্ছে নেপালের সরকার পতনের পর সেখানকার যে মডেল দেখা যাচ্ছে সেই মডেলও এবার বাংলাতেও যেন কোথাও কোথাও শুরু হয়ে গেল বিক্ষিপ্তভাবে। স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, বেকারত্ব ও অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এখন মানুষ রুখে দাঁড়াচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। অনেকেই বলছেন 'নেপাল মডেল' যেন বাংলার ছাত্র–যুব এবং সাধারণ মানুষকে কোথাও আশার আলো দেখাচ্ছে।

সম্প্রতি আমরা দেখলাম মহেশতলা পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে তাদেরই শাসকদলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা চোর চোর বলে তাড়া করতে। কোনরকমে পুলিশ তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার

করে। ওই সমস্ত বিক্ষুব্ধ মানুষদের বক্তব্য– ওই কাউন্সিলর নাকি ভোটের সময় অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু বাস্তবে একটি কাজও করেননি।

প্রতি বছর বর্ষায় ওয়ার্ড যেমন জলমগ্ন হয়ে পড়ে, এবারও তাই হয়েছে। এমনকি, বিভিন্ন নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, পুকুরের জঞ্জাল কোথাও পরিষ্কার করা হয় না, গ্রামের মানুষ চাঁদা তুলে তা করে থাকে। যদিও ওই অভিযুক্ত কাউন্সিলর বলছেন এ সমস্ত তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, সিপিএমের লোকজন করেছে। অন্যদিকে, যখন কোন বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলন হয় তখন তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা বলে থাকেন এটা সাধারণ মানুষদের বিক্ষোভ অথচ তাদের ক্ষেত্রে হলে তারা দোষ চাপিয়ে দেয় বিজেপি সিপিএম কিংবা কংগ্রেসের উপরে। এটাই দস্তুর। এরপরে আমরা দেখেছি পশ্চিম মেদিনীপুরে একটি পঞ্চায়েতে প্রধান এবং বিডিওকে তালাবন্দি করে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। পরে ওই প্রধান এবং বিডিও মানুষের তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালান। বীরভূমের রাজনগর এবং উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর, বসিরহাট শাসকদলের পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিতে দেখেছি কিভাবে সাধারণ মানুষ শাসকদলের নেতা–নেত্রীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। সম্প্রতি এও দেখা গেল ৩ বছর আগে টেট পরীক্ষায় পাশ করে বসে থাকা চাকরি না পাওয়া ছাত্রযুবরা বিধানসভার বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। যেখানে তারা স্লোগান দিচ্ছে 'নেপাল দেখে শিক্ষা নিন ৫০ হাজার নিয়োগ দিন'। ছাত্র যুব সমাজের মূল অভিযোগ যে বর্তমানে শাসকদলের স্বজনপোষণ দুর্নীতি চলছে, তার অবসান করতেই হবে। এই ধরনের বিক্ষিপ্ত নেপাল মডেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপেও দেখা গেছে। অভিজ্ঞ মহল জানাচ্ছেন দিন যত এগোবে এই ধরনের নেপাল মডেল রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

ছবি : অরুণ লোধ

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হতে চলেছেন 'ভারত বন্ধু' সুশীলা কার্কি

বিশেষ প্রতিনিধি, নেপাল : ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালে সম্প্রতি বামপন্থী শাসনের অবসান হয়েছে ছাত্র যুবদের আন্দোলনের জেরে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি এখন দেশ থেকে পলাতক।

বামপন্থী সরকারের নেতা মন্ত্রীদের গণপ্রহারের ঘটনাও দেখেছে সাধারণ মানুষ।

এমনকি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীকে প্রকাশ্য রাস্তায় পুড়িয়ে মারা হয়েছে। অশান্ত নেপাল ক্রমশ সেনাদের তৎপরতায় ধীরে ধীরে শান্ত হচ্ছে। আন্দোলন পর্বে আমরা এও দেখেছি ছাত্রযুবরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি নিয়ে রাস্তায় স্লোগান দিচ্ছেন– 'নরেন্দ্র মোদির মত প্রধানমন্ত্রী চাই নেপালে'। অনেকে আবার বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের সরকার পতনের পেছনে যেমন আমেরিকার

কলকাঠি ছিল বলে মনে করছিলেন তারাও নেপালের সরকার পতনে আমেরিকার কলকাঠি নাড়ার গন্ধ পাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত জল্পনা কল্পনাকে অবসান করে দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে নেপালের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান হতে চলেছেন বলে খবর ভারত বন্ধু সুশীলা কার্কি।

এরপর পাঁচের পাতায়

পাথরখাদানে ধস, মৃত ৬

অভীক মিত্র : ১২ সেপ্টেম্বর দুপুর দেড়টা নাগাদ নলহাটি ১নং ব্লকের বাহাদুরপুর পাথরখাদানে ড্রিলিং করার সময় ধস নেমে পাথর চাপা পড়ে ৬ জন খাদান শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, গুরুতর আহত আরো ৩ জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নলহাটি থানার পুলিশ। জানা যায়, খাদান থেকে পাথর তোলার জন্য

ড্রিলিং করার কাজ করছিল খাদানের শ্রমিকেরা। সেইসময় হঠাৎই পাথর খাদানের একাংশে ধস নামে। সেই ধসে পাথর চাপা পড়ে যায় খাদানের মধ্যে কর্মরত ৯ শ্রমিক। খরব পেয়ে অন্যান্য শ্রমিকেরা এসে সেখান থেকে ৬ জন শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। আরও ৩ শ্রমিককে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আর কোনো শ্রমিক খাদানে চাপা পড়ে আছে কি না সেবিষয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নলহাটি থানার পুলিশ।

মতুয়াদের আস্থা বিজেপিতেই

কল্যাণ রায়চৌধুরী

আসন্ন ২৬–এর বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমে পড়েছে। রাজ্যের মূল লড়াই হতে চলেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস বনাম বিজেপির মধ্যে। আর উল্লেখযোগ্য অস্তিত্ব না থাকলেও এই লড়াইতে শামিল বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসও। আর এরা আড়ালে আবডালে সবাই টার্গেট করেছে মতুয়া ভোটকে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৭৬টি বিধানসভায় প্রাধান্য রয়েছে

মতুয়াদের। গত বিধানসভা নির্বাচনে মতুয়াদের একটা বড় অংশ বিজেপিকে সমর্থন করে। এবারে এসআইআর বা নাগরিকত্ব নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিশ্রুতিতে মতুয়ারা অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়ায় ও বিজেপির পক্ষে থাকায় শাসক দল তৃণমূল সহ বাম, কংগ্রেস বা অ–বিজেপি দলগুলি একজোট হয়ে মতুয়া ভোটে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল।

এরপর পাঁচের পাতায়

নারী হেনস্থা

আশ্বাস জাতীয় মহিলা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কৃষ্ণপদ মণ্ডলের বিরুদ্ধে পূর্ব ঘাসিয়াড়ার বাসিন্দা সদ্য স্বামীহারা রূপালী মণ্ডলের দোকান ভাঙা, ৫০ হাজার টাকা তোলা চাওয়া ও তাঁকে কুপ্রস্তাব দেওয়া নিয়ে উত্তাল এলাকা। রূপালীদেবীর অভিযোগ, কাউন্সিলার কৃষ্ণপদ মণ্ডলের এক সাগরেদ চিত্তরঞ্জন মণ্ডল তাঁকে নানাভাবে বিরক্ত করেন। উঠে এসেছে এক মহিলা চুমকি মণ্ডলের নামও। অভিযোগ, রূপালি মণ্ডলের বাড়িতে গিয়ে চুমকি বলে 'তুমি ৫০ হাজার টাকা গ্রুপ লোন করো। দোকান আমি দাঁড়িয়ে থেকে কৃষ্ণদাকে বলে করিয়ে দিচ্ছি।' সমস্ত অভিযোগ জানিয়ে রূপালীদেবী কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে সোনারপুর থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেছেন। এফআইআর নম্বর– ১২৬৭/২২৮২৫।

রূপালীদেবী সাংবাদিকদের জানান, স্বামী নবদ্বীপ মণ্ডলের মৃত্যুর পর অভাবের তাড়নায় বাড়ির কাছে রাস্তার ধারে একটি অস্থায়ী দোকান করে সংসার চালাতেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

পুজোর আগে দুর্যোগের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েকদিন সেভাবে বৃষ্টি না হলেও গরমের জ্বালায় অতিষ্ট হচ্ছিল রাজ্যের মানুষ। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্য অনেকেই সাময়িক বৃষ্টি চাইছিল। কিন্তু আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর এবং দিল্লির মৌসম ভবন যে খবর বা পূর্বাভাস দিচ্ছে তাতে কিন্তু বাংলায় আবার নতুন করে দুর্যোগের আশঙ্কার ঘনঘটার মেঘ দেখা যাচ্ছে। শুক্রবার সকালের পর থেকেই আবহাওয়া ক্রমশ ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। দিল্লির মৌসম ভবন আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বিশ্বকর্মা পুজোর দিন রাত থেকেই আবহাওয়ার ব্যাপক রদবদল হবে। তৈরি হবে ম্যাডেন জুলিয়ান অস্কিলেশন পরিস্থিতি। এটি এমন একটি অনুঘটক পুঞ্জিভূত মেঘকে নিচের দিকে আকর্ষণ করবে। তার ফলেই মাঝারি থেকে ভারী ধরনের বৃষ্টি হবে সর্বত্র। এবং এই পরিস্থিতিতে বঙ্গোপসাগরের উপরে খুব কম সময় অন্তর অন্তর নিম্ন চাপের সৃষ্টি হবে। যেটা চলবে চতুর্থী পর্যন্ত। তার ফলে ব্যাপক বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে দক্ষিণবঙ্গসহ কলকাতা

জুড়ে। এমনিতেই এ বছরে দক্ষিণবঙ্গে ১৫ থেকে ১৮ শতাংশ বৃষ্টি বেশি হয়েছে। কলকাতায় ২১ শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এখন যদি পুজোর আগে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাহলে শারদ উৎসবের প্রাক্কালে পূজা কমিটি এবং বিভিন্ন বাজারগুলি যেখানে কোটি কোটি মানুষের অন্য কর্মসংস্থানের ব্যাপার আছে সেখানে একটা প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দেবে। এমনকি এই সময় যদি প্রবল বৃষ্টি হয় তাহলে নিচু কৃষি জমিতে অতিরিক্ত জল জমলে ফসলেরও বিশাল ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই পুজোর আগে দুর্যোগের আশঙ্কায় মানুষ যথেষ্ট চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন।

প্রতিবাদের আড়ালেই রইল রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আলিপুর বার্তায় ৩০ আগষ্ট, ২০২৫–এর সংখ্যায় প্রথম পাতায় 'রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে আজও চলছে বাম আমলের দাদাগিরি: অভিযোগ' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তা কোনও একক ব্যক্তির প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে একেবারেই হয়নি। তার প্রতিক্রিয়ায় ওয়েষ্ট বেঙ্গল কো–অপারেটিভ অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের লেটার হেডে আলিপুর বার্তার ই–মেল–এ একটি প্রতিবাদ পত্র (নং ডব্লুবিসিওএ/২০২৫–২৬/১১, তারিখ ০২/০৯/২০২৫) ২ সেপ্টেম্বর বেলা ১টা ৫১ মিনিটে আসে। এই পত্রে অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি প্রসেনজিৎ মাইতি ও চেয়ারম্যান শান্তনু চাকি জানিয়েছেন, অভীক ভট্টাচার্য্য এবং সুজন সরকার কেউই কোনও অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি, চেয়ারম্যান নন। এঁরা সিনিয়র অফিসার। আলিপুর বার্তায় যা প্রকাশিত হয়েছে, তা ঠিক নয়।

সম্পাদকের বক্তব্য: এই পত্রের উত্তরে স্পষ্ট করে জানানো হচ্ছে যে কারোর সম্মানহানি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কে কোন রঙের সংগঠন করছেন তাও গুরুত্বহীন। আমাদের উদ্দেশ্য রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে চলা প্রশাসনিক অস্বচ্ছতা দূর করা। যে অভিযোগ আমাদের দপ্তরে জমা পড়ে তা তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য। প্রকাশ করার আগে অভিযুক্ত সুজনবাবুর বক্তব্য জানার জন্য ২৯/০৮/২০২৫ তারিখে তাঁর দুটি ফোন নম্বরে দুবার ফোন করা সত্ত্বেও ফোনে পাওয়া যায়নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

গ্রন্থাগার মন্ত্রীর জেলাতে উইপোকায় কাটল পাঠাগারের হাজার খানেক বই

দেবাশিস রায়

একই জেলার একই মহকুমার পাশাপাশি দুই কেন্দ্রের দুই বিধায়ক। দু'জনই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার মন্তেশ্বর কেন্দ্রের বিধায়ক সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার মন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন এবং ঠিক তাঁর পাশেই পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপন দেবনাথ প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী। রাজ্যের শস্যগোলা রূপে পরিচিত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলার হাই প্রোফাইল দুই মন্ত্রীর মহকুমা এলাকায় অবস্থিত সুপ্রাচীন এক গ্রন্থাগারেরই কিনা শোচনীয় অবস্থা! সারিবদ্ধ আলমারিতে রাখা কয়েক হাজার মূল্যবান বই সহ গ্রন্থাগারের দরজা, জানালা, আসবাবপত্র উইপোকা সহ ইঁদুরের হানায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এমনই অনাকাঙ্খিত ঘটনার সাক্ষী এই জেলার কালনা ১ নং ব্লকের সিমলন সহ বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা। 'সিমলন বান্ধব সমিতি পল্লী পাঠাগার' জেলার পুরনো গ্রন্থাগারগুলি মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন জনপদের ঐতিহ্যবাহী সরকার পোষিত এই পাঠাগার একসময়ে জনশিক্ষা প্রসার

সহ এলাকার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ও খেলাধুলার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। অসংখ্য পাঠক সহ শিক্ষানুরাগীদের কাছে অত্যন্ত আদরের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল 'সিমলন বান্ধব সমিতি পল্লী পাঠাগার'। কিন্তু, সরকারি উদাসীনতার কারণে বছর দশেক আগে বন্ধ হয়ে যায় সিমলন গ্রামের এই পাঠাগার। দীর্ঘকাল যাবৎ বন্ধ থাকার কারণে চূড়ান্ত অবহেলার শিকার হয়ে পড়ে সেটি। উইপোকা, ইঁদুর, প্রভৃতির হানায় গ্রন্থাগারের একাধিক কক্ষের দরজা, জানালা, আলমারি, তাক, আসবাবপত্র সহ হাজার খানেক বইপত্র, পুস্তিকা প্রভৃতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেগুলি কার্যত ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। এই গ্রন্থাগারটি পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিয়ে এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা দফায় দফায় জেলা গ্রন্থাগার বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গত ২৬ আগস্ট পুনরায় খুলেছে 'সিমলন বান্ধব সমিতি পল্লী পাঠাগার'। কিন্তু, একজন সহকারী গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে উক্ত পাঠাগার সপ্তাহে মাত্র দু'দিন খোলার অনুমতি মিললেও পাঠকের চাহিদা পূরণে এককথায় ব্যর্থ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে কংগ্রেস শাসনকালে এই পাঠাগার গড়ে উঠেছিল। তারপর দীর্ঘদিন যাবৎ শত শত পাঠকের চাহিদা পূরণ করে স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল ছিল সেটি। কিন্তু, কর্মীর অভাবে ২০১৪ সাল থেকে পাঠাগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েন পুস্তকপ্রেমী সহ অসংখ্য শিক্ষানুরাগী।

এরপর পাঁচের পাতায়

আলিপুর বার্তা
শারদীয়া ১৪৩২

আধ্যাত্মিক
ড. সুবোধকুমার চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র দে

এক্সক্লুসিভ
জাদুশিল্পী পি সি সরকার জুনিয়র,
ড. জয়ন্ত চৌধুরি, জয়ন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

গল্প লিখেছেন
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, অরুণোদয় ভট্টাচার্য্য,
শেফালী সরকার, সুখেন্দু হীরা, পূর্বাশা মণ্ডল,
সিদ্ধার্থ সিংহ, সোহম বড় পণ্ডা, শ্যামল সাহা,
শৌভিক গাঙ্গুলী, সুকুমার মণ্ডল,প্রণব গুহ,
অরিন্দম আচার্য, কৌশিক রায়চৌধুরী,
দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্য

প্রবন্ধ লিখেছেন
দীপককুমার বড় পণ্ডা, উজ্জ্বল সরদার,
অভিমন্যু দাস, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়,
অসীম কুমার মিত্র, পাঁচুগোপাল মাজী

সিনেমা
ড. শঙ্কর ঘোষ, বিধান সাহা, প্রবীর নন্দী

স্বাস্থ্য
ডা. মানস কুমার সিনহা
ডা. প্রাণকৃষ্ণ প্রামানিক

ভ্রমণ
প্রিয়ম গুহ, প্রীতম দাস, অভ্রনাথ পাল, শুভম দে

খেলা
মলয় সুর

কবিতা লিখেছেন
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়,স্মৃতি দত্ত,
নির্মল কুমার প্রধান, অশোকা পাঠক,
বিবেকানন্দ নস্কর, ভরত বৈদ্য, ভীম ঘোষ,
সঞ্জয় চক্রবর্তী, গৌর দত্ত পোদ্দার, আরতি দে,
নন্দিতা সিনহা, পার্থসারথি সরকার,
স্বস্তিকা ঘোষ, লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য, স্বপন দাস,
ডা. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র কুণ্ডু,
রীতা ঘোষাল, ড. আশোক কুমার ভট্টাচার্য্য,
কানাই লাল সাহু, সুজিত দেবনাথ,
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, অসীম চক্রবর্তী, দত্তা রায়,
সুদীপ কুমার চক্তবর্তী, কল্যাণ রায়চৌধুরী,
কুনাল মালিক, অরুণ কুমার মান্না,
টুবলু দত্ত, অভিনন্দন মাইতি,
উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

কাজের খবর

অর্থনীতি

উৎসব মরশুমে বাজার উপরে

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

আমরা দেখতে পাচ্ছি ডোনাল্ড ট্রাম্প রেজিস্ট্যান্স এবং ভ্লাদিমির পুতিন সাপোর্ট হিসেবে কাজ করছে। হালকা চালে বলা এই কথাই এখন

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখাই আমরা লিখেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ২৫২০০ থেকে ২৪২০০ এই রেঞ্জের মধ্যে থাকার সম্ভবনা। এর মধ্যে পৃথিবীর শক্তির সমীকরণও পরিবর্তন হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে আজ এই লেখার যখন লিখছি অর্থাৎ বুধবার তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলতে বাধ্য হচ্ছে ভারতের সাথে তাদের সম্পর্ক মজবুত করা প্রয়োজন এবং আলোচনা করে সমাধান সূত্র বের করার দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। একইভাবে সূচক নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে থাকতে থাকতে ক্লান্ত। ভারতীয় বাজারে সূচকের ক্ষেত্রে বাস্তব। এর সাথে যুক্ত হয়েছে চীন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে রয়েছে। এরমধ্যে উইকলি এক্সপাইরির–এর তারিখও পরিবর্তন হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি এর ক্ষেত্রে মঙ্গলবার এবং বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক সেন্সেক্স এর ক্ষেত্রে বৃহস্পতিবারে নতুন দিন ধার্য হয়েছে। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার এর জন্য আমাদের লেভেল পড়ে ২৫৪০০ থেকে নিচে ২৪৭০০ পর্যন্ত। বর্তমানে ২৫০০০ এর কাছাকাছি সূচক রয়েছে। আগামী সপ্তাহে দেখার যে আমেরিকা মুখে যা বলছে কাজে সেটা করছে কিনা।

মূলধন বাজার নিয়ে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাজাজ আল্টস–এর গ্রুপ প্রেসিডেন্ট ইনভেস্টমেন্টস ও সিইও লক্ষ্মী আইয়ার, বক্তব্যে তিনি বৈশ্বিক ম্যাক্রো অর্থনৈতিক পরিস্থিতির গভীর অনিশ্চয়তা তুলে ধরেন। তিনি আলোচনা করেন কিভাবে ভারত ও চীনের উত্থানের সঙ্গে বিশ্বব্যবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে এবং দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক ক্রমশ বেশি লেনদেন–কেন্দ্রিক হয়ে উঠছে ও সোনার মূল্য মুদ্রা রিজার্ভে সোনার অংশীদারিত্ব ২০১৩ সালের ডিসেম্বরের ৮% থেকে বেড়ে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দাঁড়িয়েছে ৩৬%–এ। যুক্তরাষ্ট্র এখন সুদ বাবদ ব্যয়ে মেডিকেয়ার ও প্রতিরক্ষা খাতের থেকেও বেশি খরচ করছে। অন্যদিকে, চীন কিছুদিন ধরেই মূল্যহ্রাসজনিত চাপে রয়েছে। সোনার দাম সর্বকালের সর্বোচ্চে পৌঁছেছে। প্রতিটি সময়সীমায় মার্কিন ডলার

বিভিন্ন সময়সীমায় সেরা সম্পদ শ্রেণি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সফল দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি করা দেশগুলো কম শুল্ক পেয়েছে। স্থায়ীভাবে ৫০% শুল্ক আরোপ ভারতের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে আঘাত করতে পারে। ভূ–রাজনৈতিক ঝুঁকি ক্রমবর্ধমান।

জি–৭ দেশগুলির গড় ঋণ–জিডিপি অনুপাত প্রায় ১৩০%। বিশ্বে স্থূল সঞ্চয়ের শতাংশের বিচারে যুক্তরাষ্ট্র ১৩৭ দেশের মধ্যে ১০৯ তম স্থানে। মাত্র ১৮% স্থূল সঞ্চয় হারের কারণে ফেড যদি ব্যালান্সশিট প্রসারিত না করে তবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ঋণ শোষণ করা কঠিন। ইতিবাচক দিক হল, গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এখনও বৈশ্বিক নেতৃত্ব ধরে রেখেছে। উন্নত দেশগুলির বিশ্ব জিডিপিতে অবদান ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে, ভারত ও চীনের সম্মিলিত অবদান ২০০১ সালের ৫% থেকে বেড়ে ২০২২ সালে দাঁড়িয়েছে ২১%–এ। বর্তমানে বৈশ্বিক জিডিপিতে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ প্রায় ২৭%। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে 'ডি–ডলারাইজেশন' প্রবণতা গতি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে মার্কিন ডলারের অংশীদারিত্ব ২০০০ সালের প্রায় ৭১% থেকে নেমে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ৫৭.৩%–এ পৌঁছেছে, যা গত ২৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা রাশিয়াকে ডলার রিজার্ভ কমাতে ও স্বর্ণ রিজার্ভ বাড়াতে বাধ্য করেছে। রাশিয়ার মোট বৈদেশিক মূল্যে সোনা অন্যতম সেরা পারফর্মিং সম্পদ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

ইউনিফাই ক্যাপিটাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মারণ গোবিন্দাসামি বলেন, ভারতের চলমান পরিবর্তনগুলো তুলে ধরেন এবং দেশের নানা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করেন। তিনি আগামী দশকের রূপরেখা এবং ভবিষ্যতের জন্য ভারতের পরিকল্পনা নিয়ে বিশদ আলোকপাত করেন।

নুরেশটেকের প্রতিষ্ঠাতা নুরেশ মেরানি বলেন, বাজারকে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়। বিনিয়োগকারীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন এবং চরম অবস্থান গ্রহণ, উচ্চ লিভারেজ বা নগদ ডাকার বিপক্ষে সতর্ক করেন।

বণিকসভার কাউন্সিল অন ক্যাপিটাল মার্কেটের চেয়ারম্যান অভিষেক বসুমল্লিক তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, বৈশ্বিক অর্থনীতি বর্তমানে মারাত্মক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পূর্ব ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূ–রাজনৈতিক সংঘাত বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে এবং মূল্যস্ফীতি বাড়াচ্ছে। আন্তর্জাতিক এই চ্যালেঞ্জগুলোর মাঝেও ভারতের অর্থনীতি একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। আইএমএফ ২০২৫ সালের জন্য ভারতের প্রবৃদ্ধির হার ৬.৪% হিসেবে পূর্বাভাস দিয়েছে, যা ভারতকে বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান বৃহৎ অর্থনীতির শীর্ষে স্থাপন করছে।

সেশনটি শেষ হয় বণিকসভার কাউন্সিল অন ক্যাপিটাল মার্কেটের কো–চেয়ারম্যান বিনয় বাগরীর প্রদত্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে।

বিজ্ঞপ্তি
সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, নাটকের মহড়া, বই বা সিডি প্রকাশ করবেন? চিন্তা নেই আছে হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

জেনে রাখা দরকার

জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

১. ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন, ৭–৮ জানুয়ারি, ২০২৫।

২. কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি একটি বহুপাক্ষিক চুক্তি। কনভেনশনের তিনটি লক্ষ্য– ১। জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা,
২। জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্যযুক্ত ব্যবহার।
৩। জিনগত যে সমস্ত সম্পদ আহরিত হচ্ছে তার ন্যায্য ও সমান বণ্টন।
১৯৯২–৯৩ সালে এটির খসড়া তৈরি করা হয় এবং ১৯৯ সালে এটি লাগু করা হয়। কনভেনশনটি অনুষ্ঠিত হয় ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে ১৯৯২ সালের ৫ জুন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া রাষ্ট্রসংঘের বাকি সব দেশ এটি অনুমোদন করে। এই চুক্তিটি কার্টাগেনা প্রোটোচল নামে পরিচিত। চুক্তি–স্বাক্ষরকারী দেশগুলি ২০২৪ সালের অক্টোবর–নভেম্বর মাসে কলম্বিয়ায় শেষবার মিলিত হয়।

৩. দ্য রামসার কনভেনশন অন ওয়েটল্যান্ডস অব ইন্টারন্যাশনাল ইম্পরটেন্স স্পেশালি অ্যাজ ওয়াটারফাউল হ্যাবিটেট ১৯৭১।

৪. ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন টু কমব্যাট ডেসারটিফিকেশন ১৯৯৪।

বিপন্ন প্রজাতি

আমাদের দেশে অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি প্রজাতি পৃথিবীতে দুর্লভ।

২০১১ সালে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজার্ভেশন অব নেচার যে কোয়ান্টিটেটিভইভ্যালুয়েশন করে, তাতে দেখা যাচ্ছে ভারতে ৫৭টি ভয়াবহভাবে বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী রয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজার্ভেশন অব নেচার–এর সংজ্ঞা অনুযায়ী এটিই সর্বোচ্চ বিপন্নতা। অর্থাৎ এটি আক্ষরিক অর্থেই রেড লিস্ট বা লাল তালিকা।

একটি প্রজাতি ক্রিটিক্যালি এনডেঞ্জার্ড কিনা তা স্থির করার পাঁচটি আঙ্কিক ভিত্তি আছে। এগুলি হল–

১) বিগত ১০ বছর বা তিনটি প্রজন্মে এই প্রজাতির প্রাণীর সংখ্যা ৮০ শতাংশ বা তার বেশি কমে গেছে।

২) একটি ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই এর অস্তিত্ব বর্তমান।

৩) মোট সংখ্যা ২৫০ এবং তাও তিন বছরে বা একটি প্রজন্মে ২৫ শতাংশ হারে ক্রমহ্রাসমান।

৪) খুব কম সংখ্যা বা ৫০টিরও কম পূর্ণবয়স্ক প্রাণী।

৫) বিশ্ব থেকে অবলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

বিপন্নতার শ্রেণিবিভাগ

ক) বিপন্মুক্ত
খ) প্রায় বিপন্ন
গ) সম্ভাব্য বিপন্ন
ঘ) বিপন্ন ভয়ানকভাবে বিপন্ন
ঙ) অবলুপ্ত

ভয়ানকভাবে বিপন্ন প্রজাতি

পাখি: হোয়াইট–বেলিড হেরন, ফরেস্ট আউলেট, স্পুন বিলড স্যান্ডপাইপার, সাইবেরিয়ান ক্রেন, হোয়াইট–রাম্পড ভালচার, ইন্ডিয়ান ভালচার।
স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, উভচর, মাছ: নাইফটুথ শফিশ, ফোর–টোড টেরাপিন, রেড–ক্রাউন্ড রুফড টারটল, নামডাফা ফ্লাইং স্কুইরেল, পন্ডিচেরী শার্ক, গ্যাঞ্জেস শার্ক, জাভান রাইনোসেরাস।

দুবাইয়ে মাদার টেরিজা ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার পেলেন জ্যোতিষ তপন শাস্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ২৫ আগস্ট দুবাইয়ের মিলেনিয়াম প্লাজা ডাউনটাউন হোটেলে ২৫ তম মাদার টেরেজা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড সেরিমনির আয়োজন করেছিল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যান্ড উইকার সেকশন কমিটি। সেই অনুষ্ঠানে আরবের রাজারা মাদার টেরেজা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড তুলে দিলেন প্রখ্যাত জ্যোতিষ এবং তন্ত্র বিশারদ তপন শাস্ত্রীর হাতে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগীতশিল্পী কবিতা

কৃষ্ণমূর্তি, উষা উত্থুপ এবং বিশিষ্ট অভিনেত্রী মুনমুন সেন। বেহালার বাসভবনে তপন শাস্ত্রী জানালেন, '৩৮ বছর ধরে তিনি জ্যোতিষচর্চা করছেন বহু পুরস্কারও পেয়েছেন কিন্তু মাদার টেরিজার নামে এই আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়ে তিনি আপ্লুত। এই পুরস্কার তাকে অনুপ্রাণিত করবে আগামীদিনে জ্যোতিষচর্চার ক্ষেত্রে। এই পুরস্কার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল।

গ্লোবাল আর্ট এবার পা রাখল পূর্ব ভারতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: শিশুদের সৃজনশীল আর্ট প্রোগ্রামে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করা গ্লোবালআর্ট এবার পা রাখল পূর্ব ভারতে। সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতার লেক মার্কেটে চালু হল তাদের প্রথম কেন্দ্র। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমসাময়িক শিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, চলচ্চিত্র পরিচালক সুদেষ্ণা রায়, এসআইপি একাডেমি–র প্রতিষ্ঠাতা দিনেশ ভিক্টর, গ্লোবালআর্ট ইন্ডিয়ার বিজনেস হেড নম্রতা মুখার্জি এবং পশ্চিমবঙ্গের স্টেট হেড যোগেশ দাসানি–সহ বিশিষ্টজনেরা।

গ্লোবালআর্ট বর্তমানে বিশ্বের ২৩টি দেশে কার্যকর এবং ভারতে ৭টি রাজ্যে ১৫০টি কেন্দ্র পরিচালনা করছে। গত দুই দশকে এক লক্ষেরও বেশি শিশু এই প্রশিক্ষণ নিয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ভারতে ১৫০টির মধ্যে ১৪৫টি কেন্দ্র নারী উদ্যোক্তারা পরিচালনা করছেন।

পূর্ব ভারতের জন্য সংস্থার বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে—আগামী তিন বছরে ৩০টি নতুন কেন্দ্র চালু করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এর ফলে শুধু শিশুদের সৃজনশীল শিক্ষা নয়, নতুন উদ্যোক্তা তৈরির সুযোগও সৃষ্টি হবে।

উদ্বোধনী মঞ্চে দিনেশ ভিক্টর বলেন, "সৃজনশীল চিন্তাভাবনা এখন আর বিকল্প নয়, এটি অপরিহার্য। শিল্পের মাধ্যমে আমরা শিশুদের কল্পনাশক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা গড়ে তুলতে চাই।"

গ্লোবালআর্ট ইন্ডিয়ার বিজনেস হেড নম্রতা মুখার্জি জানান, "নারীদের জন্য এটি দুর্দান্ত ব্যবসার সুযোগ। কলকাতাতেও আমরা নারী উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই।"

স্টেট হেড যোগেশ দাসানি বলেন, "গ্লোবালআর্টের লক্ষ্য আমার পরিবারের মন ছুঁয়েছে। তাই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে লেক মার্কেটেই প্রথম কেন্দ্র শুরু করেছি।"

৩৮৭ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হরিয়ানা: এন.এইচ.পি.সি. লিমিটেড জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল), জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল), জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ই অ্যান্ড সি), সুপারভাইজর পদে ৩৮৭ জনলোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল): *যোগ্যতা:* সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। *মূল মাইনে:* ২৯,৬০০–১,১৯,৫০০ টাকা। *সাম্প্রতিক শূন্যপদ:* ১০৯টি (জেনাঃ ৫১, তঃজাঃ ১৩, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১৬ ই.ডব্লু.এস. ১৫। *ব্যাকলগ শূন্যপদ:* তঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ৬।

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল): *যোগ্যতা:* ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। *মূল মাইনে:* ২৯,৬০০–১,১৯,৫০০ টাকা। *শূন্যপদ:* ৪ টি। *সাম্প্রতিক শূন্যপদ:* জেনাঃ ২২, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ১০, ই.ডা.এস. ২। *ব্যাকলগ শূন্যপদ :* তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১।

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল): *যোগ্যতা:* মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। *মূল মাইনে :* ২৯,৬০০–১,১৯,৫০০ টাকা। *শূন্যপদ :* ৪৯টি। *সাম্প্রতিক শূন্যপদ :* জেনাঃ ১৮, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১১, ই.ডব্র.এস. ৫। *ব্যাকলগ শূন্যপদ:* ও.বি.সি. ৩।

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ই অ্যান্ড সি): *যোগ্যতা:* ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড পাওয়ার, পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। *মূল মাইনে:* ২৯,৬০০–১,১৯,৫০০ টাকা। *শূন্যপদ :* ১৭টি। *সাম্প্রতিক শূন্যপদ :* জেনাঃ ৮, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ১। *ব্যাকলগ শূন্যপদ:* ও.বি.সি. ১।

সুপারভাইজর (আই.টি.): *যোগ্যতা:* মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা ডোয়েক থেকে এ লেভেল কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার সায়েন্স বা, ইনফর্মেশন টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। বি.সি.এ./ বি.এসসি. (কম্পিউটার সায়েন্স/আই.টি.) কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। কম্পিউটার সংক্রান্ত ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। *মূল মাইনে:* ২৯,৬০০–১,১৯,৫০০ টাকা। *শূন্যপদ:* ১টি (জেনাঃ)।

সিনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট: *যোগ্যতা:* চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সির ইন্টার কোর্স পাশ কিংবা সি.এম.এ. ইন্টারভিউ পাশ প্রার্থীরা যোগ্য। *মূল মাইনে:* ২৯,৬০০–১,১৯,৫০০ টাকা। *শূন্যপদ:* ১০টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ২, ও.বি.সি. ৩, ইব্র.এস.৩)।

বয়স: ওপরের সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১–১০–২০২৫"এর হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: NH/ Rectt./04/2025.

পরীক্ষা: প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন টেস্টের মাধ্যমে। ২০০ নম্বরের ৩ ঘণ্টার পরীক্ষায় এম.সি.কিউ টাইপের ১৪০টি প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর, ৩০টি প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বিষয়ের ওপর ও ৩০টি প্রশ্ন হবে রিজনিং বিষয়ের ওপর। নেগেটিভ মার্কিং আছে। পরীক্ষা হবে কলকাতা, রাঁচি, ভুবনেশ্বর, গ্যাংটক, গুয়াহাটিতে। ই–অ্যাডমিট কার্ড ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নেবেন।

দরখাস্ত পদ্ধতি: দরখাস্ত করবেন অনলাইন ওয়েবসাইটে ১ অক্টোবরের মধ্যে। এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আইডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৭০৮ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওয়েবসাইটে।

ওয়েবসাইট: www.nhpcindia.com

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

১৩ সেপ্টেম্বর – ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

মেষ রাশি : পরিকল্পিত কাজ এই সপ্তাহে সময়মতো সম্পন্ন হবে। সঠিক দিকে করা প্রচেষ্টা এবং কাজ অনুকূল ফলাফল দেবে। সপ্তাহের শুরুতে, অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা থাকবে। ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার লক্ষ্য অর্জনেও আপনি সফল হবেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে, কর্মক্ষেত্রে লুকানো শত্রুদের থেকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন।

বৃষ রাশি : আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে চিন্তার সৃষ্টি হবে। সপ্তাহের শুরুতে সন্তানদের নিয়ে কিছু উদ্বেগ থাকবে, তবে সপ্তাহের শেষে আপনি এর সমাধান খুঁজে পেতে সক্ষম হবেন। বন্ধুদের সহায়তায় অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন হবে। ভাইবোন ইত্যাদি পারিবারিক সমস্যা সমাধানের আপনার সিদ্ধান্তকে সম্মান এবং সমর্থন করবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব এবং নতুন পদ পেতে পারেন।

মিথুন রাশি : এই সপ্তাহটি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আপনাকে দুর্যোগের মধ্যে সুযোগ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। এর অর্থ হল, ক্যারিয়ার, ব্যবসা বা কর্মক্ষেত্রে যদি কোনও চ্যালেঞ্জ আসে, তবে আপনি সাহসের সাথে তার মুখোমুখি হতে পারেন এবং সাফল্যের একটি নতুন অধ্যায় লিখতে পারেন। এই সপ্তাহে আপনার পরিকল্পনা এবং লক্ষ্য নিয়ে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে যেতে হবে।

কর্কট রাশি : স্বপ্ন পূরণের জন্য খুবই শুভ। সঠিক পথে চেষ্টা করলে অবশ্যই সাফল্য পাবেন। আপনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসবেন এবং লাভের সুযোগ পাবেন। কর্মসংস্থানের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো লোকেরা নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। সপ্তাহের শেষে, কিছু অজানা আশঙ্কা নিয়ে মন চিন্তিত থাকবে। এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন।

সিংহ রাশি : এই সপ্তাহে তাদের সময় এবং সম্পর্ক উভয়ের দিকেই অনেক মনোযোগ দেওয়া উচিত। চন্দ্রগ্রহণ দিয়ে শুরু হওয়া এই সপ্তাহটি আপনার জন্য উত্থান–পতনে পূর্ণ থাকবে। যদি কোনও কারণে আপনার প্রিয়জনের সাথে ভুল বোঝাবুঝি হয়, তাহলে এক ধাপ পিছিয়ে যান এবং তাকে বোঝানোর চেষ্টা করুন, অন্যথায় ইতিমধ্যে তৈরি সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠতে পারে।

কন্যা রাশি : এই সপ্তাহে নক্ষত্ররা আপনাকে সাহসের সাথে এগিয়ে যেতে বলছেন। কোনও চ্যালেঞ্জকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই কারণ যদি ভালো সময় না থাকে, তাহলে খারাপ সময়ও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। সপ্তাহের শুরুতে, কোনও দুর্ভাগ্যের ভয়ে মন চিন্তিত থাকতে পারে। বাড়ির কোনও সিনিয়র ব্যক্তির পরামর্শে জীবনের যে কোনও বড় বাধা দূর হবে।

তুলা রাশি : নক্ষত্রগুলি ইঙ্গিত দেয় যে আপনি এই সপ্তাহে ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায় প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সাফল্য পেতে পারেন। যারা বিদেশে কর্মরত বা ব্যবসা করেন তারা একটি ভাল সুযোগ পেয়ে খুশি হবেন। অসুস্থদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। অর্থ বিনিয়োগের ফলে প্রচুর লাভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : এই সপ্তাহে আপনার প্রচেষ্টা সফল হবে। আপনি কিছু সুসংবাদ পাবেন এবং আপনার ইচ্ছা পূরণ হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীরা সুসংবাদ পাবে। সন্তান সম্পর্কিত যেকোনো বড় উদ্বেগের সমাধান হবে। তবে কোনও বড় প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করার আগে বা কাউকে টাকা ধার দেওয়ার আগে ভালো করে ভেবে নিন।

ধনু রাশি : এই সপ্তাহে নক্ষত্রগুলি ইঙ্গিত দেয় যে সপ্তাহের শুরুতে আপনাকে কোনও কাজের জন্য ভ্রমণ করতে হতে পারে। ভ্রমণের সময় আপনার লাগেজের যত্ন নিন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সাথে মতবিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে, আপনাকে ধৈর্য এবং সংযমের সাথে কাজ করতে হবে।

মকর রাশি : এই সপ্তাহে নক্ষত্রগুলি ইঙ্গিত দেয় যে কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ আরও বেশি হতে পারে। জমি–বাড়ি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন এবং তাড়াহুড়ো করে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা থেকে মনোযোগ হারিয়ে ফেলতে পারে।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহে নক্ষত্রগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, সপ্তাহের শুরুতে, আপনাকে কাজের বাধা বা ফলাফলের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সপ্তাহের শুরুতে, কোনও মহিলা বন্ধুর সাহায্যে, আটকে থাকা কাজ গতি পাবে এবং আপনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন।

মীন রাশি : মীন রাশির জাতকদের তাদের লক্ষ্য অর্জন না করা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে, কারণ আপনার কাজে ছোট–বড় বাধা আসতে পারে। আদালত সংক্রান্ত বিরোধগুলি যদি বাইরে সমাধান করা হয় তবে তা লাভজনক হবে, অন্যথায় বিষয়টি আরও খারাপ হতে পারে।

শব্দবার্তা ৩৬০

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। মধ্যাধ্যক্ষ ৪। পরাজয়ের মালা ৫। আদম ৭। স্থূল, মোটা ৯। বল্কল ১০। খাওয়ার জন্য যে টাকা ব্যয় হয় ১১। রক্ষক ১২। জবরদস্তি।

উপর–নীচ

১। নশ্বর ২। সর্বদা, সবসময় ৩। দীন ৪। নিজেকে বড়ো ভাবা ৬। মানুষের অস্থি পঞ্জরের কাঠামো ৮। গভর্নমেন্ট ১০। জুতো না পরা পা ১১। উদ্ধার।

সমাধান : ৩৫৯

পাশাপাশি : ১। অবয়ব ৩। আয়োগ ৫। সরগরম ৬। রসদ ৮। মগেনা ১০। পরামানিক ১২। তরাস ১৩। ইন্দিবর
উপর–নীচ : ১। অধিকার ২। বয়স ৩। আত্মগরিমা ৪। গরম ৭। দন্তমাংস ৯। নামঞ্জুর ১০। পরত ১১। কসাই

জল জমে দুর্ভোগ মুরারই আন্ডারপাসে

নিজস্ব প্রতিনিধি : যে রেলের আন্ডারপাসে যানবাহন চলাচলের কথা সেখানে এখন ১০ ফুট জল জমে আছে ফলে বর্ষার সময় থেকে ৩ মাস ধরে মুরারই আন্ডারপাস বন্ধ আছে। বর্তমানে ফের রেলগেটে তীব্র যানজটে এলাকার সর্বস্তরের মানুষ সহ শহরবাসীর রাতের ঘুম উড়ে গেছে। মুরারই এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, মুরারই রেলগেটে যানজটের সমস্যা যুগ যুগ ধরে। এই সমস্যার সমাধানে ইতিপূর্বে অনেক সংগ্রাম আন্দোলন এমনকি রেল অবরোধ পর্যন্ত হয়েছে। অবশেষে এলাকার মানুষের দাবিকে মেনে নিয়ে ২০২৪ সালে কোটি টাকা ব্যায়ে ১ বছর ধরে আন্ডারপাস নির্মান করে রেল। মুরারই রেলের আন্ডারপাসের কাজ অসমাপ্ত রেখেই চলতি বছরের ২৯ মার্চ রাতে যান চলাচলের জন্য আন্ডারপাস খুলে দেয় রেল কতৃপক্ষ।

বাসিন্দারা বলেন, সবই ঠিকঠাক ছিল কিন্তু বর্ষা শুরুর সময় থেকে আন্ডারপাশে জল ঢুকে যায় ফলে সমস্ত যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এলাকার মানুষের আন্দোলনের ফলে পুনরায় রেলগেট চালু করে রেল কিন্তু বর্ষার জল ঢুকে যাওয়ায় আন্ডারপাস পুনরায় বন্ধ করে দেয় রেল। এরপর কি হবে?– উঠছে প্রশ্ন। বর্তমানে ওই আন্ডারপাসে ১০ ফুট জল জমে আছে। আন্ডারপাস বন্ধের ফলে আবারো তীব্র যানজটে হাসপাতালের রোগী থেকে অফিস যাত্রী, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী, সাধারণ মানুষ, ঠেলা শ্রমিক সহ মুরারইবাসীর জীবনযাত্রা বিপন্ন। বর্ধমান–সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনের মুরারই শহরের প্রধান রাস্তার মধ্যে রেলগট। এই লাইনে বন্দে ভারত, শতাব্দী, কুলিক, তেভাগা, মালদা–হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস সহ উত্তরবঙ্গ সহ পূর্ব ভারতের যোগাযোগের জন্য বহু দ্রুতগামী মেল এক্সপ্রেস ট্রেন ও মালগাড়ি চলার ফলে প্রতি মিনিট অন্তর রেলগেট বন্ধ থাকে। ফলে রেলগেটের দুইপাশের রাস্তায় ব্যাপক যানজটে শহরের রাস্তাগুলি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এলাকার মানুষ কয়েক দশক ধরে বছরের পর বছর রেলের কাছে দাবি জানাই যেন যানজটের সমস্যা সমাধানে একটি বিকল্প বাইপাস। এর জন্য রেলের কাছে আবেদন নিবেদন অনেক আন্দোলন অবরোধ পর্যন্ত হয়েছে। শেষে রেল সিদ্ধান্ত নেয় রেলগেটের দক্ষিণে কিছুটা দুরে একটি ডবলওয়ে আন্ডারপাশ করে যান চলালের যোগ্য করে তোলা হবে। একবছর ধরে কোটি টাকা ব্যায়ে সেই আন্ডারপাশের কাজ শেষ হয়েছে। রেল কথা দিয়ে দিয়েছিল ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর উদ্বোধন হবে কিন্তু সেদিন এলাকার মানুষ দাবি করেন কাজ সম্পূর্ণ না করে আন্ডারপাশ উদ্বোধন করা যাবে না। এখনো কিছুটা কাজ বাকি রয়েছে কিন্তু রেল কতৃপক্ষ কাজ অসমাপ্ত রেখেই আন্ডারপাস খুলে দেওয়ায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে মুরারই আন্ডারপাসের। এলাকার সাধারণ বাসিন্দারা অনেকেই জানান, মুরারই সমস্যার সমাধানে প্রস্তাবিত ভাদিশ্বর–পলসা বাইপাস রাস্তা অবিলম্বে তৈরি করা। রেলের এই সমস্যার সমাধানে উড়ালপুল ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। আন্ডারপাস সমাধানের কোন পথ নয় এখানে। এলাকার মানুষের প্রস্তাব নলহাটি– মুরারই রাজ্য সড়কের ভাদিশ্বর পেট্রোল পাম্পের নিকট থেকে ঘাসনির বিল দিয়ে রেলের উপর দিয়ে ওভারপুল করে ঘুসকিরা– মুরারই বাইপাস রাস্তার বেগুন মোড় রাস্তার সঙ্গে যুক্ত করে এর সমাধানের একমাত্র বিকল্প পথ। স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়টা ভাবতে হবে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক দীপ্তিময় দত্ত বলেন, জল সরে গেলেই আন্ডারপাস খুলে দেওয়া হবে। তবে জেনারেল প্রশাসন যদি বিকল্পভাবে ফ্লাইওভারের প্রস্তাব দেন তাহলে রেলদপ্তর বিবেচনা করবে।

একাধিক অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : জয়নগর পুলিশের ২০ জনের বিশেষ দল জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাসানপুরে একটি অর্ধনির্মিত ভাড়াবাড়ীতে অভিযান চালিয়ে সন্ধান পায় বেআইনি অস্ত্র কারখানার। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে একাধিক অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম সহ ২ জনকে উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃত দুই ব্যক্তি হল ফিরোজ গাজী ও ভবেন পাল। বাড়ি হাসানপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বিগত ৩ মাস আগে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাসানপুর এলাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস করছিল ফিরোজ গাজী। সেই ঘরের ভিতরে বেআইনি অস্ত্র কারখানা তৈরি করেছিল সে। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৮ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে হানা দিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করে। এবিষয়ে বারুইপুর এসডিপিও অভিষেক রঞ্জন বলেন, ‘এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া ফিরোজ গাজীর বিরুদ্ধে এর আগেও মার্ডারের কেস রয়েছে।’ ধৃতদের মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। এবিষয়ে তদন্ত করছে জয়নগর থানার পুলিশ।

বাঘের কামড়ে মৃত মৎস্যজীবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের বুড়িরডাবরি জঙ্গলে আবার বাঘের কামড়ে মৃত্যু ঘটলো সুন্দরবনের মৎস্যজীবি চিরঞ্জিত মণ্ডলের। বাড়ি গোসাবার কালিদাসপুর এলাকায়। জানা যায়, ৮ সেপ্টেম্বর সঙ্গীদের সঙ্গে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন তিনি। নৌকা থেকে তাঁকে টেনে নিয়ে যায় বাঘ। তাকে উদ্ধারে দুই সঙ্গী বাঘের পিছনে খানিকটা গেলেও প্রাণভয়ে গ্রামে ফিরে আসে তারা। মঙ্গলবার রাতে গোসাবার গ্রামে ফেরেন দুই সঙ্গী। ঘটনার কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। বনদপ্তরেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। বনকর্মীরা ওই ব্যক্তির খোঁজে জঙ্গলে তল্লাশি শুরু করেছেন বলে খবর। তবে এখনো পর্যন্ত দেহের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

বেহাল রাস্তায় নাজেহাল হরিপুর

রবীন দাস : বেহাল রাস্তার যন্ত্রণায় জেরবার নামখানার হরিপুর পঞ্চায়েতের তৃতীয় ঘেরীর ২১৬ নম্বর বুথের সাধারণ মানুষ। প্রায় ২ থেকে ৩ কিলোমিটার রাস্তা এক হাঁটু কাদা পেরিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করে কয়েক হাজার মানুষ। ৩০ বছরেও হয়নি রাস্তা, প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে বারে বারে জানিয়েও কোন সুরাহা মেলেনি। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে এক হাঁটু সমান কাদা পেরিয়ে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে রোগী ও স্থানীয় মানুষের যাতায়াত করতে হয়। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে শুরু করে প্রশাসনকে জানানো হলেও তারা শুধু আশ্বাসী দিয়েছে। রাস্তার

কাজ আর হয়নি।

অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান জানায়, ‘ওই রাস্তায় ইতিমধ্যেই ইঞ্জিনিয়ার এসে পরিদর্শন করেছে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে।’ এব্যাপারে বিজেপি নেতা বাসুদেব দলপতির অভিযোগ, ‘বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানানো হয়েছে। বিধায়ককে ফোন করলে তিনি ফোন ধরেন না। এলাকার তৃণমূল মেম্বার মানুষকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে। কাঠমানি খাওয়াই হচ্ছে এই তৃণমূলের প্রধান লক্ষ্য।’

ভুতুড়ে ভোটারের অভিযোগ মিথ্যা দাবি বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার

সৌরভ নস্কর : ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন কড়া নাড়ছে দুয়ারে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসছে ভুতুড়ে ভোটার। গঙ্গাসাগরে রামকরচর গ্রাম পঞ্চায়েতের খান সাহেব আবাদ ৬০ নম্বর বুথে ৩০ জন ভুতুড়ে ভোটারের নাম রয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বেশ কয়েকজনের। অভিযোগ এই ভোটার লিস্টের তালিকায় মৃত ভোটারের পাশাপাশি ভিন রাজ্যে বসবাসকারী বেশ কয়েকজন ভোটারেরও নাম রয়েছে। এই খবর প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমে। এবিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, ‘বিরোধীরা যে অভিযোগ তুলছে এবং বেশ কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমে প্রচার হওয়া সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। সম্প্রতি এই ৬০ নম্বর বুথে একজন ভোটার তিনি স্থানান্তরিত করেছে তার ভোটার কার্ড এবং ১৭ জন ভোটার তারা মারা গিয়েছে এবং সম্প্রতি আরও ৮ জন ভোটার মারা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই বিএলও পক্ষ থেকে এই ১৭ জন মৃত ভোটারের নাম ইতিমধ্যে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাকি ৮ জনের নাম খুব দ্রুতই বাদ দেওয়া হবে। বিরোধীদের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে তাই মিথ্যা অভিযোগ করছে।’

অযোগ্য তালিকায় বিজেপি কোষাধ্যক্ষের স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির অযোগ্য তালিকায় নাম উঠল বীরভূম জেলা বিজেপির নবনিযুক্ত কোষাধ্যক্ষ সুরজিৎ সরকারের স্ত্রী লক্ষ্মী বিশ্বাসের। তালিকায় নাম ও ছবি ভাইরাল হতেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রামপুরহাট ১নং ব্লকের কুসুম্বা হাইস্কুলের শিক্ষিকা ছিল লক্ষ্মী বিশ্বাস। শ্বশুর অমিয় সরকার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্যস্তরের দায়িত্বে রয়েছেন। স্বামী বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলার কোষাধ্যক্ষ সুরজিৎ সরকার। বিজেপি বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, ‘লক্ষ্মী বিশ্বাস যে স্কুলের শিক্ষিকা ছিল সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তৃণমূল শিক্ষা সেলের নেতা। তাঁর সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের মতানৈক্য হত সেইকারণে ষড়যন্ত্র করে লক্ষ্মী বিশ্বাসের নাম অযোগ্যর তালিকায় নাম তোলা হয়েছে।’ কুসুম্বা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সন্দীপ মণ্ডল বলেন, ‘লক্ষ্মী বিশ্বাস কলিঠা স্কুল থেকে মিউচুয়াল ট্রান্সফার নিয়ে এসেছিল। আমরা কারো নাম শিক্ষা দপ্তরে পাঠায়নি।’

বাস আনাতে তদন্তে আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : রুট থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ বেসরকারি বাস আসানসোল ও বর্ধমান চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে না গিয়ে ১৪নং জাতীয় সড়ক দিয়ে চলে যায়। এই বিষয়ে ইমেইল মারফত জেলা পরিবহন আধিকারিককে অভিযোগ জানায় চিনপাই গ্রামের এক বাসিন্দা। ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৮:৪৫ থেকে ১১:১৫ পর্যন্ত চিনপাই মোড়লপুকুর ১৪নং জাতীয় সড়কে চিনপাই না ঢোকা বাসগুলো আটকে পারমিট সহ কাগজপত্র চেক করেন জেলা পরিবহন আধিকারিক। বাসগুলোকে চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে

যাওয়ার জন্য বলে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাসগুলো এবার থেকে চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে যাবে বলে জানায় বাসের চালক, কন্ডাক্টর সহ বাসকর্মীরা। জেলা পরিবহন আধিকারিক বলেন, ‘নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সরজমিনে তদন্ত করলাম। আগামীদিনেও এইরকম তদন্ত চলবে।’ জেলা পরিবহন আধিকারিকের এইরকম সরজমিনে তদন্তে খুশি চিনপাই গ্রামের বাসিন্দারা।

কৃষক–শ্রমিকদের কথা ভারতের কৃষি মন্ত্রণালয়কে ভাবতে হবে : অশোক দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রমিক কৃষক পঞ্চায়েত, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের মহাসচিব অশোক দাস জানিয়েছেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও জনতা দল ইউনাইটেড–এর জাতীয় সভাপতি নীতীশ কুমার পশ্চিমবঙ্গের কৃষক ও শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি সম্পর্কে ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়কে চিঠির মাধ্যমে অবগত করেছেন।

ধানের দাম, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি, আলুর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ, কৃষক পরিবার কল্যাণ আয়োগ গঠনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয়কে চিঠির মাধ্যমে অবগত করানোর জন্য হিন্দু শ্রমিক কৃষক পঞ্চায়েত, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সমিতি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছে।

হিন্দু শ্রমিক কৃষক পঞ্চায়েতের বিশ্বাস, ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় এই দাবিগুলির প্রতি সহানুভূতি দেখাবে এবং তা পূরণ করবে।

টানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন ধানের জমি সমস্যায় পড়েছেন দুর্গোৎসব কমিটিগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : টানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে কাকদ্বীপ মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা। বিশেষত ধানের জমি ও মাঠগুলিতে এখন জল জমে রয়েছে। এর জেরে সমস্যায় পড়েছেন দুর্গোৎসব কমিটিগুলি। কারণ এই এলাকার বেশিরভাগ পূজা মণ্ডপগুলি ফাঁকা ধান জমিতে ও মাঠে তৈরি করা হয়। এই জায়গাগুলিতে এখন জল জমে থাকার কারণে মণ্ডপ তৈরির কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। এদিকে পূর্ণিমার কোটাল থাকার কারণে নদী সংলগ্ন মাঠ গুলিতেও জল উঠেছে। যে কারণে মণ্ডপ তৈরি করার ক্ষেত্রে কাকদ্বীপ এলাকার বেশ কয়েকটি বড় দুর্গোৎসব কমিটি সমস্যায় পড়েছেন। চতুর্থীর আগে কিভাবে মণ্ডপের কাজ শেষ করবেন,

তা নিয়েও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ডেকোরেটারের কর্মীরা।

এবিষয়ে কাকদ্বীপের এক ডেকোরেটরের কর্ণধার অসীম প্রধান বলেন, ‘প্রায় দেড় মাস আগে থেকে পূজা মণ্ডপগুলি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু মাঝখানে নিম্নচাপের কারণে বেশ কিছুদিন ধরে টানা বৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় এখনও বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। কিছু জায়গায় আবার জমা জল বেরিয়ে গেলেও, সেখানে কাদা হয়ে রয়েছে। তাই কর্মীরা কাজ করতে পারছেন না। এদিকে মণ্ডপ তৈরির কাজ এখনও অনেক বাকি রয়েছে। কিভাবে কাজ সম্পূর্ণ করব তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছি।’

কাকদ্বীপ ইয়ং ফাইটার্স ক্লাবের সম্পাদক অশোক মিশ্র বলেন, ‘প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এ বছর পুজোর বাজেট অনেকটাই বেড়ে যাবে। কারণ এখন মণ্ডপের কাজ সম্পূর্ণ করতে হলে, অনেক বেশি কর্মীকে কাজে লাগাতে হবে। দিন ও রাত করে তাঁদের কাজ করাতে হবে। তবেই কাজ শেষ করা সম্ভব হবে। এদিকে চতুর্থীর দিন পুজোর উদ্বোধন রয়েছে। এখনও বাঁশ বাঁধার কাজই সম্পূর্ণ হয়নি। এরপর মণ্ডপে কাপড় লাগানোর কাজ শুরু হবে।’

আজও চলেছে ৩০০ বছরের পাল বাড়ির পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : হিন্দু ধর্মীয় রীতি মেনে এখনো চলছে ৩০০ বছরের বেশি প্রাচীন বারুইপুরের পাল বাড়ির দুর্গা পুজো। পাল পরিবারের পূর্বপুরুষ জমিদার উমেশচন্দ্র পাল। কথিত আছে, তিনি বাড়ির আমবাগানে সকালে হাঁটার সময় লাল পাড় শাড়ি পড়া একটি মেয়েকে দেখতে পান। সেই মেয়েই রাতে স্বপ্নাদেশে জানিয়েছিলেন” আমিই মা দুর্গা, আমাকে প্রতিষ্ঠা কর তোরা।” তারপরেই শুরু হয় মা দুর্গার পুজো। জমিদারি প্রথা চলে গেলেও রীতিনীতি মেনে পুজো চালিয়ে আসছেন পাল পরিবারের সদস্যরা। বারুইপুরের মদারাট পঞ্চায়েতের পাল বাড়ির পুজো দেখতে এখনো ভিড় জমান দূর দুরান্তের মানুষজন। রীতি–ঐতিহ্য মেনে নবমীর দিন হয় কুমারী পুজো। নবমীর দিন পরিবারের সদস্যদের কাদা মাটি খেলা এখনো চলে। গোটা পাড়া ঘোরা হয় কাদা–মাটি গায়ে মেখে। দুর্গা দালানে প্রতিমা তৈরির শেষ প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। রথের দিন হয় কাঠামো পুজো। পরিবারের সদস্যরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে আছেন। পরিবারের এক সদস্য মিতুন

পাল বলেন, ‘যে যেখানেই থাকুক, পুজোর কয়েকদিন সবাই বাড়িতে চলে আসে। কয়েক দিন জমিয়ে একসঙ্গে চলে খাওয়া দাওয়া। বৈদিক মতে আমাদের পুজো হয়। অষ্টমী ও নবমী পুজোর সন্ধিক্ষণে সন্ধিপুজোর পাশাপাশি রীতি মেনে মালসায় ধুনো পোড়ানো হয়।’ পরিবারের আর এক সদস্য অলোক পাল বলেন, ‘পঞ্চমী থেকেই আমাদের পুজো শুরু হয়ে যায়। ছাগবলি হয় না, কিন্তু শস্য বলি হয়। মা দুর্গাকে ডাকের সাজে সাজানো হয়। লকার থেকে সোনার গয়না এনে পড়ানো হয় মাকে। আবার দশমীর দিন তা খুলে নেওয়া হয়। পুজোর ক’দিন সন্ধ্যায় মাকে লুচি, আলুর দম, সুজি ভোগ দেওয়া হয়। সকালে চিঁড়ে বাতাসা ভোগ দেওয়া হয়। পরিবারের বিবাহিত মহিলারা নবরাত্রি পালন করেন। এছাড়া নবমীর দিন আমাদের বাস্তুঠাকুরের উদ্দেশ্যে বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়।’ পাল পরিবারের সদস্যরা দশমীর দিন জমিদারি রীতি মেনে মা দুর্গাকে কাঁধে চাপিয়ে বিসর্জনে নিয়ে যান সদাব্রত ঘাটে। জমিদারী চলে গেলে ও আজও চলে আসছে সেই নিয়ম মেনে পাল বাড়ির পুজো।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

দক্ষিণ ২৪–পরগণায় রেশনকার্ড বাতিলের হিড়িক সরকারী ক্ষুদে আমলারা সরকারকে হেয় করছেন

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং, বাসন্তী, কাকদ্বীপ, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি থানায় রেশন কার্ড বাতিলের হিড়িক লেগেছে। যারা মাত্র এক সপ্তাহ রেশন নিচ্ছেন না তাদের সব কার্ড বাতিল করা হচ্ছে। অথচ কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় যেখানে পূর্ণ রেশন ব্যবস্থা চালু সেখানে পর পর তিন সপ্তাহ রেশন না তুললে তবেই রেশন কার্ড বাতিল করা হয়। গ্রাম অঞ্চলে সংশোধিত রেশন এলাকায় পূর্ণ বয়স্কদের বর্তমানে ৫০০ গ্রাম গম ও ২০০ গ্রাম আটা এবং ৫০ গ্রাম চিনি দেওয়া হচ্ছে। সেখানে ফুড ইনেস্পেক্টরকে এত কড়াকড়ি করার নির্দেশ নিশ্চই সরকার দেন নি। আরও জানা গেল, অঞ্চল প্রধানরা দশ বছর আগে ডি পি লিষ্ট তৈরি করেন এবং সেই মত রেশন কার্ড বিলি করা হয়। বিগত ১০ বছরে প্রতি পরিবারে জনসংখ্যা বেড়েছে। ফুড ইনেস্পেক্টররা পরিবারের বাড়তি লোকের রেশন কার্ডের ব্যবস্থা না করেই অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কার্ড ঢালাও বাতিল করছেন। ক্যানিং থানার মাতলার অঞ্চল প্রধান ও উপপ্রধান খাদ্য দপ্তরের ক্ষুদে আমলাদের কার্য্যকলাপে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জানা গেল রেশনকার্ড চেকিং এর সময় বিভিন্ন জায়গায় ফল্ড ইনেসপেক্টররা জনসাধারনের কাছে যথেষ্ঠ সহযোগিতা পাচ্ছেন না।

৯ম বর্ষ, **১৩ সেপ্টেম্বর** ১৯৭৫, শনিবার, ৪০ সংখ্যা

সোনারপুরে চোর গ্যাংয়ের মূল পাণ্ডা গ্রেপ্তার

সুব্রত মণ্ডল : ব্যাংকে টাকা তুলতেই হয়ে যেত হাতসাফাই। উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিশের কাছে এমন অভিযোগ বছরের পর বছর দায়ের হয়েছে। অভিযুক্ত একের পর এক বাড়ি বদল করে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে থাকতো। পুলিশ তার কোন নাগাল পেতো না। অবশেষে সোনারপুর থানার আধিকারীক এবং সাব ইন্সপেক্টর সুরজিৎ দাসের নেতৃত্বে সেই চোরেদের দলের মূল অভিযুক্ত রাবিয়া বিবি গ্রেপ্তার হল। তার বাড়ির খোঁজ খবর করতে গিয়ে জানা গেল তিনি তিন–তিনটে বাড়ির মালিক, একটি রয়েছে বারুইপুরের সীতাকুন্ডুতে। বাকি দুটি বাড়ি আছে মহেশতলা ও খড়দহে। চুরি, পকেটমার, হাত সাফইয়ের টাকা দিয়েই এমনই তিনটে বিলাসবহুল বাড়ি করেছে ধৃত রাবিয়া বিবি। প্রতিবেশীরা দাবি করেছেন। বাড়ির বাইরে রয়েছে সিসিটিভি, ভিতরে এসি, মার্বেল–এর মেঝে প্রভৃতি। পুলিশ জানিয়েছে, ‘রাবিয়া কারও থেকে ১০ হাজার, ৫ হাজার এমনকি ১ লাখ টাকা পর্যন্ত নিয়েছে। অভাব থেকে নয়, সহজ উপায়ে টাকা আশায় সে চুরি করতো। বিভিন্ন ট্রেনের রূপ ছিল তার নখ দর্পণে।’ প্রতিবেশীরা জানাচ্ছে, ‘রাবিয়া যখন বাড়িতে আসতো তখন তার ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা থাকতো। দীর্ঘ ১১ বছর এই সমস্ত দুষকর্মে জড়িত। তার হাতে খড়ি ছিল ছোটবেলায় ট্রেনে পকেটমারি ও চুরি দিয়ে। আস্তে আস্তে ব্লেড দিয়ে ব্যাগ কেটে টাকা সাফাই করার কাজে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠে।’

ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ছোট ছোট গ্যাং বানিয়ে ছিল সে। চোরের গ্যাংয়ের রানী কিভাবে অপারেশন চালাতো তারা সে বিষয়ে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তিও দিয়েছে। কারা ব্যাংক থেকে টাকা তুলছে, কখন বেরোচ্ছে নানা খবরা খবর দিত রাবিয়ার সহযোগীরা। রাবিয়ার সঙ্গে গ্রেপ্তার হয় মিতা পুরকাইত নামে এক মহিলাও। যে মহিলার কাছ থেকে ব্যাগ কেটে ১ লাখ টাকা নিয়েছিল। সেই টাকাও উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্যাংয়ের বাকি সদস্যদের পুলিশ এখন চিরুনি তল্লাশি করছে।

নদীচরে আটকে দুর্ঘটনা

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ৮ সেপ্টেম্বর বিকালে বিদ্যাধরী নদীতে ভাটার সময় গদখালি–গোসাবার খেয়া চলাচল চলাকালীন গোসাবা থেকে যাত্রী বোঝাই একটি ভুটভুটি গদখালিতে আসছিল। আচমকা সেটি নদীর মাঝে চড়ায় আটকে যায়। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। অনেকেই প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া হয়ে ভুটভুটি থেকে নদীতে ঝাঁপ দেয়। ভাটার সময় এমন দুর্ঘটনায় নদীর স্রোত ছিল প্রবল। অন্যান্য মাঝিদের নজরে আসলে তারা সেখানে পৌঁছে সকলকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে। যাত্রীদের দাবী, নদীতে ভাটা চলছিল। ভুটভুটিতে অতিরিক্ত যাত্রী তোলার জন্য এমন ঘটনা ঘটেছে। তাঁরা আরো জানিয়েছেন, এদিন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অনেকেরই সলিল সমাধি ঘটে যেত বিদ্যাধরী নদীবক্ষে।

উদ্ধার নিখোঁজ মৎস্যজীবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: নদীর চরে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার গৃহবধুর খোঁজ মিলল ১১ দিন পর। তল্লাশি পর অবশেষে ১১ সাপ্টেম্বর সকালে বেশ কয়েকজন নদীর চরে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে ওই গৃহবধূকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। খবর দেয় সাগর থানায়, এলাকা বাসিন্দারা তড়িঘড়ি গৃহবধূকে উদ্ধার করে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে সাগর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ১৩ সেপ্টেম্বর – ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

নেশার কবলে

নেশা আর পেশা কোথাও কোথাও যেন সমার্থক হয়ে উঠছে। আর্থিক দুর্গতির কারণে কখনো কখনো সচ্ছলতার প্রাসাদে উঠতে মাদকদ্রব্যের কারবারি হয়ে উঠেছে বেশ কিছু মানুষ। তাদের পেশাদারিত্বের দক্ষতায় সচ্ছল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থীদের কাছে নেশার দ্রব্য অতি সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে। মেধাবী মেধাবিনীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় পাওয়া যাচ্ছে মাদকের অজস্র নমুনা। আধুনিকতার নামে এই নিম্নগামী সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ছে শহর ও শহরতলীর নানা মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে। নেশার চক্করে বাড়ছে অপরাধ মূলক কাজ কর্মের সংখ্যা। সামাজিক অবক্ষয় তকমা দিয়ে বিষয়টাকে গুরুত্বহীন করে রাখা হচ্ছে দিনের পর দিন। যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্রীর পুকুরে পড়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ্যে আসে তখন আবারো মনে করিয়ে দেয় নেশা নিয়ে নির্লিপ্ত থাকার নির্দয় প্রশাসনিক মানসিকতা। নিন্দুকেরা বলে থাকেন সরকারি কর্মীদের বেতন, পেনশন ইত্যাদি হয় নাকি মদ বিক্রির অর্থে। একের পর এক মদের দোকানের লাইসেন্স হয়তো বা রাজস্ব আদায়ের পক্ষে অনুকূল হলেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে চোরাগুপ্তা পথে চলে একের পর এক জীবনঘাতী মাদকদ্রব্যের আনাগোনা। একসময় শহর কলকাতায় হেরোইন নামক মাদকদ্রব্যের আমদানির কারণে বহু জীবন ও পরিবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সীমান্তে থাকা দেশগুলি থেকেও ভয়ংকর মাদকদ্রব্যের আমদানির খবর পাওয়া যায়। সম্প্রতি জানা গেছে নেপালের অর্থনীতিতে শুধুমাত্র পর্যটন নয় গোপন মাদক ব্যবসাও নাকি গুরুত্ব পায়। শত্রু রাষ্ট্রগুলিও সুযোগ খোঁজে ভারতের স্থিতিশীলতা ধ্বংস করার মোক্ষম অস্ত্র গোপনে মাদক দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করা। নেশাগ্রস্থ মানুষকে সহজেই নানা অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া সম্ভব হয়। এ রাজ্যে মাদক অর্থনীতি কতটা সক্রিয় তা সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ মহল বলতে পারবেন, কিন্তু প্রকাশ্যেই দেখা যাচ্ছে নিয়মিত উৎসব অনুষ্ঠানের আগে বেশকিছু ক্লাব থেকে নানা নামজাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্দরমহলে চলে মাদক ব্যবসার রমরমা। মাঝে কোন অঘটন ঘটলে তখন প্রকাশ্যে আসে সেই সব ঘটনা।

মাদকদ্রব্য এবং তার ব্যবসা নিয়ে অনেক কঠোর আইন রয়েছে। পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের গোয়েন্দারাও অনেক সময়ই মাদক কারবারিদের গ্রেফতার করে থাকেন তবু এ অপরাধ ক্রমশ জাল বিস্তার করছে আরো। পেশাদার নেশা কারবারিদের লোভে রাজ্যের যুব সমাজের পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধ ভীষণভাবে ধাক্কা খাচ্ছে। নেশা মুক্ত বাংলায় একসময় পাওয়া গিয়েছিল প্রকৃত গুণীজনদের। সেই সময় শুধুমাত্র বাবু কালচারে মাদকাসক্তির বর্ণনা উঠে আসে। বর্তমানে শিল্প–সংস্কৃতির ভাব ভাবনায় কোথাও কোথাও মাদকাসক্তিকে মহিমান্বিত করার বিপদজনক প্রবণতা শুরু হয়েছে যা কোন দিক দিয়েই সামাজিকভাবে মঙ্গলজনক নয়।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

চিত্তমলমুক্ত পুরুষ সেই শাস্ত্রের অনুশীলনে আত্মস্বরূপস্থ হয়। সূর্যোদয়ে অন্ধকার বিদূরিত হওয়ার মত, সৎশাস্ত্র অনুশীলনে মনের অবিদ্যা–অজ্ঞতা বিদূরিত হয়। মনের মোহ দূর না হলে সিদ্ধি তো দূরস্থান, ক্রমে ক্রমে আরও অনর্থে জীব নিমগ্ন হয়ে যায়। অস্থি–মাংস–রক্তের ভৈতিক শরীর সুখ–দুঃখের আকর হয় না। কারণ সেই ভৌতিকদেহ প্রকৃত শরীর নয়, কারণ তা হল মনেরই বিকল্প। মনই হল প্রকৃত শরীর। মনের প্ররোচনাতে সকল কর্ম কৃত হয়, কৃতকর্মের ফলও মনই ভোগ করে। তাই কারোর কর্মে এবং সেই অনুযায়ী ফলভোগে কোন প্রভুশক্তিই অন্যথা করতে পারে না। এই সব কথা আপনি নিশ্চয় জানেন। অধিক আর কি বলব, আপনার পুত্র যেখানে অবস্থান করছেন, সেখানে যাওয়া যাক। নিয়তির কি বিচিত্র গতি ! এমন সময়ে স্বায়ংকাল উপস্থিত হলে সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হল। পরদিন যথাসময়ে সকলের উপস্থিতিতে সভা আরম্ভ হল। বশিষ্ঠ বললেন, মন্দর পর্বতের সানুদেশে সমঙ্গা নদীর তীরে জনৈক সৌম্যদর্শন সুধী সমাধি অবলম্বন ক"রে পরম শান্তিতে বিশ্রান্ত হয়েছেন। ইনিই পূর্ব পূর্ব শরীরে ভৃগুপুত্র শুক্র ছিলেন। সমাধি হতে ব্যুত্থিত হলে তিনি ভৃগু ও কালকে উপস্থিত দেখলেন। প্রফুল্ল হৃদয়ে তাঁদের প্রণাম ও সমাদর করলেন। ভৃগু বললেন, বৎস! তুমি মূঢ়তামুক্ত হয়ে প্রকৃত বোধসম্পন্ন হয়েছ। এখন তুমি তোমার পূর্ব শরীর সকল স্মরণ কর। সুধী ধ্যানযোগে তাঁর বহু জন্মের বৃত্তান্ত সকল অবগত হলেন। যে যে জন্ম অতিক্রম করেছেন, যে যে শুভ–অশুভ দশা প্রাপ্ত হয়েছেন, সব দেখ–জেনে তিনি আশ্চর্য্য হলেন। তারপর তাঁরা তিনজন ভৃগুর তপস্থলীতে এলেন। ভৃগুপুত্র পিতৃস্নেহে সযত্নলালিত দেহের নিদারুণ করুণ ভগ্নাবশেষ, যা জীবাশ্মে পরিণত হয়েছে, দেখে দুঃখিত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। রাম বললেন, গুরুদেব! ভৃগুপুত্র সত্যবোধান্বিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাক্তন দেহের পরিণতিতে দুঃখিত হলেন কেন, কিংবা তাঁর দুঃখের কারণ কি? বশিষ্ঠ বললেন, বর্তমান কল্পে ভৃগুর মাধ্যমে শুক্র পরমাত্মা হতে প্রথম দেহ লাভ করেন। বর্তমান কল্পে সেই শরীরই শুক্রের প্রথম শরীর। শরীর ধারণের ফলে জ্ঞানী–অজ্ঞ ভেদে সকলেরই শরীরের প্রতি লৌকিক ব্যবহারে নিয়তির অধীনস্ত থাকেন। এই নিয়মের কখনও অন্যথা হয় না। পার্থক্য শুধু এই যে, অজ্ঞপুরুষে দেহাত্ম বোধ থাকে, তাই তারা দেহগত সুখ–দুঃখে মোহিত থাকে। কিন্তু জ্ঞানী তার দেহের জন্য ব্যবহারিকভাবে দুঃখ প্রদর্শন করলেও মোহিত হন না, তাঁদের অবিচলতা সর্বদা বজায় থাকে। বাহাব্যবহারে জ্ঞানী জগতের চঞ্চল গতির অনুরূপ আচরণ করলেও অন্তরে তাঁদের চঞ্চলতার লেশমাত্র থাকে না। হে রাম! তুমিও বাসনা পরিত্যাগ ক"রে নিশ্চল ও ভেদজ্ঞানশূন্য হয়ে অবস্থান কর, এবং ব্যবহারে লৌকিক ব্যবহারসম্পন্ন হও।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

দুর্নীতি, গলাবাজি, আদালত, তদন্ত...

সুবীর পাল

'হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো।' ভারতের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক প্রয়াত গোপালকৃষ্ণ গোখলে একদা এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন।

এতো সেই কোন অতীতের আপ্তবাক্য। ভাবতে অবাক লাগে আজ সেই অতীত গৌরবগাঁথা বিবর্তনের কি অদ্ভুত রকমের পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে উঠেছে। এখন তো এসব ব্যাক ডেটেড স্যোশাল থিম। মারো গোলি ওইসব পুরোনো বেঙ্গল থিঙ্কসের। ছোড় দো আঁচল জমানা কেয়া কহেগা। এই বাংলার আসলি ট্যাগলাইন হলো, হোয়াট বেঙ্গল'স কাটমানি টুডে ইন্ডিয়া'স কাটমানি টুমরো।

এই অদ্ভুত রাষ্ট্রে (পড়ুন রাজ্যে) চলে নতুনতর হযবরল সংবিধান।

দক্ষিণ কলকাতার আদি গঙ্গার ধার থেকে যে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় সর্বাগ্রে। তাই হয়ে ওঠে সেই বঙ্গের একক ও একমাত্র আইন। এই অদ্ভুতুরে সংবিধান অনুযায়ী কোনও সরকারি নীতি প্রণয়ন মন্ত্রীসভায় গৃহীত হয় না। ঘোষিত হয় মাঠে ময়দানের দলীয় সভায়। প্রশাসন? সেটা আবার কি? এই রাষ্ট্রে আদালতের গুঁতো আর তারিখ পে তারিখ হলো প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের প্রকৃত ভঙ্গুর মেরুদন্ড। এমন হবু চন্দ্র রাজা গবু চন্দ্র মন্ত্রীর প্রান্তদেশে বহুমন্ত্রীর আবার বাসস্থানও কেমন জানি নতুনতর ঠেকে। উনারা তো আবার কারাকক্ষেই বসবাসে অতীব স্বচ্ছন্দ বোধ করেন।

তবে এই রানির দেশে তারও আগে দুই অধিপতির শাসন ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। দুই অধিশ্বরের একজন তো শুধু কেন্দ্রের দোষ আর কেন্দ্রের দোষ ললিপপ দেখিয়েই এই বঙ্গে এক সুর মিলে তুমহারা ছন্দের সমৃদ্ধিতে। শুধু কি তাই? তদানীন্তন সময়ে গোপাল বংশের সৌজন্যে একেবারে ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছিল খনি অঞ্চলে চোরাই কয়লা পাচার শিল্প। সেকি সিন্ডিকেট। পুলিশ, প্রশাসন, এমএলএ, এমপি, মন্ত্রী, মিডিয়া, কয়লা মাফিয়া সব যেন বখড়ায় মিলে মিশে একাকার। সবে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ। সবই যেন চেন ফিটিং। তারপর তারপর? কেন কেন রেশন দুর্নীতির সেই শুরু। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে চিটফান্ড সংস্থা। প্রশাসন যেন সব দেখেও দেখে না। দেখবে কি করে? দেখতে গেলে নন্দীগ্রামে গুলি চালাবে কে? লাশের পাহাড় গায়েব করবে কে?

জ্যোর্তিময় অন্ধকারে বুদ্ধং শরণমে সেই তো ব্যাপক হারে বাজারী দুর্নীতির প্রথম বীজ রোপণ। আর এখন? সেতো মহীরুহের রূপ নিয়েছে। সে যে এখন বিশ্ব বিস্ময় দুর্নীতির নয়া অ্যাপ্রোচে। এ এক এমন ঘরাণার দুর্নীতির নয়া রসায়ণ যেখানে তার বিরলতম বিক্রিয়ায় আদালতও নির্জীব অসহায় হয়ে পড়ে। আদালতের নিজস্ব আইনের হাজার দুয়ারী ফাঁকে ফাঁকে বিচারালয় যে এখানে স্থবির হয়ে পড়ে ডিগ্রি জারির অপেক্ষারত হলফনামায়। বিচারপতির ছবি সহ লিফলেটও এখানকার তিলোত্তমা নগরে পদদলিত হয় তৃণসেনার চটির তলায়।

দুধেল গাই তোষণে পশ্চিমের বঙ্গভূমি কখন যে ধীরে ধীরে জয় বাংলার ডাকে মাতাল হয়ে গেল কে জানে। এখন তো এই বাংলার নিজস্ব অস্মিতার ব্র্যান্ড হলো তোলাবাজি। অধুনা বাংলার আত্ম অস্মিতার ফিনান্সিয়াল পেটেন্ট হলো এসএসসির শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি, গরু পাচার দুর্নীতি, কয়লা পাচার দুর্নীতি, বালি পাচার দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি, মন্ত্রীসভার নিউম্যারিক দুর্নীতি, চিটফান্ড দুর্নীতি, পিঠে খাবার দুর্নীতি, আবাস দুর্নীতি, একশো দিনের দুর্নীতি, পঞ্চায়েত দুর্নীতি, বনবিভাগের দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ দুর্নীতি ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও আরও আছে। এতো দশকর্মার ফর্দের মতো। দুর্নীতির তালিকা যেন শেষ হবার নয়। এখনকার বাংলার বারোমাস্যা মানেই হলো তথদধ। ত"য়ে তোলাবাজি মাথা থেকে পা পর্যন্ত। থ"য়ে থমকে যাওয়া প্রশাসনিক কাজ। দ"য়ে দুর্নীতির শিখরে বাংলার ট্রেডমার্ক। ধ"য়ে ধামাচাপা দাও পুলিশ প্রশাসন।

এবার আসা যাক কিছু প্রশ্নের প্রসঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যা অমীমাংসিত হয়ে রয়েছে এই বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার মনের মণিকোঠায়। পশ্চিমবঙ্গে বহু দুর্নীতির তদন্ত হচ্ছে আদালতের নির্দেশে ও তত্বাবধানে। তবু সেগুলোর অগ্রগতি হচ্ছে না কেন? অগ্রগতির পথে যদি কোনও বাধা থাকে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করছে না কেন আদালত? বিচার ঝুলিয়ে রাখা কি ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে? সাধারণ মানুষ আদালতের প্রতিও কি আস্থা রাখতে পারবে না? রাজ্যের শাসক প্রশাসন কি করছে? কেন শাসক গোষ্ঠী বিভিন্ন সরাকারি পর্যায়ের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে? এসব প্রশ্নের উত্তর যাদের দেওয়ার কথা তারা কি বলছে শুনুন।

সিপিএম বলে চলেছে, কেন্দ্রের বিজেপির সঙ্গে রাজ্যের তৃণমূলের গোপন সেটিং রয়েছে। ফলে এনআইএ, সিবিআই, ইডির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ আদালতে বিচারপ্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির বক্তব্য, বিভিন্ন চলমান দুর্নীতির বিচারে রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশ চূড়ান্ত অসহযোগিতা করছে। তাই আদালতে তারিখ পে তারিখ চলছে তো চলছেই। শাসক তৃণমূলের মন্তব্য, বিজেপি ও সিপিএম হলো এক মুদ্রার দুই পিঠ। যে কোনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিতে গেলেই হলো। পরপর মামলা রুজু করে দিচ্ছে বিরোধীরা। এরা আসলে প্রশাসনকে অচল করে দেবার ঘৃন্য উৎসবে মেতে রয়েছে। অথচ তদন্ত করেই চলেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। বছরের পর বছর যাবৎ। কিন্তু মূল অপরাধকারীদের চুলটা পর্যন্ত কিছুতেই এক অজানা কারণে তারা ছুঁতে আগ্রহ প্রকাশ করছে না এখনও পর্যন্ত। অনেকটা ইচ্ছাকৃত ভাবেই। আদালত বেচারা কি করবে? এক্ষেত্রে তার কিইবা আর করার আছে? আইনের জালে সে যে নিজেই এজলাসবন্দি। আদালত আদতে তো ঠুঁটো জগন্নাথ। তারিখ আর তারিখ দিয়েই আদালত নিজের দায়িত্ব সেরে চলেছে। আর প্রশাসন সেই সুযোগে আরও খুল্লাম খুল্লা। আরও বেপরোয়া। রাজ্যের শাসক ডোন্ট পরোয়া। কারণ দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর দেখেও দেখে না। শোনেও শোনে না। এ যেন সেই মহাভারতের যুগে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বসে বসে সেটিং করছেন তোলাবাজিতে পট্টি পরা গান্ধারীর মন্ত্রণায়।

সুতরাং আদালত তুমি আজ শুধুই পাপেট (?)। দুনিয়ার দুর্নীতি এক হও মন্ত্রে। পরিশেষে নটে গাছটি মুরলো ঠিকই। কিন্তু তোলাবাজি যে সেই যুগ যুগ জিও। এই বাংলার তন্ত্রে তন্ত্রে রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

রেল অবকাঠামোর উন্নয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মার্চেন্টস' চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি "রেলওয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা" শির্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল ১১ সেপ্টেম্বর সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে, অপারেশনস অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য হিতেন্দ্র মালহোত্রা জানান,'অর্থবছর ২০২৪–২৫–এ ভারতীয় রেলওয়ে ১,৬১৭ মিলিয়ন টন মালবাহী লোডিং সম্পন্ন করেছে। এই সময়ে ৪১,৯২৯টি ওয়াগন ক্রয় করা হয়েছে এবং আগামী ২ বছরে আরও ৭৫,০০০টি ওয়াগন যুক্ত হবে। বেসরকারি খাতকে ওয়াগনে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে রেলওয়ে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। বর্তমানে ভারতে ৪০০টি কনটেইনার রেল টার্মিনাল রয়েছে এবং ভারতে কনটেইনারাইজেশনের স্তর ৩০%, যেখানে উন্নত দেশে এটি ৬৫%। মালবাহী ডিজিটালাইজেশনের জন্য রেলওয়ে 'ফ্রেট বিজনেস ডেভেলপমেন্ট পোর্টাল' চালু করেছে। গত ১০ বছরে ৩৪,৪২৮ কিমি ট্র্যাক দৈর্ঘ্য যোগ হয়েছে। ২০২৪–২৫ সালে ৩,২৪৮ কিমি ট্র্যাক যুক্ত হয়। ভারতীয় রেলওয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন কৌশল অনুযায়ী মালবাহী চলাচলের মডাল শেয়ার ২০৩১ সালের মধ্যে ৩৫% এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ৪৫%–এ উন্নীত হবে। আগামী ১০ বছরে অর্থনৈতিক করিডর স্থাপনে মোট ১১.১৬ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ করা হবে, যা বছরে প্রায় ১.৮০ লক্ষ কোটি টাকা লজিস্টিক খরচ কমাতে সহায়ক হবে।'

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে রেলওয়ের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে রয়েছে– পুরনো অবকাঠামো, ধারণক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, ফার্স্ট ও লাস্ট মাইল সংযোগের অভাব, উচ্চ লজিস্টিক খরচ, মাল্টিমডাল কানেক্টিভিটি, জমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি শিফটিং–এ বিলম্ব। রেলওয়ে 'কবচ: সিগন্যালিং ইমপ্রুভমেন্ট' চালু করছে যা নিরাপত্তা ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

লজিস্টিক সুবিধা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ইস্টার্ন রেলওয়ে বাল্ক পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাড়তে থাকা চাহিদা মেটাতে প্রধান ট্রাঙ্ক অবকাঠামোর উন্নয়ন জরুরি। হাওড়া–মুম্বাই এবং হাওড়া–চেন্নাই সংযোগকারী প্রধান ট্রাঙ্ক লিঙ্কগুলো ঘনবসতিপূর্ণ রেল ট্রাফিককে সহজ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন সার্কিটকে সহায়তা করে। বন্দরগুলোর সঙ্গে রেল সংযোগ দক্ষ আমদানি–রপ্তানি, দেশীয় ও উপকূলীয় বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বাঞ্চল দেশের ২২.৪৭% বন্দর ট্রাফিক পরিচালনা করে।

নিও মেটালিক্স লিমিটেডের ডিরেক্টর রবি আগরওয়াল তাঁর বক্তব্যে জানান, 'প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিটি জিপিডব্লিউআইএস রেক ক্রয় করা হয়েছে যাতে বারবিল (ওডিশা) থেকে লোহা আকরিকসহ প্রয়োজনীয় কাঁচামালের দ্রুত পরিবহন নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু শিল্প খাত মারাত্মক কার্যকরী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, যেমন–আসানসোল ও সিকেপি রেল ডিভিশনে জট, বিদ্যুৎ ঘাটতি, জনবলের অভাব এবং রিটার্ন রেকে ডিভিশনাল রেলওয়ের দ্বারা নির্ধারিত রুটের বাইরে লোডিং।'

ভাইস চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর, টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেডের উমেশ চৌধুরী বলেন, 'যদি রেলওয়ের বাজার শেয়ার ২৬–২৭%–এ উন্নীত হয় তবে লজিস্টিক খরচ ১৪% থেকে ৯%–এ নেমে আসবে।' তিনি প্রস্তাব করেন যে পুরনো রেকগুলো প্রতিস্থাপন করে নতুন রেক আনা উচিত, কারণ পুরনো রেক পুনর্বাসন ব্যয়বহুল এবং ধীর। তিনি আরও যোগ করেন, বেসরকারি খাতকেও ওয়াগন রক্ষণাবেক্ষণে এগিয়ে আসা উচিত।

এমসিসিআইয়ের সভাপতি অমিত সারাওগি, তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন ভারতীয় রেলওয়ে জাতির প্রাণরেখা, যা ৬৯,৮০০ রুট কিলোমিটার ট্র্যাক জুড়ে ৭,৩০০টিরও বেশি স্টেশনকে সংযুক্ত করেছে। এটি বছরে প্রায় ৭০০ কোটি যাত্রী পরিবহন করে এবং ১.৬ বিলিয়ন টন মালামাল বহন করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতীয় রেলওয়ে নজিরবিহীন রূপান্তরের সাক্ষী হয়েছে এবং জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।

সারাওগি উল্লেখ করেন যে সরকার ২০২৫–২৬ সালের জন্য ২.৫২ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, যা গত বছরের বাজেটের সমান। ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত মোট ১৩৬টি বন্দে ভারত ট্রেন চালু রয়েছে।

এমসিসিআই–এর কাউন্সিল অন লজিস্টিকস, ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড শিপিং–এর চেয়ারম্যান লাভেশ পোদ্দার–এর প্রস্তাবিত প্রাণঢালা ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় অপুষ্টির শিকার শিশুদের মৃত্যুমিছিল

বিশেষ প্রতিনিধি: ইসরায়েল–ফিলিস্তিন যুদ্ধের ভয়াবহ থাবার কবলে গাজায় অপুষ্টিজনিত মৃতের সংখ্যা ক্রমে বেড়েই চলেছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের ধারাবাহিক হানায় অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা। একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, গাজা উপত্যকায় অপুষ্টিজনিত কারণে এপর্যন্ত ১৩০টি শিশু সহ ৩৬১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এবিষয়ে ২ সেপ্টেম্বর গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশ হয়। সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে শেখে সেই জন্মদাত্রী মায়েরাও অত্যন্ত সংকটাপন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি। গাজা উপত্যকার অসংখ্য গর্ভবতী এবং সদ্যোজাতের মায়েদের দিনান্তে নিজের খাবারটুকু জোগাড় করা যথেষ্টই দুঃসাধ্য। এই সংখ্যাটাও চমকে দেওয়ার মতো, প্রায় ৫৫ হাজার। এমনকি, ভয়ংকর রক্তশূন্যতার কবলে পড়েছেন উপত্যকার দুই তৃতীয়াংশ গর্ভবতীও। প্রায় দু'বছর যাবৎ এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য ইসরায়েলের হানাকেই দায়ী করেছে ফিলিস্তিন। তাদের গুরুতর অভিযোগ,

জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা 'দ্য ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্ল্যাসিফিকেশন' আগস্টের শেষে গাজার কিছু কিছু অংশ সর্বোচ্চ মাত্রায় দুর্ভিক্ষ কবলিত বলে ঘোষণা করেছে। সেই অংশগুলিতে এপর্যন্ত ১৫টি শিশু সহ ৮৩ জন মারা গিয়েছে। রিপোর্ট অনুসারে ভয়াবহ যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় শুধুমাত্র অপুষ্টিজনিত কারণে আগস্ট মাসেই ১৮৫ জনের মারা গিয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসেও এই অপুষ্টিঘটিত মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। ২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে এই সংক্রান্ত আরও ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। যাদের মধ্যে তিনটি শিশুও রয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ওই রিপোর্ট অনুযায়ী গাজা উপত্যকাজুড়ে এই মুহূর্তে অসংখ্য শিশু ভয়ংকর অপুষ্টির কবলে পড়েছে। যার মধ্যে কমবেশি ৪৩ হাজার শিশুর বয়স ৫ বছরেরও কম। শুধু তাই নয়, যাদের হাত ধরে শিশুরা প্রথম হাঁটতে ইসরায়েলের হামলায় এপর্যন্ত গাজায় কমবেশি ৬৪ হাজার মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। সেইসঙ্গে, যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ায় অপুষ্টিজনিত কারণেও মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। জাতিসংঘের চাপে ইসরায়েল চারিদিক থেকে সমালোচনার মুখে পড়ার পর গাজা উপত্যকাজুড়ে উদ্ভুত দুর্ভিক্ষ বিপর্যয়ের কিছুটা সামাল দেওয়ার জন্য মাঝেমধ্যেই যুদ্ধবিরতি কিংবা ত্রাণবন্টনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ঠিকই। কিন্তু, সেই পরিস্থিতিতেও তো মৃত্যুমিছিল ঠেকানো যাচ্ছে না। প্রায়শই বিচ্ছিন্নভাবে হামলার শিকার হচ্ছে গাজাবাসী। সেইসঙ্গে ত্রাণ সংগ্রহের ভিড়েও ক্ষুধার্ত গাজাবাসীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনারও সাক্ষী থাকছে তামাম বিশ্ব। এর পরিস্থিতির শেষ কোথায় কেউ জানে না। জাতিসংঘও এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছে।

নেপালে থেকে বাড়ি ফিরলেন অন্ধ্রপ্রদেশের ২২ জন

বিশেষ প্রতিনিধি: নেপালে আটকে থাকা অন্ধ্রপ্রদেশের নাগরিকদের দেশে ফেরাতে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের রিয়েল–টাইম গভর্নেন্স প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও গ্রামীণ উন্নয়নমন্ত্রী নারা লোকেশ–এর নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে কয়েকটি দল ইতিমধ্যেই দেশে ফিরেছে এবং আরও কয়েকজন ফেরার পথে রয়েছেন। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, প্রথম দলে থাকা ২২ জন যাত্রী হেটৌড়া থেকে বাসযোগে যাত্রা করে বিহার সীমান্ত দিয়ে নিরাপদে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছেন। এদিকে, আরেকটি বিশেষ বিমান সকাল ৯টায় সিমিকোট থেকে নেপালগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হয়েছে, যাতে আরও ১২ জন ভারতীয় যাত্রী ছিলেন। সেখান থেকে তাঁদের ভারতীয় সীমান্তে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, এই উদ্ধার অভিযানের আওতায় কিছু দল ইতিমধ্যেই ভারতে পৌঁছেছে, আর বাকি দলগুলোও শিগগিরই দেশে ফিরবেন।

পাঠকের কলমে

সাইকেলে চাই রিফ্লেক্টর আলো

করোনাকালে লকডাউনে মানুষের মধ্যে সাইকেল চড়ার ব্যবহার বেড়েছে। বেড়েছে ব্যাটারি চালিত সাইকেলের কদর। যতোই বাইক, অটো, টোটো থাকুক , কিছু মানুষের নিত্যসঙ্গী সাইকেল। কিছু শহরে সাইকেল চড়ার জন্য আলাদা রাস্তাও আছে। দিনের আলোয় সাইকেল ঠিক চললেও, সমস্যা দেখা দেয় অন্ধকারে। সাইকেলের সামনে বা পিছনে থাকে না কোন আলো। অন্ধকারে ব্যস্ততম রাস্তায় সাইকেলে আলো না থাকায় বড়ো গাড়ির চালকরা ধাক্কা মেরে বিপদ ঘটায়। অনেক সময় দুই বড়ো গাড়ির মুখোমুখি চোখ ধাঁধানো আলোয় মতিভ্রম হয়ে চালকেরা সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মেরে চলে যায়। সাইকেলের পিছনে যদি রিফ্লেক্টর বা প্রতিফলন আলো থাকে, তাহলে বিপদ বা দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অন্ধকারে রিফ্লেক্টরে আলো পড়লে জ্বলজ্বল করে, তখন বড়ো গাড়ির চালকদের বুঝে নিতে সুবিধা হয়। গ্রাম থেকে শহর প্রধান পিচের রাস্তার দু"পাশ ও মাঝখানে রিফ্লেক্টর আলোর ব্যবহার দেখা যায়। তাই আমাদের প্রস্তাব বিপদ বা দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে সব সাইকেলের পিছনে রিফ্লেক্টর আলো লাগলো বাধ্যতামূলক করা হোক।

দীপংকর মান্না

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

বঙ্গে রান্না পুজোর সেকাল–একাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলায় বারো মাসে তেরো পার্বণ। সেই পার্বনের অন্যতম হল শারদ উৎসব। তবে তার আগে ভাদ্র সংক্রান্তির দিন সারা বাংলা জুড়েই 'রান্না পুজো' বা 'অরন্ধন উৎসব' একটা অন্যরকম আবহাওয়া তৈরি করে। অনেকে বলে থাকেন এই রান্না পুজো বা অরন্ধন উৎসব বা বিশ্বকর্মা পুজো থেকেই শারদ উৎসবের প্রকৃত কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে যায়। প্রাচীনকাল থেকে জল জঙ্গলে ঘেরা বাংলার বিভিন্ন এলাকায় রান্না পুজো বা অরন্ধন উৎসব হয়ে আসছে ধুমধাম করে। এটি একটি লৌকিক উৎসব। মূলত জল জঙ্গলে ঘেরা আষাঢ়–শ্রাবণ–ভাদ্র এই সমস্ত মাসগুলিতে সাপের উপদ্রব থেকে বাঁচতে সাপের দেবী মা মনসাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই এই রান্না পুজোর প্রচলন হয়। আজ থেকে ৪০–৫০ বছর আগে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই রান্না পুজোকে ঘিরে একটা উন্মাদনা দেখা যেত। তখন কেমন ছিল? রান্না পুজোর অনেক আগে থেকেই গ্রাম গঞ্জের বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে সাফাই পর্ব চলত। এমনকি নারকেল গাছের পাতা মুড়িয়ে ডাব নারকেল বিক্রি করাও একটা প্রথা ছিল। সেই ডাব নারকেল বিক্রির পয়সায় রান্না পুজোর বিভিন্ন শাক–সবজি, আনাজপত্র, মাছ বাজার করা হত। আগে যখন গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি তখন সকাল থেকেই বাড়ির কর্তারা হ্যাচাক ভাড়া করে ম্যান্ডেল লাগিয়ে রাত্রে আলোকিত করার জন্য ব্যবস্থা করতেন। তখন এত ইলিশ মাছ কেনার

প্রচলন ছিল না। মানুষের হাতে সে অর্থে পয়সাও ছিল না। কিন্তু বাড়ির পুকুরে বড় বড় কাতলা, রুই মাছ থাকতো। সকাল থেকে মহাজাল দিয়ে সেই মাছ ধরা হত। কেউ কেউ আবার বাড়ির পুকুরে সকালে মাছ ধরার বিভিন্ন চার নিয়ে বসে পড়তো মাছ শিকার করার জন্য। কলাপাতা সংগ্রহ করা হত রাতে খাবার জন্য। রান্না পুজোয় মূলত রান্না হয় বা আগেও হত বিভিন্ন ভাজাভুজি তার মধ্যে সব রকম ভাজাই থাকতো। তার সঙ্গে মাছ, ডাল চচ্চড়ি, নারকেল ছাঁই, চালতার চাটনি, কোথাও কোথাও পিঠেপুলিও বানানোর প্রচলন আছে, সেই সঙ্গে পায়েস। আর গরম ভাত যেটা ভাদ্র সংক্রান্তির আগের দিন রান্না হত রাত্তির বেলায় যেটা খাওয়া হত সেটাকে গ্রামবাংলায় এখনো 'চোঙ্গা পোড়া' বলে। ওই ভাত ভিজিয়ে রেখে পান্তা করা হত। সন্ধ্যে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত রান্নাঘরে রান্না হত। তারপর একসময় শঙ্খ বাজিয়ে রান্নার সমাপন করা হত। এখনো মূলত সেই রীতিনীতি চলে আসছে।

তবে এখন হ্যাচাকের প্রচলন উঠে গেছে। পুকুরে পুকুরে কিছু কিছু জায়গায় মহাজাল দেওয়া হলেও তা খুবই সামান্য। এখন অধিকাংশ মানুষ বাজার থেকে মাছ কিনে আনেন। ওই সমস্ত ভাজাভুজি এবং পান্তা ভাত পরের দিন সকাল বেলা বাড়ির রান্নাঘরের উনুনে শালুক ফুলের মালা এবং মনসা ডাল দিয়ে সাজিয়ে সমস্ত কিছু খাবার পত্র নৈবেদ্য দিয়ে মা মনসার নামে উৎসর্গ করে পুজো করেন বাড়ির গৃহকর্ত্রী। তারপর বাড়ির সমস্ত মানুষ এবং নিমন্ত্রিত অতিথিরা কলাপাতা পেতে সারিবদ্ধভাবে পান্তা ভাত সহযোগে বিভিন্ন ভাজাভুজি ও মাছ আহার করেন। এ বছরও যথারীতি সর্বত্র রান্না পুজোর আয়োজন চলছে। আগামী বিশ্বকর্মা পূজোর আগের দিন রান্না হবে, পরের দিন অর্থাৎ বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ৩১ ভাদ্র সংক্রান্তি ওইদিন অরন্ধন হিসাবে পালিত হয়, বিভিন্ন জায়গায় যেটাকে রান্নাপুজো বলে অভিহিত করা হয়। পাশাপাশি গোটা ভাদ্র মাস জুড়ে শনিবার করে এই একই রীতি মেনে কোথাও কোথাও ইচ্ছে রান্না পুজোর প্রচলন রয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ চলচ্চিত্র উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : অভিনব কলকাতায় প্রথমবার চারদিনব্যাপী 'স্বামী বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৫'। 'বিবেকানন্দ ব্রাদারহুড অ্যান্ড ইয়ুথ ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'দ্য ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্ম স্টাডিজ(২০১৩) অ্যান্ড সিনে ক্লাব অব বিবেকানন্দ কলেজের সহযোগিতায় ১১–১৪ সেপ্টেম্বর ৪ দিনব্যাপী এই চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল বেহালা ঠাকুরপুকুরের ৭৫ তম বর্ষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দ কলেজের সভাঘরে। ১১ সেপ্টেম্বরের অপরাহ্নে উৎসবের উদ্বোধন করেন কলকাতার বরিষ্ঠ সম্মাননীয় চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা গৌতম ঘোষ সঙ্গে ছিলেন সম্মাননীয় অতিথি তথ্যচিত্র নির্মাতা শীলা দত্ত ও চিত্র পরিচালক বিবেকানন্দ গবেষক অনুপ রায়চৌধুরী। ৪ দিনব্যাপী এই উৎসবে ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, ফ্রান্স, সুইডেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা দেশের বিভিন্ন ভাষার মোট ৩৮টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। রাজ্যে শারদোৎসবের দোরগোড়ায় এমন এক চলচ্চিত্র উৎসব সত্যিই এক উপরি পাওয়া। উৎসবে ছিল অনুপ রায়চৌধুরী'র মনীষীদের চোখে বিবেকানন্দ 'জয় তব জয়, বাদল সরকারে'র 'বিবেকানন্দ কুমারী পুজো' ও 'দ্য লাইট'– স্বামী বিবেকানন্দ, শীলা দত্তের ৮ স্বদেশী কারাবন্দী'র কারাজীবন 'সেলুলার জেল, মিত্র মজুমদারের 'লস্ট ওয়ার্ল্ড, ভাস্কর কিরণ বোরা'র স্রোতস্বিনী, ধনঞ্জয় মণ্ডলের 'এক বৃষ্টির রাতে' ও 'রাণু যদি না হতো', ধ্রুব চরণপল সিংহের 'লর্ড'স সিগনাল, বিদিত রায় ও মকরন্দ ওয়াকারে'র 'মাই রেডিও মাই লাইভ', পলাশ দাসে'র 'ডানা মেলার গল্প', অঙ্কিত নস্করের 'এ ডাইনিং ফিচার', মহ. নাদিম ইকবালের 'মাদার টাং(নিউ)', ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পারমিতার আংটি', কাজল সরকারের 'রিদম', সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্য ডিসিশন' আরও বেশ কয়েকটি তথ্যচিত্র। পরিচালক গৌতম ঘোষ বলেন, 'ফিল্ম স্টাডিজ বিষয়টি কিছু দিন পূর্বে শুরু হওয়া একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জরুরি বিষয়। এটা কেবলমাত্র চলচ্চিত্র নির্মাতা তৈরির জন্য নয়, এটা চলচ্চিত্র দর্শক তৈরির জন্য।' 'সিনেমার ভাষাটা কী? এটা এই বিষয় থেকে জানা যায়। তবে এখানে সিনেমার ব্যাকরণটা ভালো করে শিখতে হবে। তাহলেই সিনেমার ব্যাকরণকে ভেঙে দেওয়া সম্ভব। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নবকিশোর চন্দ জানান, আমরা চাই তরুণ প্রজন্ম ছাত্রছাত্রীরা শুধু সিনেমা দেখুক তাই নয়, এর মাধ্যমে মানবিকতা, সহমর্মিতা ও সৃজনশীল চিন্তার পথে এগিয়ে যাক। উৎসব পরিচালক পল্লব রায় জানান, চারদিনে কলকাতা ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নির্বাচিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হবে।'

কলকাতাগামী ভিন রাজ্যের বাস থেকে উদ্ধার ৭২ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কলকাতাগামী ভিনরাজ্যের বেসরকারি যাত্রীবাহী একটি বাস থেকে ৭২ লক্ষ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার পালসিট টোলপ্লাজা এলাকায়। এই ঘটনায় বাসটির চালক, খালাসি সহ এক যাত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের ১২ সেপ্টেম্বর বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেসরকারি রুটের ওই বাসটি পড়শি রাজ্য বিহারের ভাগলপুর থেকে কলকাতায় আসছিল। সেটি ১৯ নং জাতীয় সড়কের ওপর পালসিট টোলপ্লাজায় আসার পরই পুলিশ বাসটিতে উঠে খানা তল্লাশি শুরু করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসের মধ্যে থাকা ২টি ব্যাগ থেকে বিপুল পরিমাণে টাকার বাণ্ডিল সহ ৪ জনকে আটক করে পুলিশ। বৈধ কোনও কাগজপত্র দেখাতে না পারায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা বিহারের ভাগলপুর ও বাঁকা জেলার বাসিন্দা। উদ্ধার হওয়া টাকা গোনার জন্য রাতেই তৎপরতা শুরু করে দেয় পুলিশ। এজন্য দরকার হয়েছিল টাকা গোনার স্বয়ংক্রিয় মেশিনেরও। সবমিলিয়ে টাকার পরিমাণ ৭২ লক্ষ। সমগ্র ঘটনায় পুলিশের জোরদার তদন্ত শুরু হয়েছে। কিছুদিন পরেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। বিহারের নির্বাচনের মুখেই কলকাতাগামী ওই বাস থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন মহলে জল্পনা ছড়িয়েছে।

আশ্বাস জাতীয় মহিলা কমিশনের

প্রথম পাতার পর

১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কৃষ্ণপদ মণ্ডল একটি শহীদবেদী তৈরির অজুহাতে একদিন সেই দোকান ভেঙে দেন। অথচ অন্যরা একাধিক দোকান ওখানে চালাচ্ছেন। রূপালীদেবী আরও জানান, প্রতিবাদ করলে কৃষ্ণপদবাবু তাঁকে কুপ্রস্তাব দেন। বলেন, ৫০ হাজার টাকা দিলে দোকানের জায়গা দেবেন। এতে রাজি না হওয়ায় ওনার লোকজন দিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন। থানায় গেলে অভিযোগ নিতে প্রথমে অস্বীকার করে। পরে আইনজীবি মারফৎ থানায় কৃষ্ণবাবুর বিরুদ্ধে এফঅআইআর দায়ের করেন রূপালী। এর পরেও অবশ্য হুমকি চলতে থাকে। ঘটনা জানাজানি হতেই সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়িকা লাভলী মৈত্র ওনার দুই মহিলা প্রতিনিধিকে রূপালী মণ্ডলের বাড়িতে পাঠান। শুধু তাই নয়, নিজে ফোনে কথাও বলেন রূপালি মণ্ডলের সঙ্গে। বলেছিলেন, বলাকা মাঠে আমার অফিসে আসুন। আমি আপনার জন্যই অফিসে এসছি। আপনার কি সমস্যা আপনি আমার কাছে আসুন। আপনার দোকান ঘর বেঁধে দেওয়া হবে। রূপালীদেবী আরও বলেন, 'আমি বললাম ম্যাডাম, আপনার কাছে আমি নিজে গিয়ে দরখাস্ত জমা করে এসেছি। আপনিও আমার সব কথা শুনে বিপদে পাশে দাঁড়ালেন না। আজ আপনি আমাকে কেন ডাকছেন? অবশ্যই যাব, কিন্তু আমার আইনজীবী ছাড়া আমি আপনার কাছে যেতে পারবো না। আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনি আমার মায়ের মতই।'

যদিও যাবতীয় অভিযোগ কাউন্সিলার কৃষ্ণপদ মণ্ডল ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'যে জায়গায় দোকান ভাঙার অভিযোগ উঠেছে সেখানে একটি শহীদ বেদী ছিল। পরে জলের লাইন তৈরি করার সময় দোকানটি ভাঙা হয়। পরবর্তী সময় মহিলা জোর করে ওই বেদীর ওখানেই দোকানটি বসিয়েছিলেন। স্থানীয় মানুষজনই দোকানটিকে ভেঙে দেয়।

বিধায়কের পাশাপাশি রূপালী মণ্ডল ঘটনা জানিয়ে আরও একটি অভিযোগ দায়ের করেন জাতীয় মহিলা কমিশনে। উত্তরে ২৫/০৮/২৫ তারিখে একটি পত্র দিয়ে প্রাপ্তি স্বীকার করে কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রূপালী দেবীর অভিযোগ ৮/১৬৯৩৩/২০২৫/এনসিডব্লু/এম(এএম)/ ডিই নম্বরে নথিভুক্ত করা হয়েছে। আশ্বাস দেওয়া হয়েছে অভিযোগ পাওয়ার পরে ৩ সপ্তাহের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে সোনারপুর থানার পক্ষ থেকে এফআইআর–এর ভিত্তিতে কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন অসহায় বিধবা রূপালী মণ্ডল।

দেশবন্ধু স্মরণে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ সেপ্টেম্বর চিত্তরঞ্জন কলেজ ও হিন্দি সংবাদপত্র সাদিনামা–এর যৌথ উদ্যোগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অবদান সম্পর্কে আলোচনাচক্রে আলিপুর বার্তা সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরী বলেন, কলকাতা শহরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জীবন নিয়ে বর্ণনা করেন। সাদিনামা পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র জিটাংসু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। কলেজের অধ্যক্ষা ড.কণামণি মুখোপাধ্যায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এ ধরনের সেমিনারের গুরুত্ব

দাসের দান করা বসতবাড়িতে একটি কক্ষও মিউজিয়াম করে সংরক্ষিত হয়নি তাঁর জন্য। সুভাষচন্দ্র ও দেশবন্ধুর অনেক অজ্ঞাত বিষয় তুলে ধরেন। অন্যতম আলোচক ড.পারমিতা দাস দেশবন্ধু রাজনৈতিক সম্পর্কে উল্লেখ করেন। ড.সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সেমিনারের আহ্বায়ক হিসেবে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। শিক্ষার্থীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কিছু অধ্যাপক অধ্যাপিকা।

ছবি : তপতী চক্রবর্তী

সম্প্রতি জয়শ্রী পত্রিকা ট্রাস্টের উদ্যোগে বিপ্লবী লীলা রায় সভা ঘরে অনুষ্ঠিত হলো লীলা রায়ের জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান। লীলা রায় এর রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ে বক্তব্য রাখেন ডা:মধুসূদন পাল, অধ্যাপিকা ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায়। গুমনামি সন্ন্যাসী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও বিপ্লবী লীলা রায়ের সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সঞ্চালনায় ছিলেন ইন্দাশিস ভট্টাচার্য্য।

ব্যাঙ্কের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা

প্রথম পাতার পর

জানা যায়, তিনি নেটওয়ার্ক সীমানার বাইরে। পরে উনি পাল্টা ফোনও করেননি। তবে প্রতিবাদ পত্রে কিন্তু কোথাও মূল অভিযোগকে অস্বীকার করা হয়নি বা তার উত্তরে এমন কোনও নথিও দেওয়া হয়নি, যাতে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা প্রকাশ পায়। বরং ২০২৪ সালের নভেম্বর ও ২০২৫ সালের কয়েকটি চিঠি জমা পড়েছে যাতে সুজনবাবুকে ওয়েষ্ট বেঙ্গল কো–অপারেটিভ অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ও অভীকবাবুকে চেয়ারম্যান হিসেবে সই করতে দেখা যাচ্ছে।

আমরা চাই একটি সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা হিসেবে নথিপত্র প্রকাশ করে অভিযোগের উত্তর দিন এবং প্রমাণ করুন ব্যাঙ্কের স্বচ্ছতা। কথা দিচ্ছি নথিসহ বক্তব্য পেলে আমরা নির্দ্বিধায় তা প্রকাশ করবো।

বিষ্ণুপুরে ১৮০ টি কমিটিকে শারদ সম্মান প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাতগাছিয়া বিধানসভার বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকে গত ৯ সেপ্টেম্বর জয়রামপুর মোড়ের সোনাঝুরি ভিলায় বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নবকুমার বেতালের উদ্যোগে ১৮০টি দুর্গাপূজা কমিটিকে শারদ সম্মান প্রদান করা হল। প্রতিবছরই এই ধরনের শারদ সম্মান প্রদানের অনুষ্ঠান করে থাকেন নবকুমার বেতাল। এদিন মানুষের উপস্থিতি এবং উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রায় ১০০০ মানুষ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক তথা ডায়মন্ড হারবার–যাদবপুর তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান অশোক দেব। ডায়মন্ড হারবার ও যাদবপুর সাংগঠনিকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মনমোহিনী বিশ্বাস, জেলার যুব সভাপতি কৌশিক রায়, জেলার তৃণমূল ছাত্র কংগ্রেসের সভাপতি সৃজিত ঘোষ, আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি শক্তি মণ্ডল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সোমাশ্রী বেতাল এবং ১১টি অঞ্চলের প্রধান, উপপ্রধান, সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নবকুমার বেতাল বলেন, 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় এই শারদ সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান প্রতিবছরই করা হয় কমিটিগুলোকে উৎসাহ জোগানোর জন্য। এবারও তাই করা হল। প্রচুর মানুষের আগমন আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। আগামী শারদ উৎসব সকলের ভালো কাটুক, এই প্রার্থনা করি।

আস্থা বিজেপিতেই

প্রথম পাতার পর

এ প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য এক সাক্ষাৎকারে নেন আলিপুর বার্তাকে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দেন– মতুয়ারা কি সত্যি রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত? তারা মহুয়ার অপমানের বিরুদ্ধে কি একযোগে লড়তে পারবে? এর প্রভাব কি আসন্ন নির্বাচনে পড়বে? অপমান নিয়ে তৃণমূল চুপ থাকায় কি মমতাবালার চাপ বাড়ছে? নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য শান্তনু ঠাকুরের পাশে কি সব মতুয়ার সমর্থন আছে? ৬) শান্তনু ও সুব্রতর লড়াইতে কি বিজেপির ভোটে প্রভাব পড়বে? এই প্রশ্নগুলির প্রতিক্রিয়ায় মহীতোষ বৈদ্য বলেন, 'মতুয়ারা রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত, কথাটা সম্পূর্ণভাবে বলা যায় না। তবে আংশিকভাবে বিভক্ত। মমতাবালা ঠাকুর ও তাঁর দাদা সুব্রত ঠাকুর দুই রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। সেক্ষেত্রে মতুয়ারা আংশিক ভাবে হলেও রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। শতকরা হিস্বেবে ধরলে ৯০ শতাংশ বিজেপি এবং ১০ শতাংশ তৃণমূল, এমনটা ধরা যেতে পারে। এর জন্য সবচেয়ে যেটা বড় কারণ তা হল, মহুয়া মৈত্রের মতুয়াদের সম্পর্কে অশালীন এবং অপমানজনক কথাবার্তা।

অন্যদিকে রয়েছে সিএএ বা নাগরিকত্ব আইন সঙ্গে। যেটা ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে ১০ বছর বাড়িয়ে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়। এটা পাওয়ার পর মতুয়ারা আরও বেশি আকৃষ্ট হয় বিজেপির প্রতি। তৃণমূলের নেতানেত্রীরা যেভাবে মতুয়াদের অবহেলার চোখে দেখেছেন, অপমানজনক কথা বলেছেন তাতে মতুয়ারা শাসকদল থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন। মহুয়া মৈত্রর অপ্রীতিকর কথা ও মমতাবালার নীরব থাকা মতুয়ারা ভালভাবে নেয়নি। এর প্রতিফলন ভোট বাক্সে অবশ্যই পড়বে। 'কাঠের মালা পরে মতুয়ারা ভাতা নেয়, কিন্তু ভোট দেয় না।' এ কথাটা অপমানকর। ভাতার সঙ্গে তো ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই। ভাতার টাকা তো শাসকদল নিজের ঘর থেকে দেয় না। ফলে এটা মতুয়ারা ভালভাবে নেয়নি। এদিকে নাগরিকত্ব দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তনু ঠাকুরের পাল্লাটা অনেকটা ভারি হয়ে গেল। কেন্দ্রে তার জেতা এবং রাজ্যে বিজেপির পক্ষে মতুয়াদের একচেটিয়া ভোট পাওয়াটা বর্তমান পরিস্থিতি এক প্রকার নিশ্চিত। মহুয়া মৈত্রর কথার প্রেক্ষিতে শান্তনু ঠাকুর জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। এতে মতুয়ারা আরও তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর শান্তনু ঠাকুর ও সুব্রত ঠাকুরের অর্ন্তকলহ বা পারিবারিক কলহের প্রভাব ভোটে পড়বে না। কারণ এটা তাদের পারিবারিক সমস্যা। সর্বোপরি তাদের যে মূল সমস্যা ছিল, সেই দাবি পূরণ হয়েছে। ফলে এটা নিয়ে মতুয়াদের মাথা ঘামানোর ব্যাপার নেই। আর মতুয়াদের সমর্থন পাওয়া নিয়ে শাসকদল যদি জোর জবরদস্তি করে তবে তারা সবচেয়ে বড় ভুল করবে। তখন শুধু মতুয়ারাই নয়, অন্যান্য হিন্দু, সনাতনী সম্প্রদায়ের মানুষেরাও ক্ষুব্ধ হবেন। সেটা শাসকদলের পক্ষে সুখকর হবে না। কারণ মতুয়াদের নাগরিকত্বের আন্দোলনটা ওপার বাংলা থেকে আসা সমস্ত হিন্দু জনগোষ্ঠীর চাওয়াকেই তরান্বিত করেছে।'

বলাগড় নৌ শিল্প সমবায় সমিতির প্রথম নির্বাচনী কমিটি

সুব্রত মণ্ডল, বলাগড় : ৮ সেপ্টেম্বর বলাগড় নৌ শিল্প সমবায় সমিতি গঠনের পর প্রথমবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। জেলায় আধিকারিকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে মোট ২২ জন সদস্যের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে উৎপল বারিক, সহদেব বারিক সহ মোট ৬ জন নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। নির্বাচনী প্রক্রিয়াটি গত দুমাস ধরে সমবায়ের নিয়ম অনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। প্রসঙ্গত, জিআই ট্যাগের জন্য সমবায় গঠন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। পশ্চিমবঙ্গ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব জুডিশিয়াল সায়েন্সেসের আইপিআর বিভাগের জিআই পেতে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। মাঠ পর্যায়ে সহযোগিতা করেছে বলাগড় কলেজের ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম। বর্তমানে ৫টি শুনানি সম্পন্ন হয়েছে, এবং জিআই ট্যাগ অনুমোদনের পথে রয়েছে। কেন্দ্রীয় পেটেন্ট অফিস বলাগড়ের ১৯টি নৌকা নির্মাণ ইউনিটকে ট্রেডমার্ক সনদ প্রদান করেছে, যা তাদের পণ্যের স্বাতন্ত্র্য ও গুণমান নিশ্চিত করছে। এদিন সমবায় সমিতির নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন নেপাল প্রামানিক, উৎপল বারিক, শেখ নাসিম, সোমনাথ প্রামানিক, সঞ্জয় প্রামানিক এবং সহদেব বর্মণ। এদিন নির্বাচনে উপস্থিত ছিলেন হুগলী জেলা শিল্প দপ্তরের আধিকারিক সহ অন্যান্যরা। নৌ শিল্প সমিতির উপদেষ্টা অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, বলাগড় নৌকা শিল্পের ঐতিহ্য রক্ষায় এগিয়ে আসা এই নতুন পদক্ষেপ ভবিষ্যতে শিল্পের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

হাজার খানেক বই

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী প্রভাতকুমার দাস বলেন, 'সিমলন বান্ধব সমিতি পল্লী পাঠাগার' একসময় আমাদের এলাকার গর্ব ছিল। কিন্তু, প্রশাসনের উদাসীনতায় দীর্ঘদিন ধরে কর্মী নিয়োগ না হওয়ায় এই লাইব্রেরি বন্ধ থাকে। এর ফলে অবহেলায় পড়ে থেকে হাজার হাজার বইপত্র উইপোকায় নষ্ট করেছে। দরজা, জানালা, আলমারি সবই ক্ষতিগ্রস্ত। এই দুরবস্থা দেখে আমরা হতাশ হই এবং কয়েকজন মিলে লাইব্রেরিটি পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিই। এবিষয়ে ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরির কাছে কয়েকবার আবেদন নিবেদনও জানাই। তারপরই সবেমাত্র একজন মহিলা কর্মীকে নিয়োগপত্র দিয়ে এই লাইব্রেরি পুনরায় চালু করা হয়েছে। এবারে আমরা পাঠকদের আবারও লাইব্রেরিমুখী করার পাশাপাশি এর উন্নয়নের জন্য বৃহস্পতিবার দুপুরে এলাকাবাসীদের নিয়ে একটা মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। 'সিমলন বান্ধব সমিতি পল্লী পাঠাগার'–এর দায়িত্বে আসা সহকারী গ্রন্থাগারিক রুমা ঘরামী বলেন, আমি কোনওমতে একটা ঘরকে পাঠক সহ আমার বসার মতো ব্যবস্থা করতে পেরেছি। দীর্ঘদিন ঘর বন্ধ থাকার কারণে এখানকার বইপত্র সহ অনেকিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একাধিক ঘর সহ শৌচাগার ব্যবহারের অনুপযুক্ত।সমস্যা অনেককিছুই আছে। এর মধ্যেই লাইব্রেরিতে কিছু কিছু পাঠকের যাতায়াতও শুরু হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিপোর্ট তৈরি করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেব। এদিকে সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠে লাইব্রেরিটি পুনরায় তার হারানো গৌরব ফিরে পায় সেদিকেই তাকিয়ে এলাকাবাসী।

প্রধান হতে চলেছেন

প্রথম পাতার পর

কে এই সুশীলা কার্কি? যেটা জানা যাচ্ছে নেপালের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি আমাদের ভারতবর্ষের বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন এবং তিনি নিজেকে ভারতের বোন বলে অভিহিত করেছেন। তার সঙ্গে নাকি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী সহ আরো অনেক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সুসম্পর্ক আছে। অন্যদিকে, নেপালের পলাতক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি সরকার পতনের পেছনে নরেন্দ্র মোদিকেই দায়ী করেছেন। তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, তিনি নাকি রাম মন্দিরের বিরোধিতা করেছিলেন বলেই তাকে প্রধানমন্ত্রীর পথ দেখে সরিয়ে দেওয়া হল। এজন্য তিনি দায়ী করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেই। প্রসঙ্গত নেপালে ৮২ শতাংশ মানুষই হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের। এক সময় নেপাল গোটা পৃথিবীর মধ্যে হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। পরবর্তী সময়ে রাজতন্ত্র বিলোপ হবার পর যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসে তারাই নেপালকে হিন্দু রাষ্ট্র থেকে গণতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে। নেপালের এই সরকার পতনের পরে নতুন করে ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে আওয়াজ উঠছে যে নেপালকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবেই পূর্বের ন্যায় ঘোষণা করতে হবে। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন নেপালের এই বামপন্থী সরকারের অবসানের পর ভারতের সুবিধাই হল কারণ একদিকে বাংলাদেশ অন্যদিকে পাকিস্তান যখন ভারতের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে তখন উপর দিকে বন্ধু রাষ্ট্র নেপাল হলে ভারতের বাড়তি সুবিধা হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নেপালের এই সরকার পতন এবং অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের দিকেও কঠোর দৃষ্টি রাখছে।

দোকানের নামফলকে বাংলা না থাকলে আটকাবে ট্রেড লাইসেন্স নবীকরণ

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌর এলাকার মধ্যে অবস্থিত বড়ো বড়ো অভিজাত বহুজাতিক শপিং মলগুলির সেটা সাউথ সিটি মল বা কোয়েস্ট মল বা অ্যাক্রোপলিস মল যেটাই বলুন না কেন, এর মধ্যে যত দোকান রয়েছে, তার ৯৯ শতাংশ দোকানের নামফলকে বাংলা ভাষার কোনও চিহ্নমাত্র লক্ষ্য করা যায় না। যে রাজ্যের ৮৬ শতাংশ মানুষ বাংলাভাষী, তাদের সত্যিই বুঝতে অসুবিধা হয়। এছাড়াও নিয়মানুযায়ী কলকাতার বুকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের 'ডিসপ্লে বোর্ডে বা সাইন বোর্ডে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক। কলকাতা পৌরসংস্থার ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তীর যথোপযুক্ত প্রশ্ন, 'যে রাজ্যর ৭৩ শতাংশ মানুষ বাংলা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা জানেন না। সেই রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কেন অন্য ভাষা ব্যবহার হয়? বাংলা ভাষার কেন ব্যবহার হবে না? অরূপ চক্রবর্তীর প্রস্তাব, কলকাতা পৌর এলাকার মধ্যে থাকা সব শপিং মলে সংবিধান অনুযায়ী বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হোক। আমাদের বাঙালিদের কাছে দেশের–বিদেশ কোনও ভাষার সঙ্গে বিরোধ বিবাদ নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বাংলার বুকে ব্যবসা করলে বাঙালিকে পরিষেবা বাংলা ভাষাতেই দিতে হবে।

কলকাতার সিংহভাগ মানুষ বাংলা বলতে লিখতে স্বচ্ছন্দ্য। তাই কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতা পৌর এলাকার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করেছেন। কিন্তু আপনি

দক্ষিণ কলকাতার স্বনামধন্য মল 'সাউথ সিটি গেলে আপনি বুঝতেই পারবেন, আপনি কলকাতায় আছেন না বেঙ্গালুরুতে আছেন। গোটা শপিং মলের অভ্যন্তরে যত দোকান আছে, কোনও দোকানের ডিসপ্লে বোর্ডে বাংলা ভাষা ছিটেফোঁটা খুঁজে পাওয়া যায় না। কলকাতার যত বহুজাতিক মলে যাবেন, সর্বত্র একই অবস্থা। এই রাজ্যবাসীকে পরিষেবা দেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার অনুযায়ী বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক। যে রাজ্যবাসী বাংলা ভাষায় কথা বলে, সেখানে যদি দোকানের নামফলকে একটি অক্ষরও বাংলায় না থাকে, তাহলে সেখানে বাঙালি বা বাংলা ভাষাকে অপমান করা বোঝায়। কলকাতা পৌরসংস্থা যে নীতি গ্রহণ করেছে যে, কলকাতার সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক তা যথোপযুক্ত। কলকাতার মধ্য ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সন্নিকটে 'কে সি দাশ, 'জে. এস. মহম্মদআলীর(ক্লথ মার্চেন্টস) নামফলক, রাজারহাটে ইনফোসিসের ক্যাম্পের মেন নামফলকটি কিন্তু বাংলা ভাষাতে লেখা। আসলে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। সদিচ্ছাটা দরকার। বাংলায় ব্যবসা করলে, পরিষেবা বাংলাতেই দিতে হবে। এই মর্মে আরও আরও কঠোরতম ব্যবস্থা গৃহীত হোক।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'বাংলা ভাষার ব্যবহার বিষয়ে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে, তাকে আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। বাংলায় ব্যবসা করতে হলে অন্য যে কোনও ভাষায় সাইনবোর্ড থাকুক, তাতে বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক ভাবে রাখতেই হবে। যেসব প্রতিষ্ঠানে এটার অমান্য করা হবে, সেখানে সেখানে নোটিশ পাঠানো হোক। লাইসেন্স দপ্তরের কাজ হল দোকানের বা প্রতিষ্ঠানের নামফলকে বাংলা ভাষা না থাকলেই সেখানে নোটিশ পাঠান। কলকাতার কমবেশি ৪৫ হাজার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নোটিশ পাঠানো হয়েছে বা হচ্ছে। ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কলকাতা পৌর এলাকাস্থিত সব বাণিজ্যিক সংস্থা, কোম্পানি, হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, অফিস, রেস্তোরাঁ, হোটেল, শপিং মল দোকানের নামফলক স্পষ্ট বাংলায় লিখতে হবে। কথা না শুনলে তাদের ট্রেড লাইসেন্স নবীকরণ বন্ধ করে দেওয়া হবে। তার প্রক্রিয়াও শুরু করা হচ্ছে। নামফলকে দোকানের নাম বা বিবরণে যেন বাংলা ভাষা থাকে। কারণ আমরা ভারতীয় বাঙালি। ভারতের সংবিধান স্বীকৃত ভাষা হল বাংলা। তাই সব ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষাকে লিখতেই হবে বলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পৌর আইনি নির্দেশের সঙ্গে পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক নির্দেশের অনেক ফারাক রয়েছে।

রাস্তার দায়িত্বে কারা?

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার মধ্যে এমন কিছু কিছু রাস্তা আছে, যেগুলি কলকাতা পৌরসংস্থা রক্ষণাবেক্ষণ করে না। যা সাধারণ কলকাতাবাসীর পক্ষে বোঝা ভীষণ রকম কঠিন। কলকাতা পৌর এলাকাস্থিত কোনও কোনও রাস্তা রাজ্যের পূর্ত দপ্তর রক্ষণাবেক্ষণ করে? আবার কোনও কোনও রাস্তা 'ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি রক্ষণাবেক্ষণ করে? এরকম আরও আছে। মধ্য কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র বক্তব্য, তাহলে এখানে প্রশ্ন ওঠে, যদি রাজ্যের পূর্ত দপ্তর বা এনএইচএ–এর দায়িত্বে থাকা রাস্তা তারা সঠিক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তাহলে তার দায় কেনও কলকাতা পৌরসংস্থা নেবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'কেএমসি, রাজ্যের পূর্ত দপ্যর, এনএইচএ, কেএমডিএ, কেপিটি, এইচআরবিসি, রাজ্যের সেচ দপ্তর, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর দ্বারা কলকাতা পৌর এলাকার রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ করার তালিকাটি বিশাল। তবে কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কলকাতার কোন কোন রাস্তা কারা রক্ষণাবেক্ষণ করে, তার একটি বড়ো হোর্ডিং করে, সেইসব রাস্তাগুলির পাশে লাগিয়ে দেওয়া। যে রাস্তাগুলি কলকাতা পৌরসংস্থা রক্ষণাবেক্ষণ করে, সে রাস্তার পাশে বড়ো করে লিখে দিতে হবে 'দিস রোড ইজ মেনটেনেস বাই কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন'। যেমন ধরুন তারাতলা থেকে জিনজিরা বাজার পর্যন্ত রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ করে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট। এই রাস্তার পাশেও ডিসপ্লে লাগিয়ে দিতে হবে। বি টি রোড, দমদম রোড, বেলগাছিয়া রোডের কিছু অংশ, আর জি কর রোড, বাসন্তী হাইওয়ে, কেওড়াপুকুর রোড, পৈলান রোড, রেড রোড, তারাতলা ফ্লাইওভার, রানী রাসমণি রোড, ডাফরিন রোডের কিছু অংশ, সেন্ট জাজেস গেট রোড, আউট্রাম ঘাট রোড, মেয়ো রোড, গভর্নমেন্ট প্লেস এইসব রাস্তাগুলি রাজ্যের পূর্ত দপ্তর রক্ষণাবেক্ষণ করে। আবার ব্রেস ব্রিজ রোড, কোল বার্থ রোড, সোনারপুর রোড, সোনাই রোড, হাই রোড, সি জি রোড, ট্রান্সপোর্ট ডিপোট রোড, হুবুকান রোড, ওল্ড গোরাগাছা রোড, হেলেন কেলার সরণি, রিমাউন্ড রোড, স্ট্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড, ব্রুক লেন, সোনাদিঘি রোড এরকম ৩২টি কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের রক্ষণাবেক্ষণের অধীনে। কসবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোড এইসব রাস্তাগুলি কেএমডিএ–এর অধীনে।

বার্তা

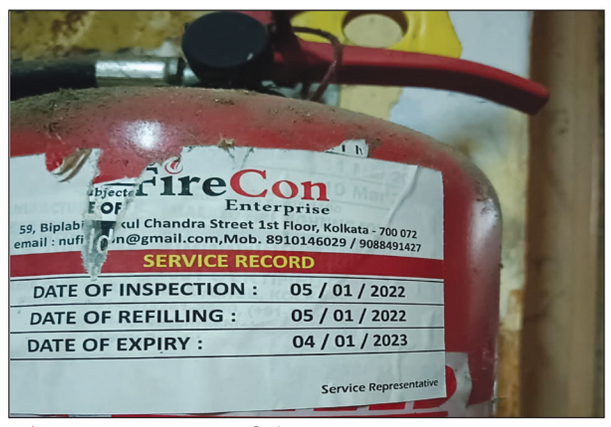

দুর্ঘটনার অপেক্ষায়: মেয়াদ উত্তীর্ণ অবস্থা পড়ে রয়েছে কলকাতার বেলতলা আরটিওয়ের দ্বিতলের ২০৮ নং ঘরের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র। **ছবি : সুমন সরদার**

বেতার : সামনেই মহালয়া বীরেন্দ্র কণ্ঠে মহিষাসুরমর্দিনী শুনবে বাঙালি তাই রেডিয়ো সারাতে ব্যস্ত কুমোরটুলির অমিত রঞ্জন কর্মকার। **ছবি : প্রীতম দাস**

উৎসব : আর কয়েকদিন পড়েই দুর্গাপুজো। নতুন জামাকাপড় কেনার ভিড় নিউ মার্কেটে। **ছবি : অভিজিৎ কর**

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা ও ক্রেডাই বেঙ্গল আয়োজিত 'কলকাতাশ্রী' শারদীয় দুর্গাপুজোর প্রতিযোগিতা ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হল। এবার 'কলকাতাশ্রী' প্রতিযোগিতা ২০২৫ অনলাইন ও অফলাইন দু'ভাবেই আবেদন করা যাবে। অনলাইনে আবেদন করতে www.kolkatashreekmc.in <http://www.kolkatashreekmc.in/> এই ওয়েবসাইটে আসুন। সোমবার ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে আবেদনপত্র দেওয়ার কাজ। আবেদনপত্র গ্রহণ ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেল ৪ টে। তবে মনে স্মরণে রাখতে হবে যে, বাড়ি ও আবাসনের পুজো উদ্যোক্তারা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। কলকাতা পৌর এলাকার(ওয়ার্ড নম্বর ১ – ১৪৪) পাড়া ও সর্বজনীন পুজো উদ্যোক্তারাই এখানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই প্রতিযোগিতায় কোনও প্রবেশমূল্য নেই। 'কলকাতা শ্রী' দর্শকদের চোখে সেরা পুজো নির্ধারিত হবে https://www.kmcgov.in – অনলাইনে ভোটের মাধ্যমে। সময়সীমা : ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর দশমী রাত্রি ১২টা পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও মোট পুরস্কারে বিভাগ রয়েছে ১১টি। বিশদে জানার জন্য ফোন করুন ৮২৭৪৯ ৮৩৮১৪ এই নম্বরে।

পুজো কমিটিগুলি ডেঙ্গু রোধে সতর্ক নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া সম্পর্কে সচেতন করতে কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে কলকাতা পৌর এলাকার ছোটো–বড়ো সমস্ত দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে বাংলা ও ইংরেজি ভাষাতে যে নির্দেশিকা গত ২১ আগস্ট দেওয়া হয়েছে, কলকাতার অনেক পুজো কমিটি ও বিজ্ঞাপন দাতা তা মানছেন না! অবজ্ঞা করছেন, উপেক্ষা করছেন বলে কলকাতা পৌরসংস্থার মুখ্য ভেক্টর কন্ট্রোল অফিসার ড. দেবাশিস বিশ্বাস জানিয়েছেন। তিনি বলেন, পুজোর প্যান্ডেল তৈরিতে ব্যবহৃত বাঁশের ডগায় বা অগ্রভাগে গর্তের মতো অংশে যাতে জল না জমে সে বিষয়ে পুজো কমিটি ও বিজ্ঞাপন দাতাগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। বাঁশের ডগায় কাপড় বেঁধে দেওয়া বা বালি দিয়ে গর্ত বুজিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এক্ষেত্রে মশার লার্ভা সৃষ্টি হওয়ার পথ রুদ্ধ হবে। ডেঙ্গুর ভাইরাস বহনকারী এডিস ইজিপ্টাই ও এডিস অ্যালবোপিকটাস মশা জন্মানো বন্ধ হবে। এবিষয়ে কলকাতার সব পুজো কমিটি সতর্ক নয় বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্য পতঙ্গবিদ ড. বিশ্বাস। তিনি বলেন, বাঁশের ডগায় বৃষ্টির পরিষ্কার জমা জলে ডেঙ্গুর ভাইরাস ছড়ানো মশা জন্মাবে। ফলে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। এর সমস্ত দায় কলকাতা পৌরসংস্থার উপরে চাপানো হবে। মনে রাখতে হবে ডেঙ্গু প্রতিরোধের দায় কেবলমাত্র কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের নয়। এ বিষয়ে সচেতন নাগরিকদের মানুষকে ও পুজো কমিটিকে বিজ্ঞাপন দাতাদের সজাগ করার জন্য এগিয়ে আসার আহবান জানান ড. বিশ্বাস।

এদিকে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে রাজ্যের মৎস্য দপ্তর কলকাতা ও তার আশপাশের এলাকার জলাশয়ে এক কোটিরও বেশি গাপ্পি মাছ ছাড়বে। রাজ্য মৎস্য মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী বিধানসভায় জানিয়েছেন, স্বল্পমূল্যের মিঠে জলের মাছ গাপ্পি মশাবাহিত রোগের বিরুদ্ধে কার্যকর অস্ত্র হিসেবে প্রমাণিত।

ব্যবহার ব্যতীত জমি–পুকুর পরিষ্কার রাখা অসম্ভব

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দপ্তর থেকে জঞ্জাল–আবর্জনা পরিষ্কারের পরেও অব্যবহৃত জমি ও পুকুর পরিষ্কার রাখতে পারছে না। এই ডেঙ্গু–ম্যালেরিয়ার মরসুমে এর প্রকোপ রুখতে পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠছে এই অব্যবহৃত পুকুর ও জমি। উপমহানাগরিক অতীন ঘোষের কথায়, 'জঞ্জাল অপসারণ দপ্তর থেকে পরিষ্কার করার পরে, সেই জায়গা ফের অপরিচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। পৌরকর্তারা এর জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের উদাসীনতাকেই দায়ী করছেন।' ওই অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধির উদাসীনতাই এ জন্য দায়ী। তিনিই এর কারণ খোঁজায় ব্যর্থ।

পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, কলকাতা পৌর এলাকায় মোট ফাঁকা জমি (ভেক্যান্ট ল্যান্ড) রয়েছে মোট ৭,৪২০টি আর এর মধ্যে ১,৮২৩টি স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত। আবার এর মধ্যে ১,১৯৫টি ফাঁকা জমি(ভেক্যান্ট ল্যান্ড) কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে পরিষ্কার করে দেওয়ার মাস দুয়েকের মধ্যেই সেই পরিষ্কার জমি আবার আবর্জনা, বর্জ্যে ভরে যাচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে নজরদারি চালিয়েও আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা যাচ্ছে না।

কলকাতা পৌর এলাকার পুকুর

বা জলাশয় রয়েছে ৪,০৭০টি। এখানেও একই সমস্যা রয়েছে। এর মধ্যে ৬৭৩টি হল স্পর্শকাতর, যার মধ্যে ৪৪০টি পুকুর পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দপ্তর পরিষ্কার করেছে, সেই পুকুরের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। পুকুরের পাড়, জল ফের আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। আসলে মাছ চাষ ব্যতীত পুকুর পরিষ্কার রাখা এবং ব্যবহার ব্যতীত 'ভেক্যান্ট ল্যান্ড' পরিষ্কার রাখা কলকাতা পৌরসংস্থার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জঞ্জাল অপসারণ দপ্তরের বক্তব্য, বর্জ্য পরিষ্কারের জন্য অর্থ ব্যয় করে কলকাতা পৌরসংস্থা এক লরি বর্জ্য তুলে তা ধাপায় নিয়ে যেতে কলকাতা পৌরসংস্থার খরচ পড়ে কমবেশি ১,৭০০ টাকা। পৌর আধিকারিকদের অধিকাংশের বক্তব্য, জরিমানা চালু না করলে এই প্রবণতা কার্যত বন্ধ করা অসম্ভব।

বেহালার ডি এইচ রোডের ফুটপাথ বেহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্গত বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের ডায়মন্ড হারবার রোড বরাবর ফুটপাথটি দীর্ঘ দিন যাবৎ অত্যন্ত অবহেলায় রয়েছে। বেহালার অশোকা সিনেমা হলের সন্নিকটে ভূপেন রায় রোডের মুখ থেকে বেহালা–চৌরাস্তার বড়িশা হাই স্কুলের কোল পর্যন্ত এই অংশের ফুটপাথে পদে পদে বিপদের ছায়া। এই অংশে বিদ্যাভবন কো–এডুকেশন স্কুল, ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল, বিবেকানন্দ কলেজ ফর উমেন, বড়িশা হাই স্কুল ও বড়িশা উচ্চ বালিকা বিদ্যামন্দিরের মতো ৫ টি সুপ্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই অংশের ফুটপাথের পাশেই রয়েছে।

এই অংশের ফুটপাথের বহু অংশ ভাঙা, টালি উঠে

গিয়েছে এবং ডায়মন্ড হারবার রোডের সংস্কারের পর ফুটপাথের বহু অংশ রাস্তার অনেকটা নীচে হয়ে যাওয়ায় বর্ষাকালে ফুটপাথে জল জমে থাকছে। ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষার্থীসহ সমস্ত স্কুল এবং কলেজের পড়ুয়াদের এই ফুটপাথ ব্যবহার করে চলাচল করা খুবই কষ্টকর। যে কারণে পথচারীরা ফুটপাথ ছেড়ে ডায়মন্ড হারবার রোডের মতো ব্যস্ত রাস্তায় উঠে আসছে। যাতে দুর্ঘটনার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

বিগত ২ বছরে ২টি পৌর অধিবেশনে এই ব্যাপারে প্রস্তাব রেখেছিলাম যে, ডায়মন্ড হারবার রোড সংলগ্ন এই ড্রেন এবং ফুটপাথে পূর্ণ সংস্কারের বিষয়ে। কিন্তু ড্রেনের ডিসিল্টিং হলেও ফুটপাথের সংস্কার হয়নি। এদিকে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি হিসেবে স্থানীয় স্কুল–কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য হওয়ায়, সেখানেও বারংবার একাধিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই মহানাগরিকের কাছে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, ডায়মন্ড হারবার রোডের এই অংশের ফুটপাথের সংস্কারের কাজ কেন দীর্ঘদিন আটকে আছে এবং কিভাবে এই সংস্কারের দ্রুত হবে?

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, আসলে হচ্ছে কী এই জায়গাটি 'ডুয়েল রেসপন্সিবিলিটি'র মধ্যে রয়েছে। একটা হচ্ছে রাজ্যের পূর্ত দপ্তর। যারা এই অংশের রাস্তা ও ফুটপাথ তৈরি করে। আবার ওখানে ড্রেনেজ রক্ষণাবেক্ষণ কলকাতা পৌরসংস্থার নিকাশি দপ্তর করে। ইতিমধ্যে একটি চিঠি রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়েছি। আশ্বস্ত করছি শীঘ্রই এই কাজটা আরম্ভ করবো।

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

কালীঘাট হাই স্কুল

পল্লব ঘোষাল

১৮৮৬ সাল থেকে আজও যে বিদ্যালয় কালীঘাট চেতলা অঞ্চলে স্বমহিমায় বিরাজিত তার নাম কালীঘাট হাইস্কুল। ৫০, মহিম হালদার স্ট্রীটের যে ভাড়া বাড়িতে বর্তমান বিদ্যালয় চলছে তার সাথে পুরাতন বিদ্যালয় গৃহের কোন মিল নেই। পুরাতনীরা বলেন, পূর্বের এই ছিল বিদ্যালয় পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত। তবে ছাত্র সংখ্যা ছিল অনেক। বাংলা বিদ্যালয় তাই বাংলা ভাষী ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যার প্রভাব স্বাভাবিক।

এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত উন্নতি শুরু হয় ৭০–৮০–র দশকে। শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক ক্ষেত্রবাবুর আত্মত্যাগ এই বিদ্যালয়কে অনেক কিছু দিয়েছেন। তৎকালীন অনেক ছাত্র–ই পড়াশোনা ও খেলাধূলায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে আজ নানান দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত। এর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাম শ্রীবিকাশ ভট্টাচার্য্য। তিনি এই অঞ্চলেই একসময় বাস করতেন ও এই বিদ্যালয় থেকেই ৬০–এর দশকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। বহু স্থানেই তিনি সে কথার উল্লেখ করেছেন। শ্রীযুক্ত স্বদেশরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সময় থেকেই দান সংগ্রহের মাধ্যমে বিদ্যালয় গৃহের নানান সংস্কার শুরু হয় ও বিদ্যালয়ের উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যক্রম চালু হয়। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, নাটক–অভিনয়, আবৃত্তি প্রভৃতি নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও চলতে থাকে বিদ্যালয়ে। শিক্ষকদের পাশাপাশি সরকারি নিয়মানুসারে শিক্ষিকারাও বিদ্যালয়ে যোগদান করেন ও সংগীত শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করে বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি করেন। বিদ্যালয়ের আরও উন্নতি হয় শ্রীযুক্ত পার্থপ্রতিম দাস মহাশয় বিদ্যালয়ে যোগদান করার পর থেকে।

বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচালয় নির্মাণ, পুরাতন গৃহ ভেঙে নতুন গৃহ ও হল নির্মাণ এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধি, সব কিছুই চলতে থাকে। উজ্জ্বল হয় শ্রেণিকক্ষ। উজ্জ্বল হয় পুরো বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে সৌরবিদ্যুৎ, দ্বিপ্রাহরিক আহার, ছাত্রদের জামা–জুতো প্রদান ও সরকারী খাতা বই দেওয়ার কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চলতে তাকে।

হিন্দি ভাষী ছাত্র–ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় অনেকে। বিদ্যালয়ের উচ্চ–মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বিশেষ করে বাণিজ্য বিভাগে আশাতীত। বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষার প্রভূত উন্নতি হয়। নতুন শিক্ষকও নিযুক্ত হন। আধুনিক প্রযুক্তি–নির্ভর শিক্ষায় বর্তমানে এলাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় কালীঘাট হাই স্কুল। আশা করা যায় আগামীতে আরো সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আমাদের সকলের প্রিয় এই কালীঘাট হাই স্কুল। কথায় আছে,

কালীঘাট হাই–বিদ্যা হেথা পাই।
শুধু বিদ্যা নয়, সব কিছুতেই জয়।।

শিক্ষক দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস উদযাপন করে কালীঘাট মর্নিং ক্লাব তপন থিয়েটাররের প্রেক্ষাগৃহে। প্রতিমা ভট্টাচার্য্যে তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি প্রানবন্ত হয়ে ওঠে। সংগঠনের সম্পাদিকা রানু রায় বোস স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। যে সব শিক্ষক গণকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় তারা হলেন তুষার কান্তি দাস, কল্যানেশ্বর হিন্দু, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, সমীর ঘোষ, বাবু বন্দোপাধ্যায়, সুশীল বর্ধন, রামকৃষ্ণ সরদার, পুত্তলিকা দে, শংকর চক্রবর্তী, আশীষ মুখার্জি, রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবীর কুমার দত্ত, পল্লব মিত্র, প্রতিমা ভট্টাচার্য, সুব্রত ভট্টাচার্জী, রাম রায়, শর্মিষ্ঠা দত্ত, তুষার চক্রবর্তী, শিখা বাঘ, মৌ মুখার্জি, পরিমল দাস, দুলাল কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ দে, শালিনী দাস, শিবানী চৌধুরী, গৌর মণ্ডল, প্রীতিকণা সাহা, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, সুমনা মুখার্জি, শ্রেণী রায়, পাপিয়া মণ্ডল এবং শর্মিষ্ঠা চৌধুরী। মূলত এই ক্লাবের মহিলাদের প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি পূর্ণতা লাভ করে। সঞ্চালনায় ছিলেন আত্রেয়ী ঘোষ।

অমরাগড়ী গ্রামে রায় পরিবারের তিন শতাব্দী প্রাচীন দুর্গোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া জেলায় আমতা–২ ব্লকের অধীন জয়পুর থানার অন্তর্গত সংস্কৃতি–প্রধান ও উন্নত গ্রাম অমরাগড়ী। প্রায় ৪০০ বছর আগে মুর্শিদাবাদের বাঘা পরগনার সোমরাজপুর গ্রাম থেকে রায় পরিবার উঠে চলে আসে হাওড়ার এই অঞ্চলে। জনশ্রুতি রায় পরিবারের যাদবেন্দ্র রায় ও মানবেন্দ্র রায় নামে দুই ভাই এখানে প্রথম এসেছিলেন। তখন এ অঞ্চল ছিল জঙ্গলে ভরা। মানবেন্দ্র রায়ের তৃতীয় পুরুষ রামনারায়ণ রায় ব্রিটিশদের কাছ থেকে কতগুলি গ্রাম ইজারা নিয়ে জমিদারির পত্তন করেছিলেন।

এই রামনারায়ণ রায় খুবই করিৎকর্মা ও দয়ালু মানুষ ছিলেন। তিনি প্রাসাদসম দ্বিতল বিশিষ্ট বাড়ি নির্মাণ করেন। রায় জমিদার বাড়িতে ছিল ৪৫টি কক্ষ ও ৩ টে বিশাল সিঁড়ি। পাশেই ১৭২৯ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দক্ষিণমুখী কুলদেবী গজলক্ষ্মীর আটচালা মন্দির। সুন্দর পোড়ামাটির কারুকার্য শোভিত এই প্রাচীন মন্দির আজ ভগ্নপ্রায়। শুধু তাই নয় তার করা বিশাল বাড়িটি আজ শরীকি বিবাদ ও পরিচর্যার অভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। জমিদার রাম নারায়ণ রায়ের আমলেই রায় বাড়ির পারিবারিক দুর্গাপূজা শুরু হয় ১১২৬ বঙ্গাব্দে।

এই দুর্গোৎসবের আগে জমিদার রামনারায়ণ রায় ১১২৬ বঙ্গাব্দে ১৫ বৈশাখ রায় পরিবারের শ্রীশ্রী গজলক্ষ্মী মাতা এস্টেট গঠন করেন। বর্তমানে ৩০৭ বছরে পদার্পণ করেছে এই এস্টেটটি। স্বর্গীয় জমিদার রামনারায়ণ রায় বাণিজ্য করতে বেড়িয়ে এই গ্রামের রাত্রি যাপনের জন্যে নৌকায় নোঙর বাঁধেন। সেই রাতে মা গজলক্ষ্মী দেবী স্বর্গীয় রামনারায়ণ রায়কে স্বপ্নাদেশ দিয়ে বলেন, তুই আমাকে ছেড়ে চলে যাস না। তুই আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর। সেই স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি (রামনারায়ণ) আমরাগড়ী গ্রামে বসবাস শুরু করেন।গ্রামবাসীদের নিয়ে গড়ে তোলেন শ্রী শ্রী গজালক্ষ্মী মাতা এস্টেট'। তিনি বাইরে থেকে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষজনদের এনে এই গ্রামে বসবাস করান এবং গ্রামটিকে একটি আদর্শ গ্রামে রূপান্তরিত করেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই এস্টেট একই নিয়মে চলে আসছে। এই স্টেট এর বিভিন্ন পূজাপার্বনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১লা বৈশাখ, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা, দশহারা, শিবরাত্রির পূজা, মকর সংক্রান্তি, চাঁচড়, দোল উৎসব, চৈত্র সংক্রান্তি, ঝাঁপ ও গাজন উৎসব। গজলক্ষ্মী মাতা দেবী ও তিনটি শিব মন্দিরের পূজা এখনও চলে আসছে। সেই সঙ্গে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা চলে আসছে ধারাবাহিকভাবে।

এই গজলক্ষ্মী মাতা এস্টেট শুরু হওয়ার পর প্রায় ১০০ বছর পর অর্থাৎ প্রায় ২০০ বছর আগে চুঁচুড়ার কোট চালু হলে এই এস্টেটের খাজনা দিতেন রামনারায়ণ রায়ের পৌত্র শান্তি রায়।

এই রায় পরিবারের পূজার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একচালা প্রতিমা, চামুন্ডা মূর্তি, মহালয়ার পরের দিনে অর্থাৎ প্রতিপদ থেকে পূজা শুরু হয়ে যায়। দেবীর চন্ডীপাঠ, নিত্যদিনের সন্ধ্যা আরতির মাধ্যমে প্রতিপদের দিন থেকে পরিবারের দুর্গোৎসব পূর্ণমাত্রা এনে দেয়।

কথিত আছে ১৮২ বৎসর আগে এই পুজোয় মহিষ বলি হত। বর্তমানে বলি বন্ধ, কারণ ১৮২ বৎসর আগে এই আমরাগড়ী এলাকাটি ছিল জল, জঙ্গল, বন্য পশুদের বাসস্থান। শোনা যায়, এক বছর দুর্গাপূজার সন্ধিপূজার সময় ছিল রাত্রে। কামার মহিষ বলি দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে রাত্রে বেড়িয়ে ছিল। রাস্তায় কামারকে হঠাৎ বাঘে ঘেরে। কামার বাঘের ভয় প্রাণ বাঁচাবার জন্য সামনে একটি গাছে উঠে পড়ে। অনেকক্ষণই কামার গাছে বসে আছে। এদিকে সন্ধিপূজার বলির সন্ধিক্ষণ এগিয়ে আসছে। বাঘ গাছের নিচে থেকে সরছে না। এদিকে পূজা মন্ডপে সন্ধিপূজার ঘণ্টা পরছে। তখনও বাঘ গাছের নিচে থেকে যাচ্ছে না। তখন কামার উপায় না দেখে দেবীর নাম স্মরণ করে গাছ থেকে লাফ দিলে বাঘের ঘাড়ের উপর পড়ে। কামারের হাতে থাকা কাতানের আঘাতে বাঘের মুন্ডচ্ছেদ হয় ও সন্ধি পূজার বলিও ওখানেই সমাপন ঘটে। সেই রাতে দেবী কামারকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে বলেন, কিরে, তুই আমার বামনকে মেরে ফেললি? তোরা বলি বন্ধ কর। সেই থেকে বলি বন্ধ হয়ে গেছে।

এই পূজার পঞ্চমীর দিন বাড়ির মেয়ে, গৃহবধূরা প্রায় ১৩০০ থেকে ১৫০০টি নারকেল নাড়ু তৈরি করেন। সপ্তমীর দিন নব পত্রিকাকে পালকির মতো দুলিয়ে দুলিয়ে মন্ডপে প্রবেশ করানো হয়। অষ্টমীর দিন একই সময়ে সন্ধি পূজা, হোম, ধুনাপোড়া, আরতি, ১০৮ টি প্রদীপ জ্বালানো হয়। পূজায় নবমির দিন সন্ধ্যেবেলায় লুচি ও দানাদার ভোগ সবাইকে বিতরণ করা হয়। এই পূজার আরো একটি বৈশিষ্ট্য, এই দুর্গা প্রতিমা দশমীর দিন দুপুর ১২টার পর বিসর্জন হয়। এর কারণ ১৫২ বছর আগে এই রায় পরিবারের এক সদস্য জমিদার সূর্য্যকুমার রায় দশমীর দিন দুপুর ১২টার সময় মারা যান। সেই থেকে অমরাগড়ী রায় পরিবারের দুর্গাপ্রতিমা দুপুর ১২টার পর বিসর্জন হয়ে আসছে। এই দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন হয় মন্দিরের পাশেই প্রতিষ্ঠা করা রথ পুকুরে। আমরাগড়ী গ্রামে একটিই দুর্গাপূজা। এটি এখন আর রায় পরিবারের পূজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। গ্রামের সবাই এসে প্রত্যহ পূজা দেন। পূজা মন্ডপে এসে ভিড় জমায়। একে অপরের খোজ খবর নেয়। এইভাবে উৎসব মণ্ডপটি মিলনস্থলের রূপ নেয়।

পুস্তক সমালোচনা

একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন

বিধান সাহা : সাহিত্যের বিচরণ ধারায় গল্প–কবিতা–উপন্যাসের গ্রন্থ প্রকাশ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রবন্ধ গ্রন্থও প্রকাশিত হয় এরই সমান্তরালে। কিন্তু অভিধানের প্রকাশ বিরলতম ঘটনা। প্রথম কথা, অভিধান রচনা চটজলদি কোন বিষয় নয়। দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফসল বলা চলে। শব্দ সংগ্রহ ,শ্রেণি বিন্যাস, অর্থযোজনা– প্রভৃতি বিষয়গুলো অভিধানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। গবেষকের তীক্ষ্ণ নজরদারিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে অভিধান। গোপালকৃষ্ণ শর্মা দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল হিসেবে প্রকাশ করেছেন বাংলা স্ল্যাং অভিধান সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন।

গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছেন সঞ্জিত দত্ত। তিনি বলেছেন, সাধারণ অভিধানের পাশাপাশি পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, চরিতাভিধান, সমার্থক শব্দকোষ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের অভিধান রয়েছে। শ্রীগোপালকৃষ্ণ শর্মার স্ল্যাং বিষয়ক অভিধানটি তার সঙ্গে একটি নবতম সংযোজন হতে চলেছে। সমগ্র গ্রন্থটির নির্যাস ফুটে ওঠে ভূমিকা অংশটির রচনায়। সর্বশেষে তিনি বলেছেন, দীর্ঘ সময় ব্যয় করে বহু পরিশ্রমে গ্রন্থকার অভিধানটি সংকলন করেছেন। সমান্তরাল ভাষাচর্চার এই দিকটির বিষয়ে আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছেন। খোলা মনে খোলা দৃষ্টিতে বিচার করতে চেয়েছেন।

গ্রন্থকার প্রাককথন অংশে জানিয়েছেন, স্ল্যাং এর কোন নির্দিষ্ট প্রতিশব্দ নেই। স্ল্যাং এর পরিধি এবং ব্যবহারক্ষেত্রের বিস্তারও বিশাল। এই গ্রন্থে সাধ্যমত স্ল্যাং এর সমস্ত রূপটি ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন পেশায় ব্যবহৃত বিভিন্ন স্ল্যাং, উপভাষায় ব্যবহৃত স্ল্যাং, ছড়ায়–গানে–ধাঁধাঁয় ব্যবহৃত স্ল্যাং এর অজস্র উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে। সাধারণ স্ল্যাং এর বর্ণানুক্রমিক অভিধান তো এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। এছাড়াও স্ল্যাং অভিধান চর্চার ইতিবৃত্ত, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে স্ল্যাং– বিষয়গুলিও প্রবন্ধাকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। শুধু অভিধান নয়, স্ল্যাং নিয়ে একটি সামগ্রিক আকর গ্রন্থ হিসেবে গ্রন্থকার গ্রন্থটিকে হাজির করতে পেরেছেন।

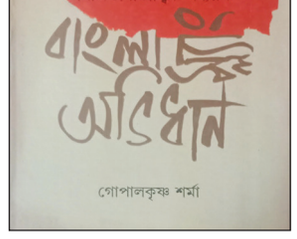

সাধারণভাবে স্ল্যাং বলতে যা বুঝি, এই গ্রন্থ পাঠ করার পর আমাদের ধারণার খানিকটা বদল ঘটে। নানা ক্ষেত্রে শব্দটির অর্থগত বোধ পরিবর্তিত হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে। এই সুবিশাল কাজটি বহুদিনের পরিশ্রমে একটি গ্রন্থের মলাটে তুলে ধরেছেন গোপালকৃষ্ণ শর্মা। বাংলা অভিধানের

ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন এই গ্রন্থটি। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকদের পাশাপাশি সাধারণ পাঠকের জ্ঞানের কৌতূহল নিরসনের ক্ষেত্র তিনি প্রস্তুত করেছেন। এজন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থটি অনেক পাঠকের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। আপন বৈশিষ্ট্যের অধিকারে এই গ্রন্থটি সমাদৃত হোক বাংলার ঘরে ঘরে।

মৃণাল শীলের প্রচ্ছদ ব্যঞ্জনাময়। গ্রন্থটির ছাপা ছবির মত ঝকঝকে। বৃহদায়তন গ্রন্থটির বাঁধাই অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

বাংলা স্ল্যাং অভিধান সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন –গোপালকৃষ্ণ শর্মা। প্রকাশক – তরুণ বিশ্বাস, বইচিত্র, ব্লক নং –৬, স্টল নং –১৩/এ, কলকাতা –৭০০০৭৩ , মূল্য– ৪৫০ টাকা।

ইন্দিরা আমলেই ধ্বংস নথি প্রকাশিত হল ‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের নেপথ্যে নেতাজি’

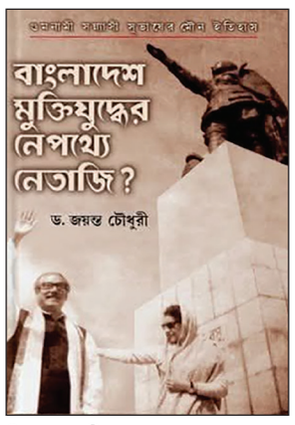

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ খোদ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আমলেই ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ও নেতাজি সংক্রান্ত গোপন নথি ফাইল ধ্বংস করা হয়েছিল। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মুজিবুর রহমান বলেছিলেন –নেতাজি বেঁচে আছেন নইলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না, আমি কলকাতায় গিয়ে জনসভায় সব বলব। কয়েক সপ্তাহ পরে ব্রিগেড ময়দানে সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দীর্ঘ বক্তব্য রাখলেও মুজিব কণ্ঠে নেতাজীর নাম উচ্চারিত হয়নি। এমন নানা তথ্য পূর্ণ লেখা নেতাজি গবেষক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের নেপথ্যে নেতাজি? শীর্ষক বইটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো শনিবার কলেজস্ট্রিট কফি হাউজের দীপ প্রকাশনের শোরুমে। ভিড়ে ঠাসা নেতাজি অনুরাগীদের এই সভায় ড: চৌধুরী তথ্য প্রমাণ সহ

কিছু সাক্ষীর সাক্ষ্যে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে গুমনামী সন্ন্যাসী সুভাষ চন্দ্রের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়েছে বলে ড: চৌধুরী জানান। সভার শুরুতে রজনীকান্ত সেনের জাগাও পথিকে ও সে ঘুমে অচেতন –সংগীত পরিবেশন করেন তপতী চক্রবর্তী ও রত্না সরকার।দেশলোক পত্রিকার সম্পাদক প্রণব গুহ, দ্যা ভিউস এক্সপ্রেস পত্রিকার সম্পাদক মৃন্ময়

দেখান যে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে প্রকৃত সত্য কিভাবে গোপন করা হয়েছিল। তিনি জানান আমেরিকার আর্কাইভ এ ফ্যাসিস্ট লিস্ট এর তালিকায় সুভাষচন্দ্র বসুর নাম থাকলেও সম্প্রতি তার নাম সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখার্জি কমিশনের ব্যানার্জি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ড: দীপক বড় পন্ড , রাসবিহারী বসু রিসার্চ ব্যুরোর সম্পাদক তপন দাশগুপ্ত ও দীপ প্রকাশনের সিইও সুকন্যা মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রিয়ম গুহ।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নব বারাকপুর জন্মোৎসব কমিটি, স্বামীজী নেতাজি ইনস্টিটিউশন, মধ্যমগ্রাম হিস্টোরিকাল সোসাইটি এবং রাস বিহারি বোস রিসার্চ বুরো এর যৌথ উদ্যোগে ৩১আগস্ট নব বারাকপুর কস্তুরী লজ এ সারাদিন ব্যাপী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গবেষক ও বিপ্লবী দের বর্তমান দিনে সম্বর্ধনা এবং কিশোর ও যুব সমাজে ভারত মাতার অগ্নিপুত্র দের জীবন ও মনন প্রসারে কর্মসূচি প্রণয়নে এক আলোচনা সভা হয়ে গেলো।স্বাগত ভাষণে নব বারাকপুর পৌরসভা র চেয়ারম্যান প্রবীর সাহা বর্তমান দিনে যুবক দের মধ্যে বেশি করে বিপ্লবী দের জীবনী চর্চা করা দরকার বলে তিনি বলেন। নব বারাকপুর নেতাজি জন্মোৎসব কমিটির সভাপতি সত্যব্রত সোম বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকে বিপ্লবী দের জীবনী পড়ানোর জন্য আহ্বান জানান। এদিনের আলোচনা সভাতে বক্তারা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি বিপ্লবী দের অপরিসীম অবদানের কথা উল্লেখ করেন। উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী পরিবারের প্রদীপ দত্ত, সুবীর কুন্ডু, কৌশিক দত্ত গুপ্ত, ভারত সভার সভাপতি রথী কান্ত মালাকার, বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রিসার্চ এর সম্পাদক তপন ভট্টাচার্য, অনিল ঘোষ, অমল কৃষ্ণ মজুমদার, মহারাজ সর্দার, সোহম ঠাকুর প্রমুখ।

চন্দননগরে আয়োজিত সলিল–সংগীত কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহান সুরস্রষ্টা ও গীতিকার সলিল চৌধুরীর এ বছর জন্মশতবর্ষ। সারা বাংলা তথা দেশজুড়ে বিভিন্ন ভাবে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়ে চলেছে। তারই অঙ্গস্বরূপ ৫ সেপ্টেম্বর চন্দননগরের স্পন্দন সঙ্গীত শিক্ষালয় ও সলিল চৌধুরী ফাউন্ডেশন অফ্ মিউজিক, সোশ্যাল হেল্প এন্ড এডুকেশন ট্রাস্ট–এর যৌথ উদ্যোগে, চন্দননগরের আই.এম. এ প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত হয়েছিল একদিনের একটি ‘সলিল–সংগীত কর্মশালা’। এই কর্মশালায় ৭ থেকে ১৭ বছর বয়সী ২৫ জন বালক–বালিকা অংশ নিয়েছিল। সংগীত–শিক্ষয়িত্রী ছিলেন সলিল–কন্যা শিল্পী অন্তরা চৌধুরী। বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৫টা অবধি চলা এই কর্মশালায় তিনি শেখালেন সলিল চৌধুরীর কথায় ও সুরে তাঁরই গাওয়া দুটি জনপ্রিয় গান– বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে... ও না দিঁ দিঁ দা... নাচোতো দেখি আমার পুতুলসোনা...। সব শেষে মিউজিক ট্র্যাকের সঙ্গে ছোটোরা অনবদ্যভাবে গানদুটি পরিবেশন করে। সমগ্র আয়োজন, আন্তরিকতায় ভরা পরিবেশ ও ছোটোদের সুন্দর গান পরিবেশন ইত্যাদির ব্যাপারে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন অন্তরা চৌধুরী। স্পন্দন সঙ্গীত শিক্ষালয়–এর কর্ণধার সমাদৃতা দত্ত ও তাঁর প্রধান সহযোগী রাহুল দত্তের নেতৃত্বে আয়োজিত সেদিনের সলিল–সংগীত কর্মশালা অত্যন্ত সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সম্পন্ন হয়।

মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : শারদ উৎসবের আগে সাগর বিধানসভার বেশ কয়েকজন মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য আর্থিক সাহায্য তুলে দিলেন সাগরের বিধায়ক তথা রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। নিজের ভাতা থেকে মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ২০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করলেন। মঙ্গলবার সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রুদ্রনগর এলাকায় সাগর ব্লকের ২৪টি স্কুলের মোট ৪৭ জন মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীদের পড়াশোনা জন্য সাহায্য করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি, সহ–সভাপতি স্বপন প্রধান ও

প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। এবিষয় সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, ‘সাগরদ্বীপের মানুষদের রুজি–রুটি বলতে চাষবাস এবং নদীতে মাছ ধরা। সাগর বিধানসভার ২৪টি স্কুলের ৪৭ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আমরা চিহ্নিত করি। সকল মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীরা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া। পড়াশুনা চালিয়ে নিয়ে যেতে এ সকল ছাত্র–ছাত্রীদের কিছুটা অসুবিধা হয়। পড়াশোনা করে নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে ওই সকল ছাত্র–ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক সাহায্য করেছি। অর্থের অভাবে এ সকল ছাত্র–ছাত্রীরা যাতে না পিছিয়ে পড়ে সেদিকেই আমরা বিশ্বাস নজর দিয়েছি। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উপর আমরা নজর রাখছি। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আগামী দিনগুলিতেও সাহায্য করা হবে।’ রাজ্যে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকার মানুষজনেরা।

বিনোদন সাহিত্য পত্রিকার শারদীয়ার সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবাসরীয় দুপুরে নিউ দিঘার সমুদ্র সৈকতের অগুনতি ঢেউ উপভোগ করার মধ্যে দিয়ে একটি হোটেলের ব্যাঙ্কওয়েট হল ঘরে বিনোদন সাহিত্য পত্রিকার শারদ সংখ্যা ১৪৩২ প্রকাশিত হল। সুশান্ত ঘোষের সম্পাদনায় ১৮৪ পাতার বইটিতে ৫১৪ জন কবি ও সাহিত্যিকের লেখা রয়েছে। শারদ তোমার, বিনোদন সবার’। এরপর প্রদীপ প্রজ্জলন করলেন ছোট্ট শিশু কবিরা। পত্রিকার সম্পাদক জানালেন, ‘নিজের উপর এখন অনেক বেশি আস্থা তৈরি হলো, অন্যদিকে ছোটদের লেখালেখির প্রতি আগ্রহ জন্মালো। এখন তারা হাত পাকাচ্ছেন।’ শারদীয়া আগমনী গানটিতে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত

অর্ঘ্য বইটিতে ৪০০ টাকা দাম ধার্য করা হয়েছে। এবার শারদ সংখ্যা বইটি সপ্তম বর্ষে পড়ল। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাঙালি কবি সাহিত্যিকরা ভাইজাক, মুম্বাই, পুনে, নিউ দিল্লি, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি জায়গা থেকে আসেন। এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সম্পাদক সুশান্ত ঘোষের লেখা সমবেত কণ্ঠ সংগীতের মাধ্যমে। গান ‘বিনোদন আমার, বিনোদন রমলা মুখার্জি অনবদ্য নৃত্য পরিবেশনটি বেশ নয়নভিরাম ছিল যা শ্রোতাদের মাতিয়ে দেয়। এছাড়া সাহিত্যিক ভারতী ভট্টাচার্য নৃত্য করেন। এই অনুষ্ঠানে বিদ্রোহী কবি নজরুলের আবৃত্তি পরিবেশন করেন সুমন মুখোপাধ্যায়। লেখক শুভ দাশগুপ্তের লেখা কবিতা পাঠ করেন তাপসী ঘোষ। এছাড়া এদিন কুড়িটির অধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার স্বপ্ন দেখেন নবতিপর সন্তোষ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়ার গঙ্গাধরপুর। চোখ পাতলেই দেখা যায় শুধু স্কুল আর স্কুল। কান পাতলেই শোনা যায় কেবল পড়াশোনার শব্দ। ঠিক তাই। একের পর এক এই গঙ্গাধরপুরেই গড়ে উঠেছে প্রাথমিক স্কুল, বয়েজ স্কুল, গার্লস স্কুল, কারিগরি স্কুল, ডিএলএড ও বিএড কলেজ, এমএড কলেজ, জওহর নবোদয় স্কুল। এখানেই শেষ নয়। গড়ে তুলেছেন আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল মাঠ, ফুটবল অ্যাকাদেমি। গড়ে তুলেছেন হাসপাতাল। একক প্রচেষ্টায় এই সব এডুকেশন হাব এর রূপাকার হলেন– গঙ্গাধরপুর গ্রামের প্রাক্তন শিক্ষক, শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাসেবী সন্তোষ দাস।

সন্তোষ দাসের আসল বাড়ি হাওড়ার নয়াচক। অল্প বয়সেই পীতৃহারা। তাই মাতুলালয় গঙ্গাধরপুরে জীবন গড়া মায়ের অনুপ্রেরণা। বড় হতে হবে, সকলের

জন্য ভাবতে হবে শিক্ষার কথা, তাই কঠিন সংগ্রাম। কেবল শিক্ষার আলো দেখার স্বপ্ন। উচ্চ শিক্ষার শেষেই ১৯৫৪ তে উলুবেড়িয়া জগৎপুর আদর্শ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় কর্মজীবন শুরু। ১৯৬৭–১৯৯৬ টানা ২৯ বছর প্রধান শিক্ষকতা করেন আমতার বড়মহরা যতীন্দ্র বিদ্যাপীঠে। ১৯৭৭ সালে একবার বিধায়ক। সন্তোষ বাবুর পুত্র কন্যারাও প্রতিষ্ঠিত। বড় কন্যা কল্পনা সাঁতরা থাকেন আমেরিকায়, ছোট কন্যা বন্দনা বাগ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা। বড় পুত্র ডঃ দেবপ্রসাদ দাস অধ্যাপক, ছোট পুত্র হরপ্রসাদ দাস করণিক।

শিক্ষক দিবসের পূণ্য লগ্নে শিক্ষার আলোকবর্তিকা নবতিপর সন্তোষ দাসের স্বপ্ন একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা। শতায়ু হোন সন্তোষবাবু। আলোর স্বপ্ন সফল হোক। মহান শিক্ষাব্রতীকে শিক্ষক দিবসের প্রণাম।

প্রান্তিক শিশুদের ভবিষ্যৎ দেখানোর প্রতীক মৃদুলা চ্যাটার্জী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার প্রান্তিক এলাকার ছোট্ট শিশুদের শিক্ষার ভীত তৈরি করার দায়িত্ব নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলি ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির। জানলে অবাক হবেন বাঁকুড়া শুশুনিয়াতে একজন সহায়িকা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মৃদুলা চ্যাটার্জি। বর্তমানে শুশুনিয়া গ্রামের ১৯২ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কর্মীর কাজ করছেন তিনি। তিনি জানিয়েছেন, বাচ্চাদের পুষ্টির বিকাশ, মানসিক

রয়েছেন এমন এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী যিনি ১৯৮৫ সাল থেকে খেলার ছলে ছোট্ট শিশুদের দিচ্ছেন প্রাথমিক ধ্যান ধারণা। প্রথমে বিকাশ এবং সামাজিক বিকাশ! এই তিন পরিষেবা তিনি দিয়ে থাকেন। মাত্র ২ বছর তারপর অবসর নেবেন মৃদুলা চ্যাটার্জি। বয়স ৬৩। এই বয়সেও এত স্বতঃস্ফূর্ত। বাচ্চারা দিদিমনির কবিতা এবং গান শুনতেই হাজির হয়ে যায় কেন্দ্রের সামনে। মৃদুলা চ্যাটার্জী বলেন, ২০০৭ সালে সহায়িকা থেকে কর্মী হন তিনি। ছোটবেলায় ওনার কাছে যারা পড়েছেন তারা অনেকেই এখন বাবা কিংবা মা, আবার অনেকে দাদু ঠাকুমা। তারাও পছন্দ করেন দিদিমণিকে। শিক্ষক দিবসের দিন, দেখুন বাঁকুড়ার এমন এক শিক্ষিকাকে যিনি বছরের পর বছর ধরে একদম প্রাথমিকের আগের স্তরে শিশুদের দিচ্ছেন শিক্ষার ধ্যান–ধারণা, সঙ্গে দিচ্ছেন পুষ্টির বিকাশও। বাঁকুড়ার মৃদুলা চ্যাটার্জী যেন ভারতবর্ষের প্রান্তিক শিশুদের একটি ভাল ভবিষ্যৎ দেখানোর প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

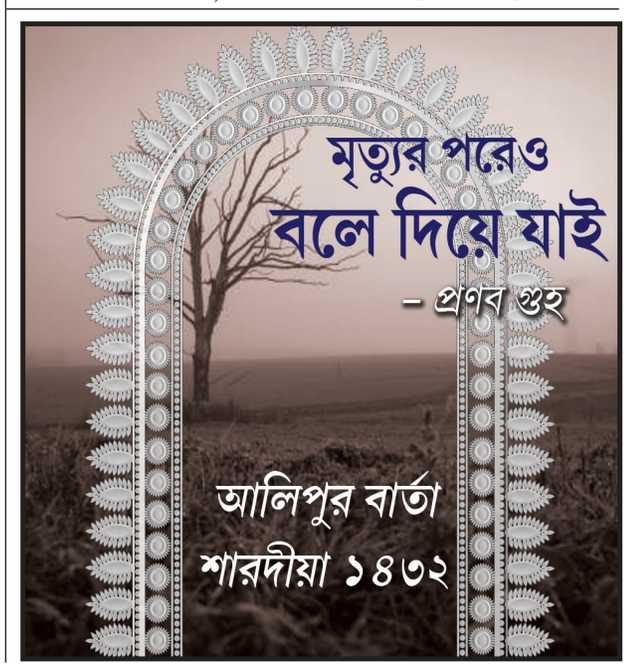

আতশ কাচে

অক্টোবরে শুরু

সুপার কাপ ফুটবল আগামী ২৫ অক্টোবর শুরু হবে। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এআইএফএফ এই খবর জানিয়েছে। ১৬ টি দল ৪টি গ্রুপে অংশ নেবে। প্রতি গ্রুপের প্রথম ৪টি দল সেমিফাইনালে খেলবে। ফাইনাল হবে ২২ নভেম্বর।

নতুন কমিটি

ফেডারেশনের নির্বাচন প্রক্রিয়া তদারকির জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিটির সভাপতি হবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও। কমিটিতে থাকবেন এএফসির অডিট ও কমপ্লায়েন্স কমিটির সদস্য কেশবরণ মুরুগাসু এবং ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে।

সাবালেঙ্কা চ্যাম্পিয়ন

মার্কিন ওপেন টেনিসে মহিলাদের সিঙ্গলসে গতবারের চ্যাম্পিয়ান বিশ্বের ১ নম্বর আরিয়ানা সাবালেঙ্কা এবারও তার খেতাব ধরে রেখেছেন। গতরাতে ফাইনালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমান্ডা আনিসিমোভাকে ৬-৩, ৭-৫-এ স্ট্রেট সেটে হারিয়ে তার চতুর্থ গ্র্যান্ডস্লাম খেতাব জয় করেন। পুরুষদের ডাবলসে স্পেনের মার্সেল গ্র্যানোলাস এবং আর্জেন্টিনার হোরাসিও জেবালোস জুটি চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

এশিয়ান টিটি

আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশন এবং এশিয়ান টেবল টেনিস ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ২৮ তম এশীয় টেবল টেনিস টিম চ্যাম্পিয়ানশিপ ওড়িশার ভুবনেশ্বরে অক্টোবর মাসের ১১ থেকে ১৫ তারিখ আয়োজিত হবে।

স্কোয়াশে খেতাব

ভারতীয় জুনিয়র ওপেন স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপে ইয়ুশা নাফিস ও রুদ্রা সিং ছেলে এবং মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে শিরোপা অর্জন করেছেন। রাজস্থানের জয়পুরে আজ নাফিস, রাচিত শাহকে ৫ গেমে পরাজিত করেন। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯-এর ফাইনালে, রুদ্রা, ভোমিকা খান্ডেলওয়ালকে হারিয়ে দেন।

শ্রেয়স নেতৃত্বে

শ্রেয়স আইয়ার অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় এ দলের নেতৃত্ব দেবেন। আজ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ১৫ সদস্যর দল ঘোষণা করেছে। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর লখনউয়ে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া এ দলের ৪ দিনের বেসরকারী ম্যাচ শুরু হবে। লখনউয়ে দ্বিতীয় ম্যাচটি শুরু হবে ২৩ সেপ্টেম্বর। এরপর ৩টি একদিনের ম্যাচ আনুষ্ঠিত হবে।

শেষ ম্যাচ

বুয়েনস আইরেসে বিশ্বকাপ ফুটবলের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচে আর্জেন্টিনা ৩-০ গোলে ভেনেজুয়েলাকে হারিয়ে দিয়েছে। লিওনেল মেসি দুটি গোলই করেছেন। আর একটি গোল করেন লাউতারো মার্টিনেজ। আর্জেন্টিনা আগেই বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করেছে। মেসি এটাই দেশের জার্সিতে শেষ ম্যাচটি খেলেছেন। মেসি এও জানিয়েছেন আগামী বছরের বিশ্বকাপে খেলবেন কি না তা এখনো নিশ্চিত নয়।

নতুন ইনভেস্টর

সব ঠিকঠাক চললে চলতি মাসেই নয়া লগ্নিকারী পেতে চলেছে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। নয়া লগ্নিকারীর বিষয়ে ক্লাবকে বড়সড় সাহায্য করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে গত মরশুমে আইএসএল খেললেও নয়া মরশুম শুরুর আগে ইনভেস্টর সমস্যায় মহামেডান। কারণ, পূর্বতন লগ্নিকারী সংস্থা শ্রাচী গ্রুপের সঙ্গে গত মরশুমের শেষদিক থেকেই সাদা-কালো শিবিরের দূরত্ব বাড়তে শুরু করেছিল। এমনকী শেয়ার হস্তান্তর নিয়ে মহামেডানের সঙ্গে সম্পর্ক এতটাই তলানিতে পৌঁছয় যে, ফুটবলারদের বেতন বকেয়া রেখে এবং অন্যান্য খরচ না-মিটিয়ে বিদায় নিয়েছে তাঁরা। ফুটবলাররা ফিফার দ্বারস্থ হয়েছেন। তার ভিত্তিতে ফুটবলার নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যান নেমেছে সাদা-কালো শিবিরের উপর।

হকিতে অপরাজেয় ভারত

সুমনা মণ্ডল: এ যেন সোনালি যুগের ঝলক। অপ্রতিরোধ্য হরমনপ্রীতের ভারত। অপরাজিত হয়েই পুরুষদের এশিয়া কাপ হকি ২০২৫ এর চ্যাম্পিয়ন হল ভারত।

বিহারের রাজগীরে ফাইনালে ভারত ৪-১ গোলে গতবারের বিজয়ী দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে চতুর্থবার পুরুষদের এশিয়া কাপ হকি চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। তাতে বেলজিয়াম-নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত হকি বিশ্বকাপেও সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করে ফেলল ভারত। ফাইনালে জোড়া গোল করলেন দিলপ্রীত সিং, বাকি দুটি গোল সুখজিৎ সিং ও অমিত রোহিদাসের। ম্যাচের ২৯ সেকেন্ডেই সুখজিত সিং ভারতকে এগিয়ে দেন। ২৮ মিনিটে ব্যবধান ২-০ করেন দিলপ্রীত সিং। ৪৫ মিনিটে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোল করেন দিলপ্রীত। ম্যাচের ৫০ মিনিটের ঠিক পর ভারতের হয়ে চতুর্থ গোল করেন রাজকুমার পাল। এর কিছুক্ষণের মধ্যে কোরিয়ার হয়ে একমাত্র গোলটি করেন সন দাইন। গোটা টুর্নামেন্টে অপরাজিত থেকেই চ্যাম্পিয়ন হল হরমনপ্রীত সিং এর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। গোটা টুর্নামেন্টে অপরাজিত ভারত। গ্রুপ পর্বে চিন, জাপান, কাজাখস্তানকে হারান হরমনপ্রীতরা। গ্রুপপর্বের প্রথম ম্যাচেই চিনকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে যাত্রা শুরু করে। দ্বিতীয় ম্যাচেও জাপানকে ৩-২ গোলে হারায়। এরপর কাজাখস্তানকে ১৫ গোলের মালা পরায় ভারত। তারপর মালয়েশিয়াকে ৪-১ গোলে হারান হরমনপ্রীতরা। তবে সুপার ফোরে এই দক্ষিণ কোরিয়ার কাছেই ২-২ গোলে আটকে গিয়েছিল। তবে চিনকে ৭-০ গোলে হারিয়েই ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলে ভারত। ২০১৭ সালের পর ২০২৫ সালে ফের এশিয়া কাপ ঘরে তুলল ভারত। ২০০৩ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ফাইনালে প্রথমবার ভারত পাকিস্তানকে ৪-২ গোলে হারিয়ে প্রথম এশিয়া কাপ শিরোপা জিতেছিল। এরপর ২০০৭ সালে চেন্নাইতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে কোরিয়াকে ৭-২ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় মহাদেশীয় মুকুট অর্জনের জন্য শিরোপা ধরে রাখে। ২০১৭ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ফাইনালে মালয়েশিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে ভারত তাদের তৃতীয় এশিয়া কাপ শিরোপা জয় করে।

তিরন্দাজিতে পিছিয়ে থেকেও প্রথমবার দলগত বিশ্বজয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওরা তিনমূর্তি। ভারতের ত্রয়ী। তারুণ্যের জয়গান দেখা গেল তিরন্দাজি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে। ভারতের ত্রয়ী লক্ষ্যপূরণে ছিল স্থির। তাতেই তিরন্দাজিতে ভারতের পতাকা উড়ল সবার আগে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের কম্পাউন্ড ইভেন্টের দলগত বিভাগে এল সোনা। কোরিয়ার গোয়াংজুতে তিরন্দাজিতে ইতিহাস ভারতের। ফলাফল ২৩৫-২৩৩ (৫৭-৫৯, ৬০-৫৮, ৫৯-৫৯, ৫৯-৫৭) স্কোয়াডে ছিলেন ঋষভ যাদব, আমান সাইনি ও প্রথমেশ ফুগে। এর মধ্যে আবার ঋষভ যাদব জ্যোতি সুরেখাকে নিয়ে মিক্স ইভেন্টে রুপো জিতেছেন। সোনা হাতছাড়া হয়েছে মাত্র ২ পয়েন্টের জন্য। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে মিক্সড টিম বিভাগে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার পদক জিতল ভারত। এর আগে ২০২১ সালে ভারতের হয়ে রুপো পেয়েছিল জ্যোতি ও অভিষেক বর্মার জুটি। এরপর ব্যক্তিগত ইভেন্টেও লড়াই করবেন ভারতীয় এই তিরন্দাজ। পুরুষদের ব্যক্তিগত ইভেন্টে ঋষভ যাদব ৭০৯ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে। আমন সাইনি ৭০৭ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছেন ১৫ নম্বরে। প্রথমেশ ফুগে ৭০৬ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছেন ১৯-এ। তিন তিরন্দাজের সোনা জয়ের সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত ভারতের প্রধান কম্পাউন্ড কোচ জীবনজ্যোত সিং। তিনি বলেন, 'এটা শুধু ফুগের কৃতিত্ব নয়। তিনজনই

মানসিক দৃঢ়তা দেখিয়েছে এবং একে অপরকে দারুণভাবে সাপোর্ট করেছে চাপের মধ্যে থেকেও'। তিনিই ঋষভ যাদবকে প্রথমে, আমান সাইনিকে দ্বিতীয়তে ও প্রথমেশ ফুগেকে শেষ তীরের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। খেলার স্কোরবোর্ড অনুযায়ী, প্রথম সেটে ৫৭-৫৯ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েছিলেন ভারতীয়রা। দ্বিতীয় সেটে সমতা ফেরায় ভারত। ৬ টি 'পারফেক্ট টেন' মারেন ঋষভ, আমান, প্রথমেশরা। দ্বিতীয় সেটের পর দু'দলেরই পয়েন্ট ছিল ১১৭। জম্পেশ লড়াই হয় তৃতীয় সেটেও। ১৭৬-১৭৬ পয়েন্টে শেষ হয় তৃতীয় সেট। নির্ণায়ক তৃতীয় সেটে চাপে পড়ে যান ফ্রান্সের তিরন্দাজরা। তাঁদের দু'টি তির থেকে ৯ পয়েন্ট করে। ভারতের হয়ে শেষ তির ছোড়েন প্রথমেশ। শেষ প্রচেষ্টায় ঠান্ডা মাথায় ১০ পয়েন্ট তুলে নেন প্রথমেশ। চতুর্থ রাউন্ডের পর ২ পয়েন্টের ব্যবধানে ফাইনাল জিতে নেয় ভারত। এই প্রথম পুরুষদের দলগত কমপাউন্ড তিরন্দাজিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। তবে এরমধ্যে খারাপ খবরও আছে, মহিলারা দলগত ভাবে পদক জিততে ব্যর্থ।

আইপিএল দর্শকদের জন্য দুঃসংবাদ!

নিজস্ব প্রতিনিধি : জমজমাট আইপিএলের ম্যাচ, মাঠে বসেই উপভোগ করতে ভালবাসেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। কিন্তু এবার পকেটে টান পড়তেই পারে। এবার আইপিএলের দর্শকদের দুঃসংবাদ দিয়েছে ভারত সরকার। বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে টিকিটের দাম। এতে মাঠে বসে খেলা দেখা আরও ব্যয়বহুল হয়ে গেছে। পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি) কাঠামোয় কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছিল, জিএসটি কাউন্সিল তা অনুমোদন করেছে। বুধবার কাউন্সিলের প্রথম বৈঠকের পরেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন নতুন জিএসটি হার ঘোষণা করেছেন। এতদিন পর্যন্ত যেখানে আইপিএলের টিকিটের ওপর ২৮ শতাংশ হারে কর থাকত, এখন এই সংস্কারের ফলে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ শতাংশ। তবে এই প্রভাব কিন্তু রঞ্জি, আইলিগের মতো ইভেন্টে ধার্য হবে না। কারণ, এর কোনওটাই

লাক্সারি ইভেন্ট হিসাবে দেখা হয় না। একমাত্র আইপিএলই মিলিয়ন ডলার টুর্নামেন্ট হিসেবে বিবেচিত। ফলে, জিএসটি বেড়ে যাওয়ার অর্থ, ৫০০ টাকার আইপিএল টিকিট এবার বেড়ে হবে ৭০০ টাকা। এতদিন যা ছিল ৬৪০ টাকা। এক হাজার টাকার টিকিট বেড়ে হবে ১৪০০ টাকা। এত দিন ছিল ১২৮০ টাকা। একই নিয়মে ২ হাজার টাকার টিকিট ৮০০ টাকা অতিরিক্ত জিএসটি দিয়ে কিনতে হবে ২৮০০ টাকায়। যা আগে কেনা যেত ২৫৬০ টাকায়। এমনিতেই মেগা টি-টোয়েন্টি লিগের টিকিটের দাম মহার্ঘ করে দিয়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিরা। এবার কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ করের আওতায় চলে আসছে আইপিএল টিকিট। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন জিএসটি'র হার কার্যকর হবে। তবে আইপিএলের পাশাপাশি প্রো কবাডি লিগ বা আইএসএলের মতো টুর্নামেন্টও কি এর আওতায় আসবে, তা অবশ্য এখনও স্বচ্ছ নয়। আইপিএলের মতো প্রিমিয়াম ক্রীড়া ইভেন্টের ক্ষেত্রে এই দাম বেড়ে যাওয়ায় চিন্তা বাড়বে যেমন ক্রিকেটপ্রেমীদের, তেমন মাঠে এসে খেলা দেখার প্রবণতাও মধ্যবিত্তদের ধাক্কা খাবে বলে মনে করা হচ্ছে। কতটা প্রভাব পড়ে আইপিএলে, তাই এখন দেখার।

ক্রিকেটেও দল গুছিয়ে নিল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফুটবলের পর ক্রিকেটেও শুরু হয়েছে দলবদলের মরশুম। সেই দলবদলের মরশুমে শুক্রবার এককথায় চমক দিল ইস্টবেঙ্গল। বলা ভালো মরশুম শুরু আগে দল গুছিয়ে নিল লাল-হলুদ। এদিন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থায় বসে একসঙ্গে ১৯ জন ক্রিকেটারক সই করাল ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট। এর মধ্যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের ঘর ভেঙে একাধিক ক্রিকেটারকে দলে নিল তাঁরা। যে ক্রিকেটাররা লাল-হলুদ জার্সি পরলেন তাঁরা হলেন-ঋতম পোড়েল, আকাশ পাণ্ডে, সৌরভ হালদার, সুদীপ ঘরামি, কৌশিক মাইতি, মহম্মদ আজহারউদ্দিন, আদনান আলি খান, মহীপাল যাদব, সৌরভ মণ্ডল, সুমিত মোহান্ত, অয়ন ভট্টাচার্য্য, সৌরভ পাল, অগ্নিভ পান, কণিষ্ক শেঠ, সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, সাত্যকি দত্ত, সন্দীপন দাস, অরিন্দম দত্ত ও ইমন দত্ত। এর মধ্যে মোহনবাগান ছেড়ে ইস্টবেঙ্গলে এলেন সুদীপ ঘরামি, আকাশ পাণ্ডে এবং সৌরভ হালদার। পাশাপাশি কালীঘাট থেকে ইস্টবেঙ্গলে সই

করলেন ঋতম, কৌশিক এবং আদনান। এছাড়াও খিদিরপুর থেকে সৌরভ মণ্ডল, বেহালা ফ্রেন্ডস থেকে মহম্মদ আজহারউদ্দিন, ঐক্য সম্মেলনী থেকে মহীপাল যাদব ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছেন। বাকি দশ ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে ইস্টবেঙ্গল। গত মরশুমে ইস্টবেঙ্গল কোচের দায়িত্ব পালন করেছিলেন আব্দুল মুনায়েম। কিন্তু কলকাতা লিগ ফাইনালের আগে দায়িত্ব ছেড়েছিলেন তিনি। ফলে নতুন মরশুমে নয়া কোচ খুঁজতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। সূত্রের খবর কোচ নির্বাচন হয়ে গেলেও তা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি এখনও। দলের মেন্টর রয়েছেন সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন বছরে সাফল্যের লক্ষ্যে তারকাখচিত না-হলেও ময়দানের প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের নিয়ে দল গড়ার লক্ষ্য নিয়েছিল লাল-হলুদ। গত মরশুমে পি সেন ট্রফির পাশাপাশি কলকাতা লিগ খেতাব যুগ্মভাবে ভবানীপুর ক্লাবের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিল তাঁরা।

কোহলির জন্য বিশেষ ছাড় বোর্ডের!

অনলাইনে দিলেন ফিটনেস পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সবাই এলেন বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। সেখানেই চলছে ফিটনেস পরীক্ষা। রোহিত শর্মা, শুভমন গিল, শ্রেয়স আইয়ার, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজরা সেখানেই ফিটনেস টেস্ট দিচ্ছেন। কিন্তু সেখানে দেখা যায়নি বিরাট কোহলিকে। এরপরই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে বিরাট কোথায়? তিনি কি দেবেন না ফিটনেস টেস্ট? অবশেষে বিরাট কোহলিকে নিয়ে চলা জল্পনার অবসান ঘটল। ইংল্যান্ডে থেকেই নিজের ফিটনেস টেস্ট দিয়েছেন বিরাট। বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে প্রথম, যিনি বিদেশে থেকে বোর্ডের অধীনে এই পরীক্ষা দিয়েছেন। যথারীতি সেই টেস্ট উত্তীর্ণও হন তিনি। তবে এরপরই প্রশ্ন উঠেছে, সবার জন্য এক নিয়ম আর বিরাটের জন্য অন্য? বর্তমানে সপরিবারে ব্রিটেনেই থাকেন তারকা ক্রিকেটার। একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, লন্ডনে ফিটনেস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বোর্ডের থেকে বিশেষ অনুমতি নেন কোহলি। কিন্তু কেন তাঁকে এই বিশেষ ছাড় দেওয়া হল? কেনই বা বিরাটের জন্য ব্যতিক্রম! বোর্ড এতদিন জোর দিয়ে আসছিল, ফিটনেস টেস্ট বাধ্যতামূলক ও অভিন্ন। এখন হঠাৎ ব্যতিক্রম নজির নিয়ে অনেকেই সংশয়ে। ভারতীয় কোচ হয়ে আসার পর গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত সিরিজের আগে ইয়ো ইয়ো টেস্ট, ব্রঙ্কো টেস্টের মতো একাধিক ফিটেনস পরীক্ষার পদ্ধতি চালু করেছেন জাতীয় কোচ গৌতম গম্ভীর। প্রথম দফার পরীক্ষায় খেলোয়াড়দের চোট থেকে সেরে ওঠার শক্তি যাচাই করা হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী, বেশিরভাগ ক্রিকেটারই নির্ধারিত তৈরি মান পূরণ করেছেন। যাঁরা প্রথম দফায় অংশ নিতে পারেননি, যেমন ঋষভ পন্থ, রবীন্দ্র জাডেজা, কে এল রাহুল, আকাশ দীপ এবং নীতিশ রেড্ডি তাঁরা সেপ্টেম্বরে ফিটনেস টেস্ট দেবেন। প্রথম দফায় যারা পাশ করেছেন তারা হলেন, রোহিত শর্মা, শুভমন গিল, কুলদীপ যাদব, সঞ্জু স্যামসন, শার্দুল ঠাকুর, যশস্বী জয়সওয়াল, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, শিবম দুবে, শ্রেয়স আইয়ার, ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, রজত পতিদার, অর্শদীপ সিং সহ মোট ৩০ জনেরও বেশি ক্রিকেটার।

নরেন্দ্র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ সেপ্টেম্বর থেকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে নরেন্দ্র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হল। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিষ্ণুপুরের মৌদিহাট ক্রীড়াঙ্গনেও এই খেলা সম্পন্ন হবে ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। পরিচালনায় রয়েছে ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা ফুটবল কমিটি। ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সোমা ঘোষ জানালেন, রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে এই খেলার আয়োজন করা হয়েছে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো মহা ধর্ম সম্মেলন এর স্বামী বিবেকানন্দ বক্তব্য রেখে গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্যেই ১১ সেপ্টেম্বর এই খেলার সূচনা হচ্ছে। খেলা শেষ হবে ১৭ সেপ্টেম্বর যেদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৫ তম জন্মদিন। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বিধানসভা এবং পুরসভা থেকে মোট ১৬ টা দল এই নরেন্দ্র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে। ১৭ সেপ্টেম্বর পুরস্কার প্রদান করা হবে ওই দিন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকবেন।

তাজিকিস্তানে ইতিহাস গড়ল ভারতীয় ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদেশের মাটিতে বহু দশক পরে বড় সাফল্য পেল ভারতীয় ফুটবল দল। কাফা নেশনস কাপে ফিফা ক্রমতালিকায় অনেক এগিয়ে থাকা তাজিকিস্তান ও ওমানকে হারিয়ে আট দলের টুর্নামেন্টে তৃতীয় স্থান দখল করেছে খালিদ জামিলের ভারত। ওমানের বিরুদ্ধে এটাই ভারতের প্রথম জয়। এই সাফল্য এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বের কঠিন লড়াইয়ের আগে দলকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেবে।

১৭ টি সোনা জয় করলো ক্যানিংয়ের ১২ খুঁদে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর দুই দিন ধরে গোয়া'র পেডডাম স্পোর্টস কমপ্লেক্স এ আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন রাজ্য থেকে কয়েক হাজার প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। পাশাপাশি বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ভূটানের কয়েকশো প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সুন্দরবনের ক্যানিং থেকে ক্যারাটে ট্রেনার সাইহান রাজু বিশ্বাসের নেতৃত্বে বাংলা থেকে আয়ুষ বিশ্বাস, নন্দিতা কয়াল, অদিতী দেবনাথ, ঐন্দ্রি প্রধান, সৌমি দেবনাথ, অনিমেশ মণ্ডল, সিধু জাগুলিয়া, দেবেন দেবনাথ, জহির উদ্দিন লস্কর, আফ্রিদি মিদ্দে, বিভান চৌধুরী, নয়ন সাহা সহ মোট ১২ জনের দল অংশ গ্রহণ করে। কাতা ও কুমিত বিভাগে বাংলার ১২ জন ক্ষুঁদে সদস্য ১৭ টি গোল্ড ও ৭ টি সিলভার পদক জয় করে।

লিখেছেন

গল্প

অনিন্দিতা মণ্ডল ● সুকুমার মণ্ডল
কৌশিক রায়চৌধুরী ● তৃষ্ণা বসাক
ঋতুপর্ণ বিশ্বাস ● শতদ্রু মজুমদার
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় ● শৌভিক গাঙ্গুলী
অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ● শ্যামলী বসু
ও অরুণোদয় ভট্টাচার্য

ধর্ম ও দর্শন

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় ● প্রণব গুহ

শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

সন্তোষ দত্ত ● ঋত্বিক ঘটক
নচিকেতা ঘোষ ● গুরু দত্ত
হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ● তৃপ্তি মিত্র

উপন্যাস

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবন্ধ

অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় ● মধুময় পাল
দীপককুমার বড় পণ্ডা ● জয়ন্ত চৌধুরী
নন্দলাল ভট্টাচার্য ● সুলগ্না চক্রবর্তী
ও বিধান সাহা

কবিতা

জগদীশ শর্মা ● সুনন্দ ভৌমিক
প্রভাস মজুমদার ● সৌম্য ঘোষ ● দত্তা রায়
প্রবীর মণ্ডল ● স্মৃতি দত্ত ● তানিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়
ভরত বৈদ্য ● অমর চক্রবর্তী ● স্বস্তিকা ঘোষ
ভীম ঘোষ ● প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ● ইলা দাস
অরুণকুমার মান্না ● আরতি দে ● অভিজিৎ মিত্র
বিবেকানন্দ নস্কর ● অশোক কুমার ভট্টাচায
অভিনন্দন মাইতি ● গৌর দত্ত পোদ্দার ● বিজন চন্দ
বিউটি পাল ● ইলা চৌধুরী ● অসীম চক্রবর্তী
স্মৃতিকণা চট্টোপাধ্যায় ● বিশ্বনাথ অধিকারী

ভ্রমণ

প্রিয়ম গুহ

আলোচনা

কৃষ্ণচন্দ্র দে

স্মৃতি পথে

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com